বীরভূমি } মাসিক পত্রিকা

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা

(অপ্রকাশিতপূর্ব্ব প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ)

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা

প্রাচীন কবি শচীনন্দন বিদ্যানিধিকৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের

পদ্যানুবাদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখিত

ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীশিবরতন মিত্র

কর্ত্তৃক টীকাসহ সঙ্কলিত

সিউড়ী—বীরভূম হইতে

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র
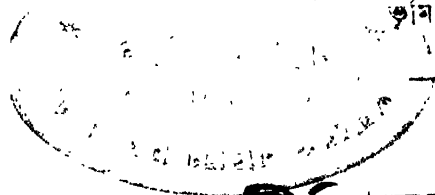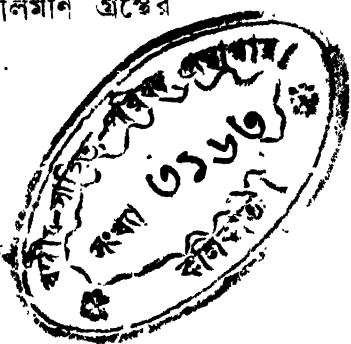
ভূমিকা

যিনি প্রকৃত কবি, তিনিই প্রকৃত ভক্ত। এই চরম সিদ্ধান্ত, একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাব্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ রস, রীতি, ধ্বনি ও অলঙ্কার,—এই চারি প্রকারের বিভিন্ন অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে কাব্যের তত্ত্বালোচনা করিয়া পরিশেষে, রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ত্বান্বেষী সাধুগণও কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির পথে দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিয়া ভক্তিকে 'রস' বলিয়াই নিদ্ধারণ করিয়াছেন। বেদবাণী —"রসো বৈ সঃ," এই প্রকারে মানবের সাধনায় সফল হইয়াছেন।

কবি ও ভক্ত একই আনন্দের বা আনন্দময়ের প্রেরণায় একই লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটিতেছিলেন. ভারতীয় বৈদিক-সাধনার এই চরম সিদ্ধান্তের উপরেই বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; এই চরম সিদ্ধান্তের উপরেই শ্রীরাধাগোবিন্দ উপাসনার প্রতিষ্ঠা।

বৈদিক পুরুষবাদ, পুরুষপ্রকৃতিবাদ, পৌরাণিক লীলাবাদ ভক্ত-কবির হৃদয়ের দিব্য আস্বাদন ও প্রত্যক্ষানুভূতির সাহায্যে এই মহা সত্যই আজ জগৎকে জানাইতেছেন যে—এক অনন্ত-গুণময় নায়ক, আর এক অনন্তগুণময়ী নায়িকা, ইঁহাদের প্রেমলীলাই একমাত্র সত্য। শৃঙ্গাররসই আদিরস। রসের আস্বাদনের জন্যই বিশ্ব ব্যাকুল। কিন্তু, কেই বা জানে—রস কি? কেই বা জানে—রসের আস্বাদন কি? কত হাজার হাজার জন্ম ধরিয়া মানুষ রসের আভাস লইয়া, রসের ছায়া লইয়া, রসের ছল লইয়া বঞ্চিত হইয়া, মায়া-প্রপঞ্চে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কোথায় রস? সাধনা চাই, তপস্যা চাই, সংযম চাই, সাধুসঙ্গ চাই। রস আছে, রসের সন্ধান আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় "শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে, এই রসের কথাই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পরম পবিত্র সাধন-গ্রন্থ, ভক্তগণের আস্বাদনের বস্তু।

বাঙ্গালাদেশের ভক্ত-হৃদয়ের পূর্ণ প্রকাশ—কীর্ত্তনের গান। সুখের বিষয়, ইদানীং এই কীর্ত্তন-গানের আদর বাড়িতেছে। ইহা সুখের বিষয় হইলেও, ইহাতে দুঃখের কারণও আছে। ভক্তের হৃদয় লইয়া কীর্ত্তন গান শুনিতে হয়,—ইহা সাধনের সামগ্রী। সদগুরুর

কৃপাভাজন হইয়া কীর্ত্তন গাহিতে হয়। রসাভাস হইলে গায়ক ও শ্রোতা, উভয়েরই অপরাধ হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই রসাভাস হইতেছে। 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের উত্তমরূপ আলোচনা থাকিলে, রসাভাসের সংশোধন হইতে পারে। ঐ শ্রীগ্রন্থ, সংস্কৃত-ভাষায় রচিত; দুরূহ গ্রন্থ,—মুদ্রিত হইলেও প্রচার খুব কম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা একটি অপূর্ব্ব রত্ন পাইয়াছি, যাহার সংবাদ অনেকেই জানেন না। এই গ্রন্থখানিই সেই রত্ন। ইহা, "শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির" প্রাচীন বঙ্গানুবাদ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাণক-গ্রাম নিবাসী ভক্ত-পণ্ডিত শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, ১৭০৭ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৮৫ খৃস্টাব্দের পৌষ মাসের ১০ই তারিখে এই অনুবাদ সমাধা করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের একজন সভাসদ ছিলেন—নবকিশোর দত্ত; উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। চাণকের নিকটবর্ত্তী নাখুড়িয়া গ্রামে তাঁহার বাস। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—হরি দত্ত। এই হরি দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায়, এই অনুবাদ কার্য্য সাধিত হয়।

হরি দত্তের পৌত্রের নাম মাধবেন্দ্র দত্ত। তাঁহার ভাগিনেয়, বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামের জমিদার—৺মুকুন্দলাল সিংহ। এই মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের নিকট, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক" রচয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়, প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি পাইয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক নকল করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে, গ্রন্থখানি একশত একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের পৌষ মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায়, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এই গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকে, এই গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাও শিবরতন বাবুর নিকট হইতে গৃহীত।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়া, ও সুপ্রচারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই কীর্ত্তন গান শুনিতেছেন, শ্রীরাধাগোবিন্দের কথায় অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন,—ইহা পরম আনন্দের কথা। এখন, রসাভাসাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করার জন্য, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি ধীরভাবে আস্বাদন করুন ও আলোচনা করুন।

এই গ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্য সমস্তই শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতিলিপি করা, সূচী করা, প্রুফ দেখা, টীকা রচনা—সমস্তই তিনি করিয়াছেন। তিনিই ইহার সম্পাদক। কেবল 'বীরভূমি'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, আমার নাম সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হইল। পনর বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার এই গ্রন্থখানি ছাপাইবার চেষ্টা করিয়া কিছু অর্থনাশ করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলাম। বোধ হয়, তখনও এই গ্রন্থ-প্রকাশের সময় হয় নাই। সম্প্রতি ভগবান, এই গ্রন্থ-মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনে আমাকে সক্ষম করিয়া ধন্য করিলেন।

এই প্রকারের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব অথচ অতি মূল্যবান আরও অনেকগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, আমাদের নিকট রহিয়াছে। আশা করি শ্রীভগবানের কৃপায়, আমরা সেগুলিও মুদ্রিত আকারে সাধুভক্তগণের আস্বাদনীয় করিতে পারিব। ভক্তগণের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, এই সদ্গ্রন্থ আমরা উভয়ে (অর্থাৎ আমি ও শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীশিবরতন মিত্র) সজ্জন-সভায় উপস্থাপিত করিলাম। তাঁহারা আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিবেন। ইতি—

সিউড়ী-বীরভূম	বিনীত
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩[illegible]	শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নিবেদন

ভাষা যাহাতে অসংযতভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বিপথগামী না হয়, তজ্জন্য যেমন ব্যাকরণের কঠোর অনুশাসন আছে, তদ্রূপ, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রচয়িতা, সঙ্কলয়িতা বা আস্বাদনকারিগণ যাহাতে ভ্রমে পতিত না হন বা ইহার অপব্যবহার না করেন, তজ্জন্য বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিবিধ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ও কঠোর বিধান আছে। সুতরাং, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য সম্যক্‌রূপে আলোচনা বা প্রকৃষ্ট রূপ আস্বাদন করিতে হইলে, বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। নাট্য-শাস্ত্রের রচয়িতা ভরতমুনি, এই আলঙ্কারিকগণের মধ্যে আদি কবি বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত। পরবর্ত্তীকালে, বৈষ্ণব গোস্বামীপাদগণ এই অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে, বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ রচয়িতা পরম ভাগবত শ্রীল রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'—এই দুইখানি গ্রন্থই প্রধান।

'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি, মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম বা পূর্ব্ব-বিভাগে—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়; দ্বিতীয় বা দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারীভাব ও স্থায়িভাব প্রভৃতি নির্ণয়; তৃতীয় বা পশ্চিম বিভাগে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাদির ভাব নির্ণয় ও তাহার উপভোগ; এবং চতুর্থ বা উত্তর-বিভাগে—গৌণ ও মুখ্যরস বিচার, মৈত্রী, বৈরী, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসভোগাদির নির্ণয়, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসভাবাদির বিচার বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্যরসের বর্ণনকালে, অতিশয় গূঢ়প্রযুক্ত মধুররস অতি সংক্ষিপ্তরূপে উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয়, "উজ্জ্বল নীলমণি" নামক একখানি স্বতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া, বিস্তারিতভাবে মধুরাখ্য ভক্তিরসরাজ বর্ণন করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে তিনি, শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গাররস-নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়িভাব নির্ণয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিবৃতি প্রভৃতি বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের সূত্র এবং তৎসমুদয় পরিস্ফুট করিবার জন্য, বৈষ্ণব

গোস্বামীদিগের গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রত্যেক শ্লোকের পরিপোষক সংস্কৃত পদ্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া পূজ্যপাদ গোস্বামী মহোদয়, গ্রন্থখানিকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী মহোদয়, এই গ্রন্থের—'লোচন রোচনী' এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়—'আনন্দ চন্দ্রিকা' নাম্নী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় পঞ্চানন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত টীকাদ্বয়ের সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক, ভাষা-কবিতায় তাহা 'স্পষ্টীকৃত' বা 'প্রকট' করিয়া, এই "উজ্জ্বল চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পাদন কালে, ভাষা পদ্যানুবাদের প্রত্যেক ছত্রের সহিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক এবং টীকার সহিত মিল করিয়া আমরা এরূপ উক্তি করিতে সাহসী হইলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সূত্র-শ্লোকগুলির পয়ার ছন্দে এবং সূত্র-পরিপোষক উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই ত্রিপদী, —কচিৎ তোটকাদি ছন্দে, যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন।

মূল 'উজ্জ্বল নীলমণি' জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ—সুতরাং, এই গ্রন্থ বা ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সাহিত্যে বক্তা শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় ভূমিকায় সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয় প্রায়ই নিঃশেষে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা আজ প্রায় ত্রিশবৎসর যাবৎ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি—আমাদের সংগৃহীত প্রায় চারি পাঁচ সহস্র প্রাচীন পুঁথি মধ্যে এই উজ্জ্বলরসতত্ত্বমূলক এ-যাবৎ অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র বৃহৎ গদ্য-পদ্য বহু খণ্ড-সন্দর্ভ এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্তসার 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণলেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ মধ্যে—ভারতচন্দ্র, পীতাম্বর দাস, ভানুদত্ত প্রভৃতি রচিত গ্রন্থে আংশিকভাবে এবং 'ভক্তমাল' ও 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ মধ্যে, রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ-বিশেষের আলোচনা আছে। কিন্তু এই বৈষ্ণব-সঙ্কীর্ত্তন প্লাবিত দেশে—যেখানে 'বিন্দু', 'কিরণ' 'কণা' না জানিলে, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে না—সেই দেশে, 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের ন্যায় বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি দ্বারা সুপরিপুষ্ট গ্রন্থের, জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষানুবাদ দেখিতে না পাইয়া, বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। রসরাজের কৃপায়, এখন আমাদের সে অভাব পূরণ হইল। এই

অপূর্ব্ব গ্রন্থ, রসিক ভক্তগণের করকমলে উপহার দিতে পারিয়া, আমরা ধন্য ও চরিতার্থ হইলাম।

এই 'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা' গ্রন্থের পুঁথি, বাগিকার গ্রামের অন্যতম জমাদার এবং আমাদের সিউড়ীর প্রতিবেশী স্বর্গীয় মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের (মাখন বাবু) নিকট প্রাপ্ত হই। এ সকল কথা, ভূমিকায় বলা হইয়াছে। স্বর্গীয় মাখন বাবু, পদাবলী সাহিত্যের জাহাজ ছিলেন—সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য, পদাবলীর পাঠান্তর, বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ইত্যাদি তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল। তিনি কতই না আগ্রহে আমায় এই পুঁথিখানির প্রতিলিপি করিতে দিয়াছিলেন! তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিলে, তিনি ইহার মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করিবেন। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেন। এখন এই গ্রন্থ সম্পাদন ও মুদ্রণ কালে, তাঁহার সুশিক্ষিত বংশধরগণের নিকট হইতে, দুই একটি সন্দেহ স্থলে পাঠ মিলাইবার জন্য, সেই পুঁথিখানি কয়েকদিনের জন্য চাহিয়াছিলাম। ক্রমিক দুই তিন বৎসর ধরিয়া চাহিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা এই সামান্য উপকারটুকু পর্য্যন্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি—অর্থাভাবে প্রেসে দিতে পারি নাই। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন লাইব্রেরিয়ান, স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এবং শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ বাহাদুর, এই গ্রন্থ মুদ্রণ জন্য ধনীসন্তানগণের সহায়তা লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু, অনভ্যস্ততা-প্রযুক্ত আমরা ধনীসন্তানের কৃপা লাভের জন্য তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতে পারি নাই। সুতরাং, এই গ্রন্থও, অন্যান্য বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মধ্যে, সাহিত্য-পরিষৎ হইতেও, এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল। এখন আমার প্রতিবেশী, আমারই মত অবস্থাপন্ন সাধারণ গৃহস্থ অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া চলে না—নিজকে, নিজে ধন্যবাদ দিব কেমন করিয়া? রসিক ভক্তগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন—রসরাজ তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন। মা বীণাপাণি, লক্ষ্মীর দ্বারস্থ হইতে না দিয়া, আমাদের মনের মতই ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ইহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার অপার করুণা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পাঁচ ছয় সহস্র প্রাচীন পুঁথি লইয়া যক্ষের ন্যায় আঁকড়িয়া রহিয়াছি—এই পুঁথিগুলি লইয়াই আমাদের দরিদ্র-জীবন—জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া পুরীর শ্রীমন্দির মধ্যেও, জগন্নাথদেবের সমক্ষে আমরা প্রাচীন পুঁথিই দেখিয়া আসিয়াছি! জীবনের শেষ-পাদে এই পুঁথি-প্রীতির সার্থকতা দেখিয়া, আমাদের আনন্দের আর অবধি নাই! কৃপাময়ের করুণায় হয় ত, আমরা অপর যে সকল অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্পাদন ও মুদ্রণযোগ্য করিয়া রাখিয়াছি, তৎসমুদয় অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

প্রাচীনপুঁথি-সম্পাদকের চিরনির্দ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়—পুঁথির পাণ্ডুলিপির বর্ণ ও বানান সম্বন্ধে আলোচনা। আমরা কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে একেবারে নীরব রহিব। এই গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের, প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত ভাষানুবাদ। সুতরাং এই অনুবাদের ভাষা, বানান ও বর্ণবিন্যাস-প্রণালী যে একেবারে সংস্কৃতানুযায়ী হইবে, তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই। ভাগ্যক্রমে, আমাদের পাণ্ডু-লিপির বর্ণাশুদ্ধি অধিক ছিল না যৎসামান্য ছিল, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সুতরাং এই গ্রন্থে সাধারণ বর্ণবিন্যাস-প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এখন, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, যাহাতে সকলে সহজে আয়ত্ত ও অধিগম্য করিয়া লইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা গ্রন্থমধ্যে ও সূচীপত্রে উপবিভাগগুলি নির্দ্দেশ করিয়া, অল্পায়াসে স্মরণযোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, উজ্জ্বল রসানুরক্ত রসিক মহানুভবগণ তাহার বিচার করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত, এই অনূদিত গ্রন্থের প্রতি ছত্রের পাঠ মিল করিয়াছি। যে দুই এক স্থলে কোন কোন উদাহরণের অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই, পাদটীকায় সেই সকল স্থানে গদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দুরূহ শব্দাদির অর্থ এবং বিষয়বোধ সৌকর্য্যার্থ বিস্তৃত টীকা দিয়া, প্রায় সর্ব্বত্রই সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ এই বৃহৎ গ্রন্থ, যাহাতে সহজেই আয়ত্ত করা যায়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সর্ব্ববিধ চেষ্টার ক্রুটী করি নাই।

'উজ্জ্বল চন্দ্রিকার' গ্রন্থকার স্বর্গীয় শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু জানিতে পারি নাই। গ্রন্থকারের

স্বগ্রামবাসী আমাদের নিকটাত্মীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর মহাশয়কে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বংশধরগণের নিকট হইতে, তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার রচিত ও সংগৃহীত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি এই অনুরোধ আংশিকভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিদ্যানিধি রচিত বা সংগৃহীত অনেকগুলি পুঁথি তাঁহার বাটী হইতে আনিবার পূর্ব্বেই, প্রবল বৃষ্টিপাতে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তবে, মিত্র-মহাশয় বলেন যে, এ পুঁথিগুলি মধ্যে, বিদ্যানিধি-রচিত আরও অনেক গ্রন্থ ছিল। হায় বিদ্যানিধি! হায় আমরা! চিরজীবন কঠোর সাধনা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে, মায়ের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় যে অঙ্গাভরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হেলায় হারাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম!

'রতন'-লাইব্রেরী
সিউড়ী-বীরভূম
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

শ্রীশিবরতন মিত্র

সূচী

প্রথম অধ্যায়—নায়কভেদ প্রকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়—নায়ক-সহায় প্রকরণ

তৃতীয় অধ্যায়—হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ

চতুর্থ অধ্যায়—বৃন্দাবনেশ্বরী বা রাধা-প্রকরণ

পঞ্চম অধ্যায়—নায়িকাভেদ প্রকরণ

ষষ্ঠ অধ্যায়—যূথেশ্বরীভেদ প্রকরণ

সপ্তম অধ্যায়—দূতীভেদ প্রকরণ

অষ্টম অধ্যায়—সখী প্রকরণ

নবম অধ্যায়—হরিবল্লভা প্রকরণ

দশম অধ্যায়—উদ্দীপন বিভাব প্রকরণ

একাদশ অধ্যায়—অনুভাব প্রকরণ

দ্বাদশ অধ্যায়—স্বাত্ত্বিকভাব প্রকরণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্যাভিচারিভাব প্রকরণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—স্থায়িভাব প্রকরণ

(খ) রতির তারতম্য

পঞ্চদশ অধ্যায়—বিপ্রলম্ভ প্রকরণ

বিপ্রলম্ভ—

১ পূর্ব্বরাগ—

ষোড়শ অধ্যায়—সম্ভোগ প্রকরণ

উজ্জ্বল চন্দ্রিকা

প্রথম অধ্যায়

নায়কভেদ প্রকরণ

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥

এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
তিন প্রকার ব্যাখ্যা তাথে করেন মহাজন॥
নামে রসজ্ঞেরগণ কৈল আকর্ষণ।
'রসজ্ঞ'-শব্দে কহে ইঁহ ব্রজদেবীগণ॥
সামান্যেত স্ব-পর্য্যন্ত রসিক আকর্ষিলা।
অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরি এই ধ্বনি হৈলা॥
নিজ পিতা নন্দের ভাবের উদ্দীপন।
নিজরূপে সবাকার আনন্দ কারণ॥
'সনাতন'-শব্দে কহে সচ্চিৎ আনন্দ।
সেই আত্মা যার সেই হয়েন গোবিন্দ॥
এই ত প্রথম অর্থ করিল প্রচার।
সনাতন-পক্ষ আছে, গৌর-পক্ষ আর॥

সেই সব ব্যাখ্যাতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার।
সেই ভয়ে এই অর্থ না করি প্রচার॥

মধুর ভক্তিরসরাজ লক্ষণ

পূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিয়াছেন মুখ্যরসগণ। *
বিস্তারি মধুররস না কৈল বর্ণন॥
বড়ই রহস্য তাহা, ইঁহ বিস্তারিলা।
কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের শক্তিতে বুঝিলা॥
এবে যেই মতে বুঝে সম্প্রদায়গণ।
সেই লাগি ভাষা করি করিল বর্ণন॥
ইহা যদি মোহান্তের কৃপালেশ হয়।
তবে ত হইবে গ্রন্থ জানিহ নিশ্চয়॥
পরে যেই বিভাবাদি † করিব বর্ণন।
তাহাতে মধুরারতি হয় আস্বাদন॥
আস্বাদিত হৈলে তারে কহি ভক্তিরস।
নামেতে মধুর হয় কৃষ্ণ যার বস॥

---

* পূর্ব্বগ্রন্থ—মূল "উজ্জ্বলনীলমণি"-গ্রন্থকার বিচরিত "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" নামক গ্রন্থ। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থখানি মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম বা পূর্ব্ববিভাগে—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়; দ্বিতীয় বা দক্ষিণবিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারীভাব ও স্থায়ীভাব প্রভৃতি নির্ণয়; তৃতীয় বা পশ্চিমবিভাগে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাদির ভাব নির্ণয়; এবং চতুর্থ বা উত্তরবিভাগে—গৌণরস ও মুখ্যরস বিচার; মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস; রসাভাসাদির নির্ণয় এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য রসভাবাদির বিচার বর্ণিত আছে। সুতরাং, 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থখানি, 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'-গ্রন্থের উপসংহার বা উত্তরবিভাগ। মুখ্যরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস।

† 'বিভাব,' 'অনুভাব,' 'সাত্ত্বিক' এবং 'সঞ্চারি' বা 'ব্যভিচারী' প্রভৃতি কার্য্যকারণ সহকারি ভাব নিচয়। 'বিভাব'—দ্বিবিধ—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। 'আলম্বন'—বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম হইতে নবম অধ্যায়ে, 'উদ্দীপন'—দশম অধ্যায়ে, 'অনুভাব'—১১শ অধ্যায়ে, 'সাত্ত্বিক'—১২শ অধ্যায়ে এবং 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারি'—১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বিভাব

(আলম্বন ও উদ্দীপন)

বিভাবের * নাম হয় দুই ত প্রকার।
'আলম্বন' একনাম, 'উদ্দীপন' আর॥
উজ্জ্বলের † আলম্বন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আর কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ § হয় আলম্বন॥

কৃষ্ণ বিষয়ক উদ্দীপন

যথা, ‡

যাকর পদদ্যুতি দরশনে নিগরব কোটি কোটি মনমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরলি ত্রিভুবন মন হরি নেল॥
অভিনব জলধর সুন্দর আকৃতি কঁহুতহি পরম বিহার।
ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবর সাধন মূরতি সিদ্ধি অবতার॥
সো অব নন্দকি নন্দন নাগর তোহে করু আনন্দ ভোর।
শ্রীশচীনন্দন ও নব মাধুরী বরণি না পাওল ওর॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী

সুধী, সপ্রতিভ, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর।
সুখবান, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেম-প্রচুর॥
গাম্ভীর্য্য-সমুদ্র, বরীয়ান, কীর্ত্তিমান।
নারীর মোহন, নিত্য নূতন বরধাম॥
অতুল্য কেলি-সৌন্দর্য্য আর প্রেয়সীরগণ।
এ সব চিহ্নিত কৃষ্ণ আর বংশীক্কণ॥

---

* রতি বিষয়ক আস্বাদনের হেতুকে 'বিভাব' বলে।
† উজ্জ্বল—মধুরাখ্য ভক্তিরস। § কৃষ্ণভক্তগণও বিবেচ্য।
‡ পূর্ব্বরাগবতী শ্রীমতী রাধিকা, পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিলে, তাহার আশীর্ব্বচন।

ইত্যাদি শৃঙ্গার গোবিন্দের গুণগণ।
উদাকৃতি ইঁহ কিছু নাহি বিবরণ ॥†

চতুর্ব্বিধ নায়ক

পূর্ব্বেতে § কহিল যেই 'ধীরললিত' ††।
'ধীরশান্ত', 'ধীরোদাত্ত', আর 'ধীরোদ্ধত' ॥

পতি ও উপপতি

এই চারিভেদে আছে 'পতি' 'উপপতি'।
এবে কিছু কহি তাহে পতির বিবৃতি ॥

পতি

শাস্ত্রমতে কান্তার যেই করে পাণিগ্রহে।
সেই ভর্ত্তা হয়, তারে 'পতি'-শব্দে কহে ॥
রুক্মি জয় করি হরি রুক্মিনী হরিল।
দ্বারকা লইয়া তাহে বিবাহ করিল ॥
এই ব্রত কৈল যেই কুমারিকাগণ।
তাথে কারু কারু পতি ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
রুক্মি বিবাহের পূর্ব্বে গোপী পরিণয়।
'মূল মাধব-মাহাত্ম্যেতে' এই বাক্য কয় ॥

---

† "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু"-গ্রন্থের দক্ষিণবিভাগের প্রথমালহরীতে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল চতুঃষষ্টি গুণাবলীর বিস্তৃত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

§ "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু"-গ্রন্থের দক্ষিণবিভাগের প্রথমালহরী দ্রষ্টব্য।

†† 'ধীরললিত'—বিদগ্ধ, নবযুবা, পরিহাস-বিশারদ ও নিশ্চিন্তকে 'ধীরললিত' কহে। ইনি প্রায়ই প্রেয়সীর প্রেমানুসারে বশবর্ত্তী হন। যথা—কন্দর্প। 'ধীরশান্ত' শান্ত-স্বভাব, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক এবং বিনয়াদি গুণযুক্তকে 'ধীর শান্ত' কহে। যথা—যুধিষ্ঠিরাদি। 'ধীরোদ্ধত'—মৎসরী বা অন্তশুভদ্বেষী, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষণ, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাকারীকে 'ধীরোদ্ধত' কহে। যথা ভীমসেন আদি। "ধীরোদাত্ত"—গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত, শ্লাঘারহিত, গূঢ়গর্ব্ব এবং সুসত্ত্বভৃৎ বা বলবিশেষ সম্পন্নকে "ধীরোদাত্ত" কহে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরঘুনাথ।

উপপতি

ইহলোক পরলোক না করি গণন।
নিজ রাগে করে যেই ধর্ম্মের লঙ্ঘন॥
পরকীয়া নারী সঙ্গে করয়ে বিহার।
সদা প্রেমবশ, 'উপপতি' নাম তার॥

যথা, (পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দার উক্তি)—

রাইক মন্দির আসি করু নাগর সঙ্কেত কোকিল বোল।
শুনি ধনি উঠত দ্বার যব খোলই হোয়ল কঙ্কণ রোল॥
দেখ দেখ, নাগর আনন্দ ভোর।
কঙ্কণ ধ্বনি শুনি মনে অনুমানই রাই মিলব মঝু কোর॥
জটিলা জাগরি তৈখনে বোলত— কো করু কঙ্কণ নাদ।
শুনি ধনি চমকিত মন্দিরে সুতল নাগর গণল প্রমাদ॥
পুনঃ ধনি আসি মিলব মঝু সঙ্গতি ঐছন মনোরথ ভেল।
রাধা মন্দির কোন বদরি তলে জাগরি যামিনী গেল॥

শৃঙ্গারের মাধুর্য্য অধিক ইহাতে।
উপপতি-রস শ্রেষ্ঠ ভরতের মতে॥

পরমা রতি

লোক-শাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্নকামুক যাথে দুর্লভ মিলন॥
তাহাতে 'পরমারতি' মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়॥
ইহাতে লঘুতা যেই কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নায়কে সেই, কৃষ্ণ প্রতি নয়॥
রসের পরমাকাষ্ঠা রতি আস্বাদন।
অবতার কৈল হরি ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

পতি ও উপপতি—চতুর্বিধ

'অনুকূল', 'দক্ষিণ', 'শঠ' আর হয় 'ধৃষ্ট'।
পতি উপপতি দোঁহার চারিভেদ ইষ্ট ॥
শাঠ্য ধৃষ্ট উপপতি নাট্যশাস্ত্রে কয়।
কৃষ্ণেতে সম্ভবে সব, অযুক্ত কিছু নয় ॥

১। অনুকূল

এক নারী রত হয় অন্য নারী ছাড়ি।
সীতার প্রতি রাম 'অনুকূল' নামধারী ॥
রাধায় 'অনুকূল' হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অন্য নারী ছাড়ি হৈল রাধার স্মরণ ॥

যথা। (শ্রীমতীর প্রতি বৃন্দার উক্তি)—

গোকুল নগরে চতুরা নাগরী কতনা যুবতী নারী।
তা সনে বিহরে কখন কখন নন্দের নন্দন হরি ॥
রাই, তুহু সে জানসি রস।
সকলের কাছে যেমন তেমন হরি সে তোমারি বশ ॥
যখন তোমারে না দেখে নাগর কাতর হইয়া রহে।
কতনা যুবতী লালসা করয়ে ফিরিয়া নাহিক চাহে ॥
যত গুণবতী আছয়ে যুবতী তুহু তার শিরোমণি।
তোমারে ছাড়িতে না পারে যেমন ফণি না ছাড়য়ে মণি ॥

(ক) ধীরোদাত্তানুকূল *

যথা (রাধাভাবে তন্ময় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চিত্রার প্রতি ললিতার আশ্বাসবাণী)—

কুবলয়-নয়নি সঙ্কেত করি রহতহি কত কত কুঞ্জ কুটীরে।

---

* গম্ভীর-প্রকৃতি, করুণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মশ্লাঘাশূন্য, বিনয়ান্বিত, ক্ষমাগুণশালী এবং উদার-চরিত্র নায়ককে-'ধীরোদাত্তানুকূল' কহে।

কুটীল দৃগঞ্চলে	মনসিজ বিদগধি	বিতরই গোকুল বীরে ॥
দেখ দেখ, রাইক	প্রেম তরঙ্গ ।	
যাকর দরশ	পরশ রস লালসে	ছোড়ল সোসব সঙ্গ ॥
নাগর রাজে	বান্ধি নিজ প্রেমহি	রাই সাধই নিজ কামা ।
কত কত যুবতী	কতহি রস বিতরই	তবহি শিথিল নহে প্রেমা ॥

(খ) ধীরললিতানুকুল *

যথা (নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

নন্দ যশোমতি করে যত গৃহ ভার ।	কেবল করেন হরি বিপিন বিহার ॥
অনুদিন বিহরই রাইক সঙ্গ ।	মানস নিমগন মননিজ রঙ্গ ॥
যমুনা তীরহি সদত বিহারী	পুণবতী হোওল ভানু-কুমারী ॥
উপবন তরু সব করু বিভাষিত।	শ্যাম জলদ তাহে রাই তড়িত ॥

(গ) ধীরশান্তানুকুল ‡

যথা (জটিলার পার্শ্বোপবিষ্টা শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা)—

রবির পূজন	করিতে গহনে	তোমারি প্রেমের বশে ।
দেখ দেখ রাই	নাগর আইল	ধরিএ ব্রাহ্মণ বেশে ॥
চাতুরী করিয়া	জটিলা নিকটে	লুকালো আপন সাজ ।
জটিলা জানিলে	বিপদ ঘটিত	ভাল না হইত কাজ ॥
দ্বিজবর গুণ	সকলি আছয়ে	বদনে বিনয় বাণী ।
সরল অন্তর	সরল চাহনি	দেখিতে যেমন মুনী ॥
উদার চরিত	বচন মধুর	সুন্দর ও তনুখানি ।
রবির পূজন	করিব এখন	দ্বিজবেশ ব্রজমণি ॥

---

* রসিক, নবযুবা, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত, প্রেয়সীর বশীভূত এবং প্রেয়সীর প্রতি অনুকুল নায়ককে "ধীরললিতা-নুকুল' কহে।

‡ 'ধীরশান্ত'—৪ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য

(ঘ) ধীরোদ্ধতানুকুল §

যথা (ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

ললিতে, শুন মঝু সত্য এক বাণী।
রাইক পরিহরি আন যুবতী সহ স্বপনহি প্রেম নাহি জানি॥
কেবল রাইক প্রেম হাম জানত রাই প্রাণধন মোর।
কো কহু সদ্গুণ সাগর নাগর আন যুবতী রসভোর॥
তুহু বর চতুরী সবহু মঝু জানসি সম্বরু কোপ তরঙ্গ।
মনমথ বিশিখে সতত তনু দাহই তুরিত দেহ রাইক সঙ্গ॥

২। দক্ষিণ

যে নায়ক পূর্ব্ব রমণীতে করে ভয়।
গৌরব দাক্ষিণ্য প্রেম সতত করয়॥
অন্য-চিত্ত হয়া তাহা না পারে ছাড়িতে।
তাহারে 'দক্ষিণ' কহি রস-শাস্ত্র মতে॥

যথা (চন্দ্রাবলীর প্রতি নান্দীমুখী)—

চন্দ্রাবলী শুন বচন তুহু মোর। মিছই বচন না হোযব তোর॥
স্বপনে না ছাড়ই হরি তুয়া সাথে। তুয়া প্রেমে বান্ধল গোকুলনাথে॥
খল-জন কহই কানু আন সঙ্গ। খল-বাদে নাহি করবি প্রেম ভঙ্গ॥
নান্দীমুখী মুখে শুনি এত বোল। চন্দ্রাবলী ভেল আনন্দ ভোল॥

কিম্বা থাকে প্রেয়সীর প্রেমেতে সমান।
'দক্ষিণ'-শব্দের হয় তাহাতে আখ্যান॥

যথা (নান্দীমুখী প্রতি কুন্দলতা)—

দ্বারকাতে হরি সিংহাসনে বসে ছিলা। হেনকালে এক দূত কহিতে লাগিলা॥
পদ্মা* করতহি নয়ন তরঙ্গ। কমলা জৃম্ভই মোড়ই অঙ্গ॥

---

§ 'ধীরোদ্ধত'—৪ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য

* পদ্মা, কমলা, তারা, সুকেশী, শৈব্যা—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরোঢ়া নিত্য-প্রেয়সী; অপর নিত্যপ্রেয়সীগণ যথা—ললিতা, শ্যামা, ভদ্রা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালিকা প্রভৃতি।

তারা দরশই ভুজ পরকাশি। শ্রুতিমূল কণ্ডূন করল সুকেশী॥
শৈব্যা নীবি উপর ধরু কর। বহুতর নারী করই রস ভর॥
একই নাগর বহুতর নারী। কুণ্ঠিত মানস হোয়ল মুরারী॥

৩। শঠ

প্রেয়সীর অগ্রে যেই পরপ্রিয় বাণী কয়।
পরোক্ষে বিপ্রিয় তার বহুত করয়॥
তারে লুকাইয়া বহু অপরাধ করে।
'শঠ'-শব্দের শক্তি সেই ত নাগরে॥

যথা (নান্দীমুখী প্রতি শ্যামার কোন এক সখীর উক্তি)—

জাগরে বোলল তুহু মঝু প্রাণ। স্বপনহি তাকর বদনে শুনি আন॥
'পালী' 'পালী' বলি কহই কতবার। বুঝল তা সহ করই বিহার॥
শ্যামা সখী শুনল স্বপনকি ভাষ। ঘন ঘন ছোড়ই দীঘল নিশাস॥
এ মধু রাতি তিন যাম পরিমাণ জাগরি হোয়ল যুগসম জ্ঞান॥

৪। ধৃষ্ট

অন্য নারীর রতিচিহ্ন প্রতি অঙ্গে রয়।
তথাপি প্রিয়ার আগে রহয়ে নির্ভয়॥
মিথ্যাবাক্য প্রিয়া আগে কহে অনুক্ষণ।
তারে 'ধৃষ্ট' বলি কহে রসিকের গণ॥

যথা (খণ্ডিতা শ্যামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ) *—

কাঁহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহু সুন্দরী— এ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কাহে গঞ্জসি— মৃগমদ পদ পুন এহ॥
সুন্দরি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখ দোখ বিনু মানসি দিনহি তরুণ দিঠি মন্দ॥

---

* গোবিন্দ কবিরাজ কৃত মূল পদের অনুবাদ।

গৈরিক হেরি কিয়ে করি মানসি উরুপর যাবক ভানে ॥
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখী নিন্দসি সিন্দূর করি অনুমানে ॥
তোহাকি সম্বাদে জাগি হায় সব নিশি অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহু পুন পালটি মুঝে পরিবাদসি গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

নায়ক ভেদ—৯৬ প্রকার

'ধীরোদাত্ত' আদি যেই চারি প্রকার।
তাহে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম আর ॥
চারি তিনে পুরিতে দ্বাদশবিধ হ'ল।
'পতি' 'উপপতি' তায় দুই ভেদ দিল ॥
দ্বাদশ দ্বিগুণ করি চব্বিশবিধ হয়।
দক্ষিণাদি চারি ভেদে ছেয়ানইবিধ কয় ॥
ধূর্ত্ত আদি ভেদ যেই রস-শাস্ত্রে কয়।
না কহিল তাহা ভরতের মত নয় ॥ ‡

---

‡ 'নাট্য-শাস্ত্র' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ রচয়িতা প্রাচীন ঋষি। সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে ভরতমুনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নায়ক-সহায় প্রকরণ

———০———

১। সখা

নায়ক-সহায় হয় পঞ্চ প্রকার।
'চেট্,' 'বিট্,' 'বিদূষক,' 'পীঠমর্দ্দ' আর॥
আর 'প্রিয়নর্ম্ম সখা' রস-শাস্ত্র মতে।
সব সহায়ের গুণ কৃষ্ণ আহ্লাদিতে॥
পরিহাস করে সদা অনুরাগ গাঢ়।
দেশকাল পাত্র জানিতে বুদ্ধি বড়॥
মানিনী প্রিয়ার করে মান ভঞ্জন।
নিগূঢ় মন্ত্রণা সহায়ের গুণগণ॥

(ক) চেট

সন্ধান-চতুর যেই গূঢ় কর্ম্ম করে।
বুদ্ধির প্রগল্‌ভ যুক্ত 'চেট্'-নাম ধরে॥
ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার আদি আছয়ে গোকুলে।
কৃষ্ণের 'চেট্' হয় তারা, রস-শাস্ত্রে বলে॥

যথা (কৃষ্ণ প্রতি চেট্-সখা ভৃঙ্গারক উক্তি)—

রাইক বচন কহলু বহু চাতুরী শুন শুন সুন্দরী রাই।
এ হেন অপরূপ কভু নাহি হেরল পেখহ বাহিরে যাই॥
উপনীত শরত সময় ইহ সুন্দর শারদ তরু বিকশিত।
অপরূপ অসময়ে কুসুমিত মাধবী কুঞ্জ কুহর বিভূষিত॥

এ মধু চাতুরী-	বচন শুনি সুন্দরী	আওল কুঞ্জকি পাশ।
অব তুহু যাই	রাই সহ মিলহ	পূরব মনসিজ আশ॥

(খ) বিট্

বেশ ভূষা উপচার যাহার বিদিত।
ধূর্ত্তের প্রধান, কামতন্ত্রের পণ্ডিত॥
রসশাস্ত্রে 'বিট্' বলি তাহার আখ্যান।
কড়ার, ভারতীবন্ধ ব্রজে তার নাম॥

যথা (মানিনী শ্যামার প্রতি বিট্-সখা কড়ারের উক্তি)—

এ ব্রজমণ্ডলে	যত রহু নাগরী	নিকর হাম সব জান।
সো বর নাগরী	ইহ নাহি পেখতু	যা মধু বাত করে আন॥
গোকুল ভূপতি	নন্দন নাগর	তা কর হাম বর সঙ্গী।
সবিনয় বাতে	সোহ ইহ যাচই	চোড়হ কোপকি ভঙ্গী॥
যাকর মূরলী	সকল ব্রজনারীক	লাজ ধৈরজ হরি নেল।
সো হরি, মান-	ভরমে তুহু তেজলি	ভাল যুকতি নাহি ভেল

(গ) বিদূষক

ভোজনে চঞ্চলবর কলহে পণ্ডিত।
নানারঙ্গ বাক্যবেশে হাস্যকারী রীত॥
তারে 'বিদূষক' বলি, জানে নানা ছল।
'বিদগ্ধ মাধবে' [১] খ্যাত শ্রীমধুমঙ্গল॥

যথা (মানিনী শ্রীমতীর প্রতি বিদূষক বসন্তের উক্তি)—

তুহু যারে আদরে	নিতি নিতি পূজসি	দেওসি কত উপচার।
সো অব দিনকর	আদরে দেওল	মুখে পঙ্কজ উপহার॥

---

১ 'উজ্জ্বল নীলমণি'-গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীল রূপগোস্বামী বিরচিত 'বিদগ্ধমাধব' নামক নাটক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা এবং যদুনন্দন দাস—"রাধাকৃষ্ণ লীলা রসকদম্ব" নামক পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সুমধুর ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত আছে।

মানিনি, পঙ্কজে হাম নাহি নেল।
না করি সিনান আনি মুঝে দেওল ইথে লাগি দূরে ফেলি দেল॥
সো পরিচারণ তাহে ঘুচায়নু রোখে ভরল তনু জোর।
সো অব হাম তোহে কত সাধই, বচন না মানসি মোর॥

(ঘ) পীঠমর্দ্দ

গুণেতে নায়ক সম অনুবর্ত্তী প্রেমা।
'পীঠমর্দ্দ' হয় ব্রজমণ্ডলে শ্রীদামা॥

যথা (চন্দ্রাবলীর পতি গোবর্দ্ধনমল্ল প্রতি শ্রীদাম)—

সুন্দর কালিন্দী তীরে মুকুন্দ বিহার করে শুনি সব ব্রজনারীগণ।
বিশ্বাস করিয়া তায় সে লীলা দেখিতে যায় হরি লীলা বড় বিস্মাপন॥
গোবর্দ্ধন, তুমি না করিহ অন্যমন।
সকলেই যায় তাহে— একা চন্দ্রাবলী নহে— সত্য জান আমার বচন॥
তার প্রিয় সখা মোরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি তোরা তেই কহি এ হিত-বচন।
গোবর্দ্ধন গিরি ধরি রক্ষা কৈল ব্রজপুরী তুমি না ঘটাও হেন জন॥

যথা বা (শ্রীদাম প্রতি গোবর্দ্ধনমল্ল-জননী ভারুণ্ডার উক্তি)—

তোমার বচন শুনিয়া এখন মনেতে বিশ্বাস হয়।
নন্দের নন্দন সে বড় সুজন তাহাতে নাহিক ভয়॥
শ্রীদাম, আমি বড় মনে দুখী।
কি করি ভবানী তুষিব অমনি উপায় নাহিক দেখি॥
কুঙ্কুম চন্দন বনফুল মালা লইয়া আপন করে।
মোর বধূ আদি গহনে চলয়ে মহামায়া পূজিবারে॥
খল-জন দেখি, কতেক বলয়ে কলঙ্ক করয়ে কুলে।
বধূ যেয়া করু ভবানী পূজন কি করিতে পারে খলে॥

(ঙ) প্রিয়নর্ম্ম সখা

অত্যন্ত রহস্য জানে সখীর সমান।
সকল সখার শ্রেষ্ঠ 'প্রিয়-নর্ম্ম' নাম॥

গোকুলে সুবল, আর অর্জ্জুন মহাশয়।
সর্ব্বরস জ্ঞাত—'প্রিয়-নর্ম্ম' সখা হয়॥

যথা (সখী সম্বোধনচ্ছলে সুবলের প্রতি রূপমঞ্জরী)—

যো বর নাগরী কেলি-কলহ করি মানিনী হোই চলি যায়।
তাকর চরণ যুগল ধরি সাধই নাগর নিকটে মিলায়॥
সখি, সুবল বড় পুণ্যবান।
কুঞ্জ কি মাঝে শেজ বর করতহি মনসিজ কেলি বিথান॥
হরি যব রাইক হৃদয় পরি সুতই অলস বলিত সব অঙ্গ।
রতি রণ ছোড়ি থির নাহি পাওত ঢর ঢর ঘরম তরঙ্গ॥
তৈখনে যাই সুবল নব-পল্লবে বিজই নাগর রাজে।
ঐছন সেবন নিতি নিতি করতহি সুবল নিকুঞ্জ কি মাঝে॥

অথবা (সুবলের প্রতি উজ্জ্বল-সখার সাভিলাষ উক্তি)—

যো ব্রজ নাগরী কুটীল দৃগঞ্চলে হরিমাধুরী করু পান।
ভুজ যুগে বেঢ়ি হৃদয়ে কুচ ধারই করই আলিঙ্গন দান॥
আপহি আসি গরবে হরি মুখবিধু অধরসুধা করে পান।
মাধব আদরে সাধ করি তোষএ বিনয় বচন বহুমান॥
ঐছন ভাগী অব গোপীক হোয়ল বুঝইতে সংশয় ভেল।
কাহে এত ধন্য পুণ্য করি হোয়ল কোন গহনে তপ কেল॥

চতুর্ব্বিধ সখা হয়, চেট্ হয় দাস।
পীঠমর্দ্দের বীররসে সাহায্য প্রকাশ॥

২। দূতী

দূতিকা বলিব 'হরিপ্রিয়া প্রকরণে'।†
তাথে যথাযোগ্য করি জানিহ সেখানে॥

---

† তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

(ক) স্বয়ং দূতী (কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি)

যথা, (কটাক্ষ) শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা—

শুন সখি মাধব নয়ন তরঙ্গ　　আপহি করতহি দূতিক রঙ্গ ॥
যাকর উপর আসি পহু মিলে　　তবহি বজর পড়ে তাকর কুলে ॥
আন রহু দূর, তুহু ধীর বরনারী　　চঞ্চল হোয়ল চরিত তোহারি ॥

(বংশী—'ললিত মাধবে'†)—

(খ) আপ্ত-দূতী

বীরা, বৃন্দা আদি কৃষ্ণের আপ্ত-দূতী হয়।
বীরার প্রগল্‌ভ বাক্য, বৃন্দার বিনয় ॥

যথা, (শ্রীমতীর প্রতি বীরা দূতির উক্তি)—

না করু গরব সুন্দরী মঝু বচনে।　　হরি সনে কলহ কয়লি ধিক জীবনে ॥
গিরি ধরি রাখল এ ব্রজভুবনে।　　তুরিতহি মিলহ তাকর চরণে ॥

যথা (বৃন্দা বচন)—

বৃন্দা নাম হাম　　বিনয় করই কত　　পুণ পুণ প্রণমহি চরণে।
এ মঝু বচনে　　বচন দেহ সুন্দরী　　ফিরি চাহ খঞ্জন-নয়নে ॥
রাই তুয়া ভুরু-　　ভুজঙ্গিনী ভ্রমণে।
অতিশয় মান　　বিষম বিষ দাহনে　　জারল কালীয় দমনে ॥
নাগর চিত　　ভীত অতি আকুল　　ব্রজ ছাড়ি ফিরই গহনে।
ছোড়ই দোখ　　রোখ সব সম্বর　　শীতল জল দেহ দহনে ॥

বীরা, বৃন্দা কেবল কৃষ্ণের দৌত্য করয়।
কহিব যে আর দূতি, দোহাকার হয় ॥

---

† 'উজ্জ্বল নীলমণি'র গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামী বিরচিত পুরলীলা বর্ণনাত্মক নাটক। মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত উদাহরণ—'গার্গী কহিলেন, অহো সদ্বংশজাত বংশীধ্বনিরূপ দূতীর কি চমৎকার শক্তি! সে কুলকামিনীগণের লজ্জা নাশ করে এবং তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে বলে আকর্ষণ করিবার জন্ম ভার প্রাপ্ত হইয়াছে—এই বংশীধ্বনির জয় হউক।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ

—o—

হরির সাধারণ গুণ* যাহাতে আছয়।
বড় প্রেম সুমাধুর্য্য সম্পদ আশ্রয়॥
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের চরণে নমস্কার।
অপূর্ব্ব মাধুরী যার সৌন্দর্য্যের সার॥

স্বকীয়া ও পরকীয়া

'স্বকীয়া' 'পরকীয়া' তার দুই ভেদ হয়
'পরকীয়া' রসশ্রেষ্ঠ রসশাস্ত্রে কয়॥

১। স্বকীয়া

বিবাহিতা নারী যে পতির আজ্ঞাকারী।
অচঞ্চল পতিব্রতা 'স্বকীয়া' নাম তারি॥

যথা (রুক্মিণী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুহু সম গৃহিণী নাহিক মঝু গৃহে। দূত পাঠাই তুহু কয়লি বিবাহে॥
আয়ল কত শত রাজকুমার। সো সব ছোড়ি হোয়লি মঝু দার॥
মঝু গুণ শুনি তুহু আওলি পাশ। তুহু সহ গৃহে রহি পূরল আশ॥

দ্বারকা বিহার

স্বকীয়া নারীতে কৃষ্ণের দ্বারকা বিহার।
অষ্টোত্তর শত স্ত্রীয়া ষোড়শ হাজার॥

সখী ও দাসী

তাহাদের সখী দাসী অসংখ্য রূপসী।
তুল্য রূপ গুণ 'সখী', ন্যূন হল 'দাসী'॥

---

* প্রথম অধ্যায় "শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী"——৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অষ্ট মুখ্যা মহিষী

তাহাতে রুক্মিণী, সত্যা, আর জাম্ববতী।
কালিন্দী, কৌশল্যা, ভদ্রা, শৈব্যা রূপবতী ॥
মাদ্রী, এই প্রেয়সীর মুখ্য অষ্টজন।

সর্ব্বোত্তমা মহিষী

রুক্মিণী, সত্যভামা দোঁহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥
ঐশ্বর্য্যে রুক্মিণী দেবী হয় ত প্রধান।
সৌভাগ্যে সত্যভামা জগতে বাখান ॥

স্বকীয়া মহিষী, সখী ও দাসীর সংখ্যা।

এ দোঁহার সখী দাসী লক্ষশঃ আছয়।
কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী কোটী কোটী হয় ॥
গোকুলে কৃষ্ণেতে যারা পতি-বিভাবিতা।
অযোগ্য না হয় তাহাদের স্বকীয়তা ॥

যথা (ব্রজকুমারীর উক্তি)—

যশোমতী রাণী পরাণ সমান করিয়া আমারে জানে।
সখিগণ যত মোরে অনুগত প্রাণের অধিক মানে ॥
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া এ নব কানন মুনীর মানস হরে।
এ রূপ যৌবন দেখিতে সুন্দর এ সবে কি কাজ করে ॥
সকলি বিফল হইত কেবল কি হত আমার গতি।
উমাব্রত ফলে যদি না হইত নন্দের নন্দন পতি ॥

গান্ধর্ব্ব ও অব্যক্ত বিবাহ

গান্ধর্ব্ব বিবাহ হেতু স্বকীয়া কহিল।
অব্যক্ত বিবাহে ছন্ন-কামতা রহিল ॥

২। পরকীয়া

রাগে আত্মা সমর্পয়ে দুই লোক ছাড়ি।*
ধর্ম্মেতে গৃহীতা নহে† পরকীয়া নারী॥

যথা (শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য-কর্ম্মে প্রথম প্রবর্ত্তমানা নান্দীমুখী ও গার্গী প্রতি পৌর্ণমাসী)—

প্রথমহি ছোড়ল ধরমকি মত। তবহু সতীগণ‡ বন্দিত পথ।
বনচারিণী বন কুঞ্জ-বিহার নিন্দই তভু কমলা রূপসার।
রমণী শিরোমণি ব্রজ-কুলনারী। মঙ্গল বিতরই সতত তোহারি॥

কন্যা ও পরোঢ়া

'কন্যা', 'পরোঢ়া' দুই পরকীয়া হয়।
নন্দের ব্রজে প্রায় বাস সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ইহাতে প্রচ্ছন্ন ক্রীড়া করয়ে গোবিন্দ।
পরকীয়া সঙ্গে কৃষ্ণের অধিক আনন্দ॥
আর কি কহিব, যাথে শুক মহামুণি।
ভাগবতে 'পরকীয়া' বর্ণিলা আপনি॥
ইহা শুনি মঙ্গল ইচ্ছিবা যেইজন।
ভক্তাচার করুন, নতু কৃষ্ণের আচরণ॥
এই ত জানিহ ভক্তি-শাস্ত্রের নির্ণয়।
রামাদি আচার মুক্তি-ধর্ম্ম মতে হয়॥

তথাচ তত্রৈব—নৈতৎ সমাচরেৎ ইত্যাদি §

সকলের শ্রেষ্ঠা হয় পরকীয়া নারী।
আপনি শ্রীমুখেতে মহিমা কহেন হরি॥

---

* রাগ—একান্ত অনুরাগ বা আসক্তি; দুইলোক—ইহলোক ও পরলোক।
† ধর্ম্মেতে—বিবাহ-বিধি অনুযায়ী স্বীকৃত বা গৃহীত নহে।
‡ অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীবৃন্দ।
§ রাজা পরীক্ষিত রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে, মুনিবর শুকদেব সন্দেহ ভঞ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! যে সকল ব্যক্তি অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহাদের কদাপি মনের দ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে।

উদ্ধব ধরণীতলে শ্রেষ্ঠ হরিদাস।
তিঁহো যার পদরেণু কৈল অভিলাষ॥
মায়াতে ছায়ার নারী পেয়ে গোপগণ।
কৃষ্ণ প্রতি নহে তারা কোপযুক্ত মন॥
ব্রজদেবী সঙ্গে খেলে নন্দের নন্দন।
নিজ পতি সঙ্গে রতি নাহিক কখন॥

তথাহি শ্রীদশমে—নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি †

(ক) কন্যকা

বিবাহ নাহিক হয় অতি লজ্জাবতী।
জনক পালিতা, খেলে সখীর সংহতি॥
সখীতে বিশ্বাস বড় মুগ্ধা মাত্র গুণে।
'কন্যা' বলি তাহারে কহয়ে কবিগণে॥
ধন্যা আদি কন্যা ব্রজে করে দুর্গার্চ্চন।
তাঁহাদের কৈল হরি অভীষ্ট পুরণ॥

যথা, (কন্যকার প্রতি লব্ধকৃষ্ণসঙ্গ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সপরিহাস উক্তি)—

সখীর সহিত ধূলির উপরে খেলহ যমুনা কূলে।
হৃদয়ে বসন না দিলে কখন অলপ বয়স বলে॥

যেমন, রুদ্র ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা প্রযুক্ত ঐরূপ ঈশ্বরের আচরিত কার্য্য আচরণ করিলে অচিরে বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! যদিও ভগবান আপ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশ ক্রীড়া করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া লোক তৎপর হয়; অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির চিত্ত শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট অথচ বিমুখ, তাহাদিগকেও আত্মপরায়ণ করিবার নিমিত্ত ঐরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন। (৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ)—শ্রীমদ্ভাগবত দশম ৩৩শ অঃ ২৯—৩০, ৩৬ শ্লোক।

† শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে রাজন! ব্রজবাসী জনগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়াছিল। অতএব তাহারা এরূপ আচরণেও তাঁহার প্রতি অসূয়া করে নাই। ফলতঃ, ভগবন্মায়ায় তাহারা স্ব-স্ব দারদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই (শয্যাদিতে নহে) অবস্থিত বোধ করিত। (৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কৃত অনুবাদ)—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম—৩৩শ অ—৩৭ শ্লোক।

অলপ বয়েস জানিয়া জনক না খুজে তোমার বর
বিষম চরিত দেখিয়া এখন মনেতে লাগিল ডর ॥
কানু বনমাঝে মুরলী পূরই মধুর মধুর তানে।
তুহুসে কাঁপিয়া চঞ্চল নয়নে চাহিছ গহন পানে ॥

(খ) পরোঢ়া

সদাকৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গে গোপের বিবাহিতা।
কৃষ্ণের পরোঢ়া প্রিয়াগণ অপ্রসূতা ॥

যথা, (চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মা)—

গৌরী পূজন লাগি বনফুল চয়নে। কাহে তুহু একলি জায়লি গহনে ॥
রহু কণ্টক তরু কুঞ্জক নিলয়ে। কণ্টকচিহ্ন রহুল তুহু হৃদয়ে ॥
ননদিনী দেখব যত নিজ নয়নে। রতিদাগ বলি তব দগধব বচনে ॥
সই, জই ননদিনী কুবচন বলই। ইহ যব পেখব, উঠব জ্বলই ॥

বড়ই সুন্দরী এই নায়িকার গণ।
লক্ষ্মী হতে বড় প্রেম মাধুর্য্য গুণগণ ॥

তথাহি—নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি *

পরকীয়া—ত্রিবিধ

'সাধনপরা', 'দেবী', 'নিত্যপ্রিয়া' আর।
সেই পরকীয়া হয় তিন প্রকার।

(১) সাধনপরা (যৌথিকী ও অযৌথিকী)

তাহাতে 'যৌথিকী' কেহ 'অযৌথিকী রয়।
অতএব সাধনপরা দুই মত হয় ॥

---

* অহো! রাসোৎসবে ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাহারা কল্যাণ লাভ করিয়াছিল, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরত কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় না॥ যে সকল স্বর্গোবিতার পদ্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর কান্তি, তাহাদের প্রতিও নাই - ইহাতে অন্যাঙ্গনাদের কথা কি ?—তাহারা ত দূরে নিরস্ত আছে! (৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কৃত অনুবাদ, শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম, ৪৭শ অঃ- ৫৩ শ্লোক)

(ক) যৌথিকী

একত্র মিলিয়া কৈল পরম সাধন।
তাহে দুই ভেদ, মুনি আর শ্রুতিগণ † ॥

মুনি, যথা—

পূর্ব্বে গোপালোপাসনা কৈল মুনিগণ।
বহুকালে না হইল অভীষ্ট পুরণ ॥
রামের সৌন্দর্য্য দেখি লুব্ধ হইল মন।
নিজাভীষ্ট সম্পাদনে করিল যতন ॥
ব্রজে গোপী হঞা তারা গোবিন্দ পাইল।
শ্রীপদ্মপুরাণে ইহা বিস্তার কহিল ॥
বৃহদ্বামণ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
তাহাতে এসব অর্থ কহিল প্রচুর ॥
কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যবে রাসলীলা কৈল।
কেহ বলে কেহ তাথে গোবিন্দ পাইল ॥

শ্রুতি, যথা—

গোপী ভাগ্য দেখি সূক্ষ্মবুদ্ধি শ্রুতিগণ।
তপস্যা করিল কৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণ ॥
তপ করি শ্রুতি সব ব্রজে জন্ম নৈল।
গোপীকা হইয়া ব্রজে কৃষ্ণ-প্রিয়া হৈল ॥

(খ) অযৌথিকী (প্রাচীনা ও নবীনা)

গোপীভাবে শ্রদ্ধা করি সাধকের গণ।
ভাবযোগ্য অনুরাগে করিল সাধন ॥
কেহু একে একে কেহু দুই তিন মিলে।
বৃন্দাবনে জন্ম নৈল আসি কালে কালে ॥

---

† মুনি—পদ্মপুরাণ, বৃহদ্বামণ পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ-রচয়িতা ঋষি ; শ্রুতি—উপনিষদ্।

দুই মত অযৌথিকী—'প্রাচীন', 'নবীন' ।*
নিত্য-প্রিয়া সম তাহা হইলা প্রাচীন ॥

২। দেবী

সাধনে নবীনার হৈল বৃন্দাবনে যোনি।
কেহ বা মানুষ যোনি কেহ দেব যোনি ॥
দেব মধ্যে হৈল কৃষ্ণের যত অবতার।
তাহা নিত্য-প্রিয়ার অংশ হৈল বারবার ॥
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
নিত্য-প্রিয়ার হৈল প্রাণ সখীগণ ॥

৩। নিত্য-প্রিয়া

রাধা চন্দ্রাবলী আদি নিত্য-প্রিয়া নাম।
সৌন্দর্য্যে বৈদগ্ধ্যে তারা কৃষ্ণের সমান ॥
তাথে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা হয় রাধা, চন্দ্রাবলী।
বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, ধনিষ্ঠা, গোপালী ॥
পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, আর পালী
'সোমাভা' দ্বিতীয়া নাম হয় চন্দ্রাবলী ॥
'গান্ধর্ব্বী' দ্বিতীয়া নাম রাধিকার হয়।
'অনুরাধা' নামে পুনঃ ললিতাকে কয় ॥
অতএব পৃথক্ করি না কৈল বর্ণন।
লোক প্রসিদ্ধ নাম করিএ গণন ॥
খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, বিমলা, মঙ্গলা।
কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, লীলা ॥
চকোরাক্ষী, শঙ্করী, কুঙ্কুমা, আদি করি।
ইহাদের শত শত যূথ ব্রজনারী ॥

---

* প্রাচীনা অযৌথিকী, সুদীর্ঘকালে নিত্যপ্রিয়াদের সালোক্য প্রাপ্ত হন, এবং নবীনাগণ দেব, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বাদি জন্মান্তর ব্রজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন—('উজ্জ্বল নীলমণি')

যূথাধিপা

লক্ষ সংখ্যা বরাঙ্গনা এক যূথে রয়।
রাধা আদি কুঙ্কুমান্তি 'যূথাধিপা' হয় ॥
বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈব্যা নাম আর।
চার গোপী যূথাধিপা না হয় তাহার ॥*

অষ্ট মুখ্যা সখী

রাধা, চন্দ্রাবলী, শ্যামা, ললিতা, বিশাখা।
পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা এই অষ্ট সখী মুখ্যা ॥
ললিতাদি গোপী যূথাধিপা হৈতে পারে।
রাধাদির সখ্য লোভে তাহা নাহি করে ॥

---

* পূর্ব্ব বর্ণিত 'নিত্য-প্রিয়াগণ' মধ্যে, রাধা হইতে কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত সকলেই যূথেশ্বরী—কেবল, ইহাদের মধ্যে বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা এই চারিজন যূথেশ্বরী নন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৃন্দাবনেশ্বরী বা রাধা-প্রকরণ

—— o ——

তার মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী সর্ব্বোপরি।
যার যূথে কোটী কোটী আছয়ে সুন্দরী॥
শত কোটী গোপী সঙ্গে কৃষ্ণ কৈল রাস।
এই বাক্য আগম নিগমে পরকাশ॥

রাধিকা

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় রাধিকা রূপসী।
মহাভাবরূপা তিঁহো গুণে বরীয়সী॥
'গোপাল তাপনী'তে§ যারে গান্ধর্ব্বী কহিল।
তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রীনারদ বর্ণিল॥*

যথা,— †

হ্লাদিনী যে মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা।
তার সাররূপা রাধা সর্ব্বতে প্রতিষ্ঠা॥
সুষ্ঠু কান্ত স্বরূপা, রাধা অসংখ্যা গুণগণ।
ষোড়শ শৃঙ্গার, অঙ্গে দ্বাদশ আভরণ॥

(১) সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপা, যথা -

কুন্তল কুঞ্চিত দিঘল নয়ান। ও মুখ সুন্দর চাঁদ সমান॥

---

§ 'গোপাল তাপনী' উপনিষৎ—অথর্ব্ব বেদান্তর্গত বৈষ্ণবশ্রুতি গ্রন্থ।

* তৃতীয় অধ্যায়—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পদ্মপুরাণে রাধামাহাত্ম্য কীর্ত্তন-ব্যপদেশে দেবর্ষি নারদ বাক্য।

† বৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্র-সিদ্ধ মত।

স্তনযুগ কঠিন মাঝা অতি ক্ষীণ। নত কন্ধর তুহু বয়স নবীন ॥
নখ-বিধুরাজিত ও দুই পাণি। তুয়া রূপ ত্রিজগত গুণই জানি ॥

(২) ধৃত ষোড়শ শৃঙ্গার

করই সিনান পরই নীল অম্বর নাসাগ্রে রতন ঘন, দোলনীরে।
বান্ধই নীবী শিরোমণি ভূষণ পীঠ উপরে বেণী, দোলনীরে ॥
চর্চ্চিত অঙ্গ কুসুমময়ুত কুন্তল সুন্দর বনফুল, মাল গলে।
নিজ করে কমল বদনে রুচু তাম্বুল চিবুক বিভূষিত, বিন্দু কুলে ॥
কাজর নয়নে সুচিত্রিত ও তনু চরণহি যাবক, রঙ্গভরে।
তিলক বিকসর ও মুখ সুন্দর ষোড়শ ভূষণ, রাই ধরে ॥

(৩) দ্বাদশ আভরণ

অভিনব চূড়ামণি দ্যুতি মণিকো। কনক বিরচিত কুন্তলশ্রুতি ঝলকো ॥
কাঞ্চী কলাপ পদক বর বউলি। কর্ণহি শোভত ভূষণ বিজলী ॥
কণ্ঠহি হার বর তারক জিনিয়া। ভুজযুগ কঙ্কণ তাহে কত মণিয়া ॥
নুপুর রুণু ঝণু বিরচিত রতনে। অঙ্গুরী জাল বিরাজিত চরণে ॥
দ্বাদশ আভরণ জিনি রবি নিকরে। রাই বিভূষিত হরিসহ বিহরে ॥

(৪) রাধার পঞ্চবিংশতি প্রধান গুণাবলী

অতঃপর রাধিকার কহি গুণ গণ।
মধুর নূতন বয়ঃ চঞ্চল-নয়ন ॥
উজ্জ্বল স্মিত, চারু-সৌভাগ্য-রেখাবিন্দু।
যার গন্ধে উন্মাদিত হয়েন গোবিন্দ ॥
সঙ্গীত-পণ্ডিত রাধা, রমণীয় বাণী।
পরিহাস-পণ্ডিত রাধা, বিনয়ের খনি ॥
করুণা-সমুদ্র রাধা, হয়েন বিদগ্ধা।
পটু, লজ্জাশীলা পুণঃ; হয়েন সুমর্য্যাদা ॥

ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য-নিধি, আর সুবিলাস।
মহাভাব উৎকর্ষেতে বর অভিলাষ ॥
গোকুলের প্রেমপাত্র, জগভরি যশ।
গুরুজনের স্নেহপাত্র, সখীগণের বশ ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াগণের রাধিকা মুখ্যতম।
যাহার কথার বশ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
আর কি কহিব রাধিকার গুণগণ।
কৃষ্ণগুণ* সম ইহার নাহিক গণন ॥

রাধাগুণ চতুর্ব্বিধ

অঙ্গে, বাক্যে, মনে, পর-সম্বন্ধেতে রয়।
অতএব রাধাগুণ চতুর্ব্বিধ হয়§ ॥

গুণাবলীর ব্যাখ্যা

অঙ্গের চারুতা বড় 'মাধুর্য্য' বলি জানি।
কৈশোর মধ্যম "নববরষ" বাখানি ॥
'সৌভাগ্য রেখা' পাদঙ্গস্থিত চন্দ্রকলা।
"মর্য্যাদা" কহিয়ে সাধু পথে অচঞ্চলা ॥
"লজ্জা" আভিজাত্য, শীল, দুঃখ সহন।
তাহে 'ধৈর্য্য' কহি কহে রসিকের গণ ॥
আর সব ব্যক্ত-অর্থ না কৈল লক্ষণ।
দিক্‌মাত্র কহি উদাকৃতি বিবরণ ॥

---

* কৃষ্ণগুণ—প্রথম অধ্যায় ৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

§ 'মধুর' হইতে 'যার গন্ধে উন্মাদিত হয়েন গোবিন্দ' (গন্ধোন্মাদিত মাধবা) এই ছয়টি গুণ "অঙ্গ" বা দেহ-সম্বন্ধীয়; সঙ্গীত-পণ্ডিত, রম্যবাক, পরিহাস বা নর্ম্ম-পণ্ডিত এই তিনটি গুণ "বাক্য"-সম্বন্ধীয়; 'বিনীতা' হইতে 'বর-অভিলাষ' পর্য্যন্ত দশটি "মনঃ"-সম্বন্ধীয়, এবং 'গোকুলের প্রেমপাত্র' অবধি শেষ ছয়টি "পর"-সম্বন্ধীয়। সাকল্যে এই (চতুর্ব্বিধা) গুণ-সংখ্যা পঞ্চবিংশতি।

মধুরা

যথা—('বিদগ্ধ মাধব'-গ্রন্থে পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

নব নব কুবলয় কবলিত হোয়ল রাইক নয়ন তরঙ্গে।
ও মুখ মাধুরী দরশনে বিচরই পঙ্কজ গরব বিভঙ্গে ॥
দেখ দেখ, রাইক রূপবিলাস।
যাকর নব নব তনুরুচি দরশনে কাঞ্চন হোয়ল নিরাশ ॥

গন্ধোন্মাদিত মাধব

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি তুঙ্গবিদ্যার উক্তি)—

পেখনু তোহারি অপরূপ রঙ্গ। কাহে তরুপল্লবে ঝাপসি অঙ্গ ॥
অতিদূর চলই তোহারি তনু-গন্ধ। আসি ধরব ভুজে গোকুল চন্দ ॥

গুণের উদাহরণ মূলগ্রন্থে পরচার।
ইহা উদাকৃতি হলে হয়েত বিস্তার ॥
অল্পমাত্র দিল তাথে দিগ্‌দরশন।
এই মত জানিবে রাধার গুণগণ ॥

শ্রীরাধার যূথ—পঞ্চবিধ সখী

রাধিকার যূথে আছে অনেক নাগরী।
কৃষ্ণে আকর্ষণ করে যাহার মাধুরী ॥
তার মধ্যে সখী হয় পঞ্চ প্রকার।
'সখী', 'নিত্যসখী' কেহ, 'প্রাণসখী' আর ॥
'প্রিয়সখী', 'পরম প্রেষ্ঠ সখী' নাম।
কুসুমা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠিকা—'সখী'র আখ্যান ॥
'নিত্যসখী'—কস্তুরিকা, মণি মঞ্জরিকা।
'প্রাণসখী'—শশীমুখী, বাসন্তী, লাসিকা ॥
'প্রিয়সখী'—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মাধুরী।
মদনালসা, আর কন্দর্পসুন্দরী ॥

মঞ্জুকেশী, মালতী, মাধবী, শশীকলা।
'প্রিয়সখী' কামলতা, আর যে কমলা॥
'পরম প্রেষ্ঠ সখী'—ললিতা, বিশাখা।
চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা॥
রঙ্গদেবী, সুদেবিকা—এই অষ্টজন।
গণের প্রধান ইহাদের গুণগণ॥
সখী আদি মুখ্য মুখ্য কহিল অভিধান।
সখী আদ্যের হয় তাথে বহুত আখ্যান॥
শেষে যে কহিল ললিতাদি অষ্টজন।
রাধায় প্রেমাধিক্য কভু, কৃষ্ণেতে কখন॥

পঞ্চম অধ্যায়

নায়িকাভেদ প্রকরণ

যূথ* মধ্যে তাথে আবান্তর 'গণ' হয়।
কেহ তিন, কেহ চারি, কেহ পাঁচ ছয়॥
পরোঢ়া নায়িকা দুষ্ট, কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নারীতে তাহা, গোপী প্রতি নয়† ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন গত তাহাদের প্রেমা।
বহুবিধ ভক্তের যেই হয়ে সুদুর্গমা॥

যথা,—§

গোপীর অদ্ভুত প্রেমা   যাহার নাহিক সীমা,   যার পাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহা বুঝে হেন জন,   নাহি দেখি ত্রিভুবন   যাহে বুদ্ধির নাহিক গমন॥
চতুর্ভুজ রূপ ধরি   যবে দেখা দেন হরি   তবে সব গোপিকারগণ।
ঈশ্বর-বুদ্ধি করি তায়   কেহ না নিকটে যায়   অনুরাগের হইল কুঞ্চন॥

পরিহাস করি কভু চতুর্ভুজ হয়।
রাধিকার প্রেমে তারে দ্বিভুজ করয়॥

যথা,—*

রাসের আরম্ভ করি   অদর্শন হল্য হরি   গোপীগণ বহু অন্বেষিল।
এককুঞ্জে আছে হরি   চতুর্ভুজ রূপ ধরি   তাহা আসি দেখিতে পাইল॥

---

* যূথ—তৃতীয় অধ্যায় ২১-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। † তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। § শ্রীল রূপগোস্বামী-বিরচিত 'ললিত মাধব' নামক গ্রন্থে, বিরহিনী শ্রীরাধিকাকে, দিবাকর-পত্নী সংজ্ঞা ভ্রমে সূর্য্যপুত্রী যমুনার উক্তি।

* গৌতমীয় তন্ত্রে বর্ণিত আছে—গোবর্দ্ধনগিরি উপত্যকার মধ্যে পরাসৌলী নামক রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, 'বিপ্রলম্ভ' (পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস) ব্যতীত 'সম্ভোগের' পুষ্টি বা উন্নতি হয়

চতুর্ভুজ রূপ দেখি মনেতে হইল দুঃখী প্রাণনাথে না পাঞা দেখিতে।
রাধা-প্রেম সর্ব্বোপরি তাহার নিকটে হরি, সেই রূপ নারিল রাখিতে ॥

সামান্যা-নায়িকা—রসাভাস

সামান্যা-নায়িকা-রতি হয় 'রসাভাস'।
তথাপি কুব্জাতে আছে ভাবের প্রকাশ ॥
পরকীয়া মধ্যে তার করিএ গণন।
অন্য নায়কের ভাব নাহিক কখন ॥
সামান্য নায়িকা যেই বেশ্যামাত্র হয়।
ধনপ্রাপ্তি ইচ্ছা গুণাগুণ নাহি রয় ॥
তাহতে শৃঙ্গারাভাস, নহে যে শৃঙ্গার।
ভাব হেতু কুব্জা নহে, বেশ্যার প্রকার ॥

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা

(মুগ্ধা, মধ্যা, ও পগল্‌ভা)

স্বকীয়া, পরোঢ়া যেই রস-শাস্ত্রে কয়।
'মুগ্ধা,' 'মধ্যা,' 'প্রগল্‌ভা'—তার তিন ভেদ হয় ॥
এই তিন ভেদ কেহ কহে স্বকীয়ার।
কবিবর্ণনেতে তাহা কৈল তিরস্কার ॥

তত্রাচ প্রাচীনৈশ্চোক্তং—‡

না—এই নিমিত্ত 'পেঠ'-নামক কুঞ্জে আত্ম-গোপন করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ সকলেই তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে—তিনি অনন্যোপায় হইয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন—গোপাঙ্গনাগণ নারায়ণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিল। তৎপরে শ্রীমতী আসিলে তিনি চতুর্ভুজমূর্ত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

‡ কোন কোন কবি, স্বকীয়া বা পরকীয়া—সর্ব্ববিধ নায়িকারই প্রায় সর্ব্বস্থলে ঐরূপ ব্যবহার দর্শন জন্য—'মুগ্ধা,' 'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'—এই ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করেন।

১। মুগ্ধা

মুগ্ধার নূতন বয়স, আর নব কামা।
রতিক্রিয়ারম্ভে তিঁহো সদা হয়ে বামা॥
রতিচেষ্টায় লজ্জাশীলা, গূঢ় যত্ন করে।
সাপরাধ পতি দেখি অশ্রু নেত্রে ভরে॥
প্রিয়াপ্রিয় কথা কিছু কহিতে না পারে।
মানেতে বিমুখী যেই, মুগ্ধা'-নাম ধরে॥

(ক) 'নূতন বয়স'

যথা—(অভিসারিকা বিশাখা দর্শনান্তে শ্রীকৃষ্ণ উক্তি)—

বাল্য-শিশির যব দূরে চলি গেল। যৌবন মধু তব উপনীত ভেল॥
লোচন পঙ্কজ অধিক বিলাস। বদন সুধাকর রুচি পরকাশ॥

অথবা, (পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে শ্যামলার রাধার রূপ বর্ণন)—

দূরহি চলহ শৈশব আন্ধিয়ার। টুটল রাই শরীরে অধিকার॥
যৌবন ভানু উদয় করি দেল। তারক অতিশয় তরলিত ভেল॥
রাইক হৃদয় পূরব গিরিরাজ। তাহে পুনঃ অভিনব কুসুম বিরাজ॥
ও মুখ-কমল করই লহু হাস। রাইক ইহরূপ অতি পরকাশ॥

(খ) 'নব কামা'

যথা—(ধন্যা প্রতি নান্দীমুখী)—

সখীগণ মিলে রসের পদবী কহিছে গোকুল নারী।
মুখ নামাইয়া তুমি সে রহিছ শ্রুতিতে দুহাত ধরি॥
সখি, না বুঝি তোমার কলা।
কি মনে করিয়া হরষিত হঞা গাঁথিছ ফুলের মালা॥
তোমার হৃদয় কিছু না বুঝিল কি আছে তোমার মনে।
লোকের নিকটে ছাপাঞা রাখিছ বান্ধা আছ কানু গুণে॥

(গ) 'রতি-বামা'

যথা,—(নর্ম্ম শুল্কগ্রাহি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ধন্যা)—

ছাড়হে কুটিল, যমুনার পথ ছাড় পরিহাস আর।
যমুনার তটে সতত ফিরয়ে ব্রজনারী পরিবার॥

অথবা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

যমুনার তটে আমার নিকটে আসি রাধাবিনোদিনী।
বিমুখী হইয়া ফিরিয়া চলিল মনে কিছু অনুমানি॥
সখী জেঞা করে ধরিঞা তাহারে ফিরিয়া আনিতে চায়।
কিবা কর সখী ছাড় মোর কর পুন পুন কহে তায়॥
সুবল, ধনীর স্বভাব বামা।
তহার বচনে আমার হৃদয়ে অধিক রচিল প্রেমা॥

(ঘ) 'সখী বশা'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

অতিশয় কর্কশ হৃদয় তোহারি। কাহে তুজে দেওব রাই কিশোরী॥
করি করে পঙ্কজ যদি কেহ দেই। তব তুহু পাওবি মৃদু তনু রাই॥

অথবা (মানশিক্ষাকারিণী প্রগল্‌ভা সখী প্রতি মানবিমুক্তা ধন্যার উক্তি)—

কেন কেন সখি, আমারে কুপিছ দেখিয়া কুন্দের মালা।
কত শতবার আমারে সাধিল না নিনু করিঞা হেলা॥
সখি, বৃন্দা মোরে বড় দুঃখ দিল।
নিকটে আসিয়া ভূষণ-পেটিতে মালা রাখি চলি গেল॥

(ঙ) ব্রীড়ারতপ্রযত্না

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলা বিষয়ক উক্তি)—

কুঞ্জকি নিকটে আসি পদ দুই চারি নাগর মিলন আসে।
কম্পিত অঙ্গ রঙ্গ করি ফিরল ধৈরজ লাজ-বিলাসে॥
সখিগণ সাধি সেজপর নেওল নাগর আসি করু কোর।
রাধামাধব কুঞ্জভবন মাঝে দুহু রহু আনন্দ ভোর॥

(চ) রোষকৃতবাষ্পমৌনা

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি খণ্ডিতা ধন্যা-সখির উক্তি)—

মাধব মানস চঞ্চল তোর। তোহে নাহি বাত কহব সখি মোর॥
না কর বিড়ম্বন ছাড় অভিলাষে। রোদন করু ধনী মুখ ঝাঁপি বাসে॥

(ছ) মানে বিমুখী—(১) মৃদ্বি ও (২) অক্ষমা

মানেতে বিমুখ হয় দুইত প্রকার।
কেহ নাহি সহে মান, কেহ মৃদ্বি আর॥

(১) মৃদ্বি

যথা—('রসসুধাকর'-গ্রন্থে সখিগণ প্রতি ধন্যা)—

সখি, মোরে কি কহিছ তায়।
নাগরে দেখিয়া চরণ যুগল আপনি উঠিতে চায়॥
আঁখি বাঁকাইতে যেই চাহি চিতে তাহারে দেখিতে যায়।
কুকথা কহিতে না পারে রসনা বিনয় করিতে চায়॥
তোদের কথাতে নাগরের কাছে যেই আমি করি মান।
আপনার গণ বিপক্ষ হইয়া দগধে আমার প্রাণ॥

(২) অক্ষমা

যথা—(মানিনাগণের প্রতি কোনহরিপ্রিয়ার উক্তি)—

গোকুল নাগরী এ বড় সাহস নাগরে করএ মান।
'মান' দু' আখর শুনিয়া আমার কাঁপিএা উঠিছে প্রাণ॥

২। মধ্যা

সমান লজ্জা কাম যেই, উদ্যত তরুণতা।
কিঞ্চিৎ প্রগলভ বাক্য, মোহান্ত সুরতা॥
তারে মধ্যা' কহি মানে,—তারে দ্বিধা কয়।
কখন কোমলা মানে, কর্কশা কভু হয়॥

(ক) সমানলজ্জামদনা

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দী)—

হরি যব রাই উপর ধরু নয়না। তবহু রহই ধনী অবনত বয়না॥
সো যব নিজ দিঠি দেওব গহনে। তব হরি মাধুরী হেরই নয়নে॥
ঐছন করি ধনী কুঞ্জক ভবনে আনন্দে ভোর করল মধু মথনে।

(খ) উদ্যত্তারুণ্য†

যথা—(রাধা প্রতি কৃষ্ণ)—

তুয়া ভুরু জিতল কামকি ধনুয়া। রম্ভাতরু জিনি উরুযুগ গুরুয়া
রথপদপাখী§ জিনিয়া কুচ বিলসে। রমণী শিরোমণি নাগর তুহু সে

(গ) কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ-বচনা, অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হেতুক উক্তি

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ-দূতীর প্রতি গুরুজন সন্নিহিতা শ্রীমতীর সঙ্কেতোক্তি)—

তুহু মধু বদন কমলবর পরিমলে তুরিতে আওলি মধু পাশ।
ইহ পতি কেবল পতিবরতা ধন কাহে তু কয়সি নিরাশ॥
শুন কালীয় মধুসূদন রাজ।
যদি মধু পানে তবল ভেল অন্তর চলু নব কুঞ্জ কি মাঝ॥

(ঘ) মোহান্ত সুরতক্ষমা

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

শ্রমজল নিবিড় পুরল সব অঙ্গ। তৈখন বিরমল নয়ন তরঙ্গ॥
গলিত চিকুর, বাহু নহে বস। রতি শয়নে ধনি হোয়ল অলস॥

(ঙ) মানে কোমলা

যথা—(ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তোরে লুকাইতে কিছু নাহি মোর তুমি সে আমার প্রাণ।
নাগরের সনে অনেক যতনে রাখিতে নারিব মান॥

---

† উদ্যত্তারুণ্য—নবযৌবন।

§ রথপদপাখী—চক্রবাক পক্ষী।

এস এস জাঞা কালিন্দীর কুলে কুঞ্জ গহন মাঝে।
কুসুম আনিতে ছলেতে জাইঞা ভেটিগা নাগররাজে ॥

(চ) মানে কর্কশা

যথা—('বিদগ্ধ মাধব'-গ্রন্থে শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা)—

মিছই মান করি অঙ্গ মলিন ভেল কাহে কোপহ মধু বচনে
নাগর কাতর পতিত অব অকুলে ফিরি চাহ চঞ্চল নয়নে ॥

মধ্য গৌণ করি হয় তিন প্রকার।
'ধীরা', 'অধীরা' হয়, 'ধীরাধীরা' আর ॥

(১) ধীরমধ্যা

'ধীরা' পতির অপরাধ করি দরশন।
বক্র বাক্য কহে কত সোল্লুণ্ঠ বচন ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি খণ্ডিতা রাধা)—

লাগল অঞ্জন যাবক রঙ্গ। অব তুহু নীল-লোহিত ভেল অঙ্গ ॥
সমুচিত চন্দক ধাবনি দেহে। ইহ এক অনুচিত লাগল মোহে ॥
শিরে নিজ প্রেয়সী রাখই দেহে। প্রেয়সি ছোড়ি আওলি তুহু কাহে ॥

(২) অধীরমধ্যা

'অধীর মধ্যা' নাগরী যবে মানযুক্তা হয়।
কঠিন বচন তবে স্বামী প্রতি কয় ॥

যথা—

কুচতট সহচর হার তুয়া কণ্ঠহি করতহি দোলন রঙ্গ।
সোই কহই ইহ বর নাগরী সহ রজনীক মদন তরঙ্গ ॥
সো বর নাগরী লেওল মন হরি কাহে আওলি মধু ঠাম
মধু সহ ছোড়ি চলহ তুহু চঞ্চল সত্বর তাকর ধাম ॥

(৩) ধীরাধীরমধ্যা

'ধীরাধীরা' মানে কহে বক্র বচন।
বচনের মধ্যে করে অশ্রু বিমোচন ॥

যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতী—

তুহু বর নাগর করহ পয়ান। সো বর নাগরী করব তুজে মান॥
বুঝি মঝু রোদন দরশন আশে। নিশি পরভাতে আওল মঝুপাশে॥
তাকর চরণকি যাবক রঙ্গ। তব শির দাম করল সব ভঙ্গ॥
পুন তুহু যাই যাবক দেহ তাহে। নহি চন্দ্রাবলী ছোড়ব তোহে॥

যথা বা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতী)—

অনেক যতনে পাএ্যাছ নাগর কামের বরদ দেবি।
পরম প্রসাদ যেখানে পাইলে পরম আদরে সেবি॥
পায়ের আলতা শিরেতে পরেছ বদনে তাম্বুল-শেষ।
কুচ সহচর হার রতন হৃদয়ে সেজেছে বেশ

পরম উৎকৃষ্ট রস হয়ত 'মধ্যা'তে।
'মৌগ্ধা', 'প্রগল্‌ভা' দুই আছয়ে যাহাতে॥ *

৩। প্রগল্‌ভা

'প্রগল্‌ভা'—পূর্ণ তারুণ্য, মদান্ধা, বররতি।
বহুভাব জানে বেশ বশ করে পতি॥
পতি আগে যেই অতি প্রৌঢ় বাক্য কয়।
মানেতে প্রগল্‌ভা কর্ক্কশা নারী হয়॥

---

* শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের আনন্দ চন্দ্রিকা' টীকার ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ যথা—'শ্রীরাধার 'মধ্যাত্ব' ও 'ধীরাধীরাত্ব' স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কেহ কেহ কহেন, ধীরাদি তিনটিই শ্রীরাধার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—মানের তারতম্য বশতঃ সময়ে সময়ে উদয় হইয়া থাকে। যথা, 'গীত গোবিন্দে'-খণ্ডিতা-প্রকরণে—

যাহি মাধব যাহি কেশব
মা বদ কৈতববাদং

ইত্যাদি স্থলে, 'অধীরাত্বের'ও উদাহরণ হইয়াছে।'

(ক) পূর্ণ তারুণ্য

যথা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

স্তনযুগ জিতল করিবর কুম্ভা। গুরুতর উরুযুগ জিতল রম্ভা ॥
কটিতট জিতল নদীতট শোভা। লোচন করই সফরী জয় লোভা ॥
এ চন্দ্রাবলী তরুণিম রঙ্গে। আভরণ বিনহি ঝলক সব অঙ্গে ॥

(খ) মদান্ধা

যথা—(ভদ্রা প্রতি চন্দ্রাবলী)—

যেখানে কুঞ্জ- ভবনে মঝু সখীগণে মন্দির বাহির ভেল।
তৈখনে নাগর আসি ধরল কর শেজ উপর তহি নেল ॥
নাগর পরশে জ্ঞান মঝু খণ্ডল হোয়ল প্রেম বিথার।
কিছুই না জানলু কি করল নাগর পুন কিয়ে হোয়ল আর ॥

(গ) উরুরতোৎসুকা বা রতি বিষয়ে অতি উৎসুকা

যথা—(স্বীয় প্রাণসখী প্রতি মঙ্গলা)—

কবহু নাগর সই রতিরণে ভুলব নখপদ দেয়ব অঙ্গে।
টুটব হার বলয় সব ভঙ্গিম ঢর ঢর মদন তরঙ্গে ॥

(ঘ) ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা (এককালীন বিবিধ ভাবোদ্গমাভিজ্ঞতা)

যথা—(অভিসারকারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বাসকসজ্জা শ্যামলার প্রতি প্রিয়তমা সখী বকুলমালার স্বগত পরিহাসোক্তি)—

কুটিল দৃগঞ্চল কোণ বিথারসি ভ্রু-ধনু কয়সি বিকার।
লহু লহু হাসি চলসি মদ মন্থর অঙ্গহি পুলক বিথার ॥
ইহ বর কুঞ্জে ভ্রমর কত গুঞ্জরু বীণা জিনি তোর গান।
বুঝনু কৃষ্ণ হরিণ তুহু বান্ধবি তহি লাগি সুমধুর তান ॥

(ঙ) রসাক্রান্তবল্লভা

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মঙ্গলা)—

অপরূপ কুসুম আনহ ইহ গহনে। বনফুলে কর মঝু অঙ্গকি ভূষণে ॥

মাধব তুহু যদি মানসি বচনে। আনি কুসুম কুরু ভূষণ রচনে॥
হাম তুয়া প্রেয়সা গোকুল নগরে। ইহ যশ ঘোষিবে কামিনী নিকরে॥

(চ) অতিপ্রৌঢ়োক্তি

যথা—(রূপগোস্বামী কৃত 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থে গোপালভাবে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামলা)—

ধীরে ধীরে আসি গৃহ কোণে বসি অঙ্গ ঢাকিয়া তৃণে।
বিনয় করিয়া কি আর বলিছ কে তোমার কথা শুনে
কোথা গেল আজি সে সব চাতুরী সে দিন যমুনা তীরে।
ভাঙ্গা তরি পাঞা গোপীগণ লঞা যে দুঃখ দিয়াছ মোরে॥

(ছ) অতিপ্রৌঢ় চেষ্টা

যথা—(চন্দ্রাবলী সম্ভোগানন্তর পদ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুয়া সখি রতিরণে অতিশয় ভাতি। কুচযুগে নাচই মুকুতাক পাঁতি।
তারক নায়ক চঞ্চল হোই। পুনপুন মঝু কৌস্তুভ হরি লেই॥

(জ) মানে অত্যন্ত কর্কশা

যথা ('উদ্ধব-সন্দেশে' শ্যামলার প্রতি বকুলমালা)—

তুয়াপ্রিয় মালতী, ধরণীপর লুটই, দ্বারহি নাগর কান।
সখীগণ কোই কোই নিশি বঞ্চল তভু নহি ছোড়ালি মান॥

মান হৈতে প্রগল্ভা হয় তিন প্রকার।
পূর্ব্ব মত জানিবে ধীরাদি ভেদ তার॥

(১) ধীর প্রগল্ভা

ধীর প্রগল্ভা করে স্বরতে উদাস।
সাবহিত্থা বাক্যে করে মানের বিকাশ॥

যথা, (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পালী)—

এ বনমাল কণ্ঠে নাহি ধারব বরত-নিয়ম হয় নাশ।
দ্বিজগণ কঠিন মৌন মুঝে দেওল তহি লাগি বচন নিরাস॥

গুরুজন পুন পুন মুঝে কত ডাকই তুহু লাগি কয়লু পয়াণ
ঐছন চাতুরী বচন শুনি মাধব বুঝল তাকর মান ॥

যথা বা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

যব হাম কুচতটে দেয়নু হাত। করে নাহি ঠেললি, না কহলি বাত ॥
পুন পুন চুম্বনে মুখ রহু ধীর। নিবিড় আলিঙ্গনে তনু রহু থির ॥
কিয়ে চন্দ্রাবলী, মান তরঙ্গ ঐছন নাহি দেখি মানকি রঙ্গ ॥

(২) অধীর প্রগল্ভা

অধীরা পতির প্রতি করয়ে তর্জ্জন।
মহাকোপযুক্ত হয়ে করয়ে তাড়ন ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গৌরী)—

আমরা মুগুধা নারী উচিত করিতে নারি শ্যামাপদে করি যে বন্দন।
বান্ধিয়া মল্লিকামালে কত কুবচন বলে কর্ণোৎপলে করয়ে তাড়ন ॥

(৩) ধীরাধীরপ্রগল্ভা

ধীরা অধীরার গুণ রহয়ে যাহাতে।
ধীরাধীরা কহি তারে রসশাস্ত্র মতে ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মঙ্গলা)—

তোমাতে নাহিক ক্রোধ ব্রতে কৈল অনুরোধ মৌন মোরে দিল দ্বিজগণ।
তুরিতে চলহ তুমি হিতবাণী কহি আমি মালায় বান্ধিবে সখীগণ ॥

যথা বা—(সখীযুগলের মধ্যে মঙ্গলা বিষয়ক উক্তি)—

করি অপরাধ হরি আগে রহে স্তব করি তার প্রতি করিতে তাড়ন।
কর্ণোৎপল হাতে নৈল তাথে নাহি তাড়িল যাহ বলি ফিরাল বদন ॥

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা

আকৃতি প্রকৃতি যার প্রগল্ভতা রয়।
কিশোরী হলেও তারে প্রগল্ভা শব্দে কয় ॥

মধ্যা প্রগল্‌ভা দুহু দুইত প্রকার।
কেহ কৃষ্ণ প্রেমে জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা কেহ আর॥

মধ্যার জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাত্ব

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি লতাকুঞ্জে গুপ্তভাবে অবস্থিত বৃন্দার উক্তি)—

একাসনে দুই নারী আছয়ে শয়ন করি তাঁহা গেল ব্রজেন্দ্র নন্দন।
পুষ্পধূলি আনিল লীলার নয়নে দিল তবে তার কৈল জাগরণ॥
চামর আনিয়া তায় তারার অঙ্গে করে বায়, তাহার নিশ্চেষ্ট নিদ্রা হৈল।
তারায় প্রেম দেখায়া ক্রীড়া করে লীলা লঞা লীলা জ্যেষ্ঠা তাথে জানাইল॥

প্রগল্‌ভার জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাত্ব

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

শ্যামের প্রেয়সী দুইজনে বসি তারা খেলে পাশা সারি।
যে জন জিনিবে আপন ভবনে তিন দিন পাবে হরি॥
গৌরীর হইয়া গুটিকা চালিয়া নাগর মধুর কয়।
সঙ্কেত করিয়া চতুর নাগর শ্যামার করিল জয়॥

কোন গোপী উপেক্ষিয়া কেহ জ্যেষ্ঠা হয়।
অতএব এই ভেদ অন্য গণনাতে নয়॥

পঞ্চদশবিধ নায়িকা

কন্যা মুগ্ধামাত্র, স্বীয়া অন্য-উঢ়া আর।
মুগ্ধামধ্যাদি ভেদে তায় ছয় প্রকার॥
ধীরা আদি ভেদে দ্বাদশ প্রৌঢ় মধ্যা।
কন্যা, স্বীয়া, পরোঢ়া এই তিনমত মুগ্ধা॥
এই ত নায়িকা পঞ্চদশবিধ হয়। §
ইহাদের অষ্টাবস্থা কবিগণ কয়॥

---

§ [১] পঞ্চদশবিধ নায়িকা—(১ স্বীয়া + ২ পরোঢ়া) * (১ মুগ্ধা ২ ধীরমধ্যা, ৩ অধীরমধ্যা, ৪ ধীরাধীরমধ্যা ৫ ধীরপ্রগল্‌ভা, ৬ অধীরপ্রগল্‌ভা ও ৭ ধীরাধীর প্রগল্‌ভা) = ১৪ + কন্যামুগ্ধা ১ = ১৫।

নায়িকার অষ্টাবস্থা

'অভিসারিকা', 'বাসকসজ্জা', আর 'উৎকণ্ঠিতা'।
'খণ্ডিতা', 'বিপ্রলব্ধা', হয় 'কলহান্তরিতা' ॥
'প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা', আর 'স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা'।
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা ॥

(১) অভিসারিকা*

অভিসার করায় কান্তে, নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না তমোযোগ্য বেশ অভিসারে ধরে ॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গ নিঃশব্দ ভূষণ।
অঙ্গ ঝাঁপি চলে সঙ্গে সখী একজন ॥

অভিসারয়িত্রী

যথা—(বিশাখার প্রতি শ্রীমতী)—

হরি মঝু নাহি জানে মদন বিকার। তুরিতহু তৈছে করবি অভিসার ॥
এ সখি, মঝু গৌরব রহে যাহে। ঐছন চাতুরী করবি তুহু তাহে ॥
সে জেন পুন পুন যাচই হামে। ঐছন চাতুরী বোলবি শ্যামে ॥
যবহি গগনে নহে বিধু পরকাশ। তবহি মিলায়বি আনি মঝু পাশ ॥

(ক) জ্যোৎস্নায় স্বয়ং অভিসারিকা

যথা—(শ্রীমতী প্রতি বিশাখা)—

পেখহ অম্বরে উদিত বিধু মণ্ডল কিরণ কলাপ বিরাজ।
বৃন্দাবন মাঝ তুয়াপথ হেরই সোবর নাগর রাজ ॥

---

* 'রসমঞ্জরী' (পীতাম্বর দাস) গ্রন্থে অষ্টপ্রকার অভিসারের কথা বর্ণিত আছে ; যথা :—
সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার। 'জ্যোৎস্নী', 'তামসী', 'বর্ষা', 'দিবা-অভিসার' ॥
'কুজ্ঝটিকা', 'তীর্থযাত্রা', 'উন্মত্তা', 'সঞ্চরা',। গীতপত্তরসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা ॥
মাত্র 'জ্যোৎস্নী' ও 'তামসী' অভিসার বর্ণিত হইয়াছে। ভানুদত্ত, মুগ্ধাদিভেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্পূর সহিত চন্দনে তনু ঝাপই শ্বেত বসন করু অঙ্গে।
বিকশিত কমল বিনিন্দিত ও পদ চলু অভিসারক রঙ্গে॥

(খ) তমোভিসারিকা

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি ললিতা)—

ঘন আন্ধিয়ারে ঝাপি নিজ অঙ্গকি কত কত পুণবতী নারী।
করি অভিসার কতহু রস বিতল পাওল রসিক মুরারী॥
রাই, তোহার অঙ্গ রিপু ভেল।
বিদ্যুৎ কান্তি জিনিয়া ঘন বিকশিত সব আন্ধিয়ার হরি নেল॥

(২) বাসকসজ্জা *

কান্ত আসিব বলি সজ্জা করে ঘরে।
নিজ অঙ্গে কত কত অলঙ্কার ধরে॥
ইহার চেষ্টা, স্মর-ক্রীড়া করে মনে মন।
সখীর কৌতুকবার্ত্তা দূতী দরশন॥

যথা—(দূরে শ্রীমতীকে দেখিয়া স্বীয় সখীর প্রতি শ্রীরূপমঞ্জরী)—

মদন কুঞ্জ পর বৈঠল সুন্দরী নাগর মিলব আসে।
নব নব কিসলয়ে শেজ বিছাওল কুসুম নিকর চারু পাশে॥
সুন্দরী সাজল বাসক সাজ।
প্রেম জলধিজল নিমগন ভাবই আওব নাগর রাজ॥
কত কত আভরণ নেওল অঙ্গহি বদনে সুধাসম হাস।
দেখ দূতী, নাগর কতদূর আয়ত ঘন কহে ঐছন ভাস॥

---

* সেই ত 'বাসকসজ্জা' হয় অষ্টভেদ। অল্পই সম্ভেদে কহএ বিভেদ॥
মোহিনী, জাগ্রতী, আর হয়ত রোদিতা। মধোক্তিকা, স্বপ্নিকা, প্রগল্ভা, বিনীতা॥
সুরসা উদ্দেশা—এই অষ্ট প্রকার। শ্লোক পদ্যগীতে হয় ইহার বিস্তার॥
('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর দাস)

(৩) উৎকণ্ঠিতা *

প্রিয়ার বিলম্ব দেখি বিরহে পীড়িতা।
ভাবজ্ঞের গণ তারে কহে 'উৎকণ্ঠিতা'॥
তার চেষ্টা হৃত্তাপ, অঙ্গের কম্পন।
বসি চিন্তা করে অনাগতির কারণ॥
বহু দুঃখ অশ্রু কত বহএ নয়নে।
আপনার দুঃখাবস্থা কহে সখীগণে॥

যথা—(পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলী)—

নাগর গমনে পড়ল বুঝি বাধা। নিজগুণে বান্ধি রাখল বুঝি রাধা॥
কি এ ব্রজমণ্ডলে আওল সুনারী। তা সনে সঙ্গম করই মুরারি॥
দেখ শশী হোওল এ আধ রাতি। গহনক ঘেরল হিমকর কাঁতি॥
বিরহ বেদনে অব মঝু প্রাণ যায়। অবহি না আওল নাগর রায়॥

বসাকসজ্জার শেষে নাহি হয় মান।
দোহার পারতন্ত্র্যে হয় 'উৎকণ্ঠা' নির্ম্মাণ॥

(৪) খণ্ডিতা

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্য সনে।
রতিচিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে॥
তা দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস।
কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহু ভাষ॥

---

* বাসকসজ্জা দশার শেষে মানের বিরতিতে অর্থাৎ কলহান্তরিতা অবস্থায় এবং নায়ক নায়িকার পরাধীনত্ব প্রযুক্ত সঙ্গমের অভাব—এই ত্রিবিধ অবস্থায় 'উৎকণ্ঠা' হয়। উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, প্রগল্ভা ও নির্ব্বন্ধা—এই অষ্টবিধ উৎকণ্ঠিতা।

যথা—(বকুলমালার প্রতি শ্যামলা)—§

যাবক রঙ্গে রঙ্গায়লি নিজ শিব ভুজে রহু কঙ্কণ চিণ।
কুচতট কুঙ্কুম রঞ্জিত হৃদিতট বনফুল মাল মলিন॥
ঘূর্ণিত লোচন ব্রজপতি নন্দন আওল নিশি পরভাতে।
শ্যামলাব বদনে রহল তব মুনিগুণ * রহল রুদ্রগুণ ‡ চিতে॥

(৫) বিপ্রলব্ধা §§

সঙ্কেত করিয়া যার পতি নাহি মিলে।
দুঃখিত হৃদয়া, তারে বিপ্রলব্ধা বলে॥
মূর্চ্ছা, নিশ্বাস বহে, করে বহু খেদ।
দুনয়নে অশ্রু বহে, অধিক নির্ব্বেদ **

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীমতী)—

চান্দ উদয় ভেল অম্বর মাঝ। অবহু না আওল নাগর বাজ॥
সো বর নাগর বঞ্চল মোহে। কোন যুবতী রসে বান্ধল তাহে॥
বিরহ দহনে অব মঝু প্রাণ যায়। কি করব সখী অব কহনা উপায়॥

(৬) কলহান্তরিতা †

খণ্ডিতা হইয়া করে পতির তাড়ন।
পশ্চাত হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ॥

---

§ সেই 'খণ্ডিতা' হয় আট প্রকার। ধীরা, অধীরা, সমা, বিদগ্ধিকা আর॥
নিন্দয়া, ক্রোধা ভয়ানকা, প্রগল্ভা আর। মধ্যা, মুগ্ধা, লজ্জা, বিবিধ প্রকার॥
রোদিতা, প্রেমমত্তা, এই হয় অষ্ট। নাম ভেদে বিভেদ হয়ত বৈশিষ্ট॥ ('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর)

* মুনিগুণ—মৌন। ‡ রুদ্রগুণ—ক্রোধ।

§§ এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্টমতা। নির্ব্বন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা॥
নিন্দয়া, প্রখরা, আর দূত্যাদরা। চর্চ্চিতা—অষ্টবিধা করি যারে বলি॥ ('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর)

** নির্ব্বেদ—বৈরাগ্য।

† সেই 'কলহান্তরিতা' হয় অষ্ট বিবরণ। আগ্রহা, বিকলা, ধীরা, অধীরা বচন॥
কোপনাবতী, সখ্যুক্তিকা, সমাদরা আর। মুগ্ধা লজ্জা জানিবেক ইহার বিস্তার॥ (রসমঞ্জরী—পীতাম্বর)

প্রলাপ, নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন।
'কলহান্তরিতা' তারে কহে কবিগণ॥

যথা—(সখীগণ প্রতি শ্রীমতী)—

করিয়া আদর সে বর নাগর আনি দিল মোরে মালা।
মানের ভরমে দূরেতে ফেলিনু করিয়া পরম হেলা॥
সরস বচন কতনা কহিল আমি না শুনিনু কানে।
চরণের পাশে পড়িয়া রহিল না চাহিনু তার পানে॥
সে সব সোঙরি গুমরি গুমরি পুড়িছে আমার প্রাণ।
আপনার দোষে আপনি মরেছি কে জানে এমন মান॥

(৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা *

দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়।
"প্রোষিতভর্ত্তৃকা"-পদে তাহাকে কহয়॥
প্রিয় সঙ্কীর্ত্তন, জাড্য, অঙ্গের মালিন্য।
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ, দৈন্য॥
প্রলাপাদি চেষ্টা 'প্রোষিতভর্ত্তৃকা'র।
প্রিয়ার আগতি চিন্তা করে বার বার॥

সেই 'প্রোষিতভর্ত্তৃকা' হয় তিন মত। ভাবী, ভবন, আর ভূত ক্রিয়াযুত॥
এই তিন মত হয় বহু মত ভেদ। অষ্ট প্রকার সংজ্ঞা ইহার বিভেদ॥
ভাবী, ভবন, আর দিব্যোন্মাদ। দশ অবস্থা হয়, দূতের সম্বাদ॥
নিজ বিলাপ আর সখ্যুক্তিকা হয়। ভাবোল্লাস আদি ভাব বহুত আছয়॥('রসমঞ্জরী' - পীতাম্বর দাস)

ভানুদত্ত বিরচিত 'রসমঞ্জরী গ্রন্থে 'প্রোস্যৎপতিকা' নাম্নী নবম নায়িকার উল্লেখ আছে। যাহার স্বামী অচিরে প্রবাস যাইবে, সেই নায়িকার নাম 'প্রোস্যৎপতিকা'। মিনতি, কাতরদৃষ্টি, কান্ত নিবারণ, খেদ, শ্বাস, মূর্চ্ছা ইত্যাদি তাহার লক্ষণ। ইহা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভাবী বিরহের অন্তর্গত। 'ভাবী' বিরহের লক্ষণ যথা—

নায়ক বিদেশ যাবে শুনিয়া সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপ সে করি॥ ('রসমঞ্জরী'—পীতাম্বর)

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীমতী)—

বিলসই মাধব মধুপুর মাঝ। মঝু তনু দাহই এ ঋতুরাজ ॥
আয়ব বলি মঝু হোয়ত আশ। তহি লাগি নাহি করি জীবনিরাশ ॥
কতহি অবধি দিন বহি বহি যায়। কহ সখি, অব কিএ করব উপায়,

(৮) স্বাধীন ভর্ত্তৃকা*

যার বশ নায়ক নিকটে সদা রয়।
"স্বাধীন ভর্ত্তৃকা" পদে তাহাকেই কয় ॥
পতি করে নানা রস কুসুম চয়ন।
বশ হৈয়া করে প্রিয়ার অঙ্গের ভূষণ ॥

যথা—(শ্রী গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতী)—

নাথ হে, তুমি সে নাগর বর।
কপালে তিলক করি দেহ মোরে অঙ্গের ভূষণ কর ॥
বলয় কঙ্কণ মোর করে দেহ নুপুর পরাহ পায়।
রাইর মধুর বচন শুনিয়া হরিশ নাগর রায় ॥
কুঙ্কুম চন্দন কুচতটে দিল শ্রুতি যুগে ফুল দিয়া।
কমল কুসুমে কবরি বান্ধিয়া বিহরে হরিষ হয়্যা ॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা---'মাধবী'

বশ হয়্যা পতি কভু নাহি ছাড়ে যারে।
পরম উৎকৃষ্ট সে "মাধবী" নাম ধরে ॥

---

* 'স্বাধীন ভর্ত্তৃকা' কথা শুন দিয়া মন। কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা বিচক্ষণ ॥
উত্তুকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অভিষেকা। 'স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, এই অষ্ট করি লেখা ॥
(রসমঞ্জরী—পীতাম্বর)

হৃষ্টা ও খিন্না নায়িকা

তিনজন হৃষ্টা হয়—স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।
অভিসারিকা, আর বাসকসজ্জিকা॥
খণ্ডিতাদি পঞ্চ হয় মহা দুঃখী মন।
বসি চিন্তা করে অঙ্গের ঘুচাঞা ভূষণ॥

উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা নায়িকা

উত্তম, মধ্যম কেহ হয়ত কনিষ্ঠ।
কৃষ্ণপ্রেম তারতম্যে নিজ ভেদ ইষ্ট॥
যাহার যেমন ভাব ব্রজেন্দ্র নন্দনে।
কৃষ্ণের তেমন ভাব সে নায়িকা সনে॥

(১) উত্তমা

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

এক মুখে কি কহব রাইক গুণগণ তা সম নাহি ব্রজ মাঝ।
মঝু সুখ লাগি কতই রস বিতরই ছোড়ল সব গৃহ কাজ॥
বহু অপরাধে কোপ নাহি অন্তরে বচনে সুধা করু দান।
যব মঝু দুঃখ নব শ্রুতিযুগে শুনই তৈখনে হরই গেয়ান॥

(২) মধ্যমা

যথা—(রঙ্গ নাম্নী যুথেশ্বরীর প্রতি তদীয়া সখী)—

সুন্দরি, মান পরম ধন তোর।
সবিনয় বচনে চরণে ধরি সাধনু বাত না মানসি মোর॥
নাগর কাতর জ্বর জ্বর অন্তর বিরহ দহনে দহে চিত।
ঐছন ব্রজমাঝে কভু নাহি পেখনু বিপরীত মান চরিত॥

(৩) কনিষ্ঠা

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অভিসারকারিণী গোপীর প্রতি ত্বরিদ্গমনার্থ বৃন্দার উক্তি)—

যবহি বরিষ নহে তবহি কহলি তুঁহু বরিষে উচিত অভিসার।
ঘন বরিষণে জল বাহির না হোয়ই অব তাহে ঘন আন্ধিয়ার।
অবহি জলদ ঘন আন্ধিয়ার যামিনী বরিষণ দরশন দেল।
দ্রুত অভিসার ছোড়ি ধনী কুতুকিনী কাহে তুঁহু মন্থর ভেল॥

৩৬০-বিধ নায়িকা

পূর্ব্বে কহিল পঞ্চদশ ভেদ যার। †
পুনঃ তাথে হৈল অষ্ট অবস্থা আবার।
পঞ্চদশে অষ্ট দিয়া করিলে পূরণ।
তাতে এক শত আর বিংশতি গণন।
তাহাতে উত্তম আদি তিন ভেদ দিল।
তিনশত ষাটি সংখ্যা নায়িকা হইল॥ ‡

শ্রীরাধিকা

যেমন নায়কের গুণ কৃষ্ণে সব রয়।
তেমতি সর্ব্ব নারীর গুণ রাধিকাতে হয়॥ *

———o———

† ৪০ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৫ × ৮ (অভিসারিকা ইত্যাদি অষ্টবিধ অবস্থাবিশিষ্টা নায়িকা) = ১২০ ; ১২০ × ৩ (উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা) = ৩৬০ প্রকার নায়িকা।

* যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিখিল নায়কের অনুকূল ইত্যাদি অবস্থা বিদ্যমান, তদ্রূপ শ্রীমতীতেও মধ্যা ও কনিষ্ঠা অবস্থা ব্যতীত, বর্ত্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত সর্ব্ববিধ নায়িকার অবস্থা বিদ্যমান আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যূথেশ্বরী-ভেদ প্রকরণ

———:*:———

বিশেষ কহিল যূথেশ্বরী নায়িকার।
সুহৃদ্ব্যবহার লাগি কহি পুনর্ব্বার॥ *

যূথেশ্বরী ত্রিবিধ—অধিকা, সমা ও লঘ্বী

সৌভাগ্য অধিক হৈলে 'অধিকা' হয় নাম।
'সমা' নাম হয় যার সৌভাগ্য সমান॥
যাহার লঘুতা আছে 'লঘ্বী' নাম তার।
গোকুল-নায়িকা হয় এ তিন প্রকার॥

পুনঃ ত্রিবিধ—প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী

পুনশ্চ প্রত্যেকে হয় তিন প্রকার।
'প্রখরা' কেহ, 'মধ্যা' কেহ, কেহ 'মৃদ্বী' আর॥
প্রগল্ভ বচন যার না হয় লঙ্ঘন।
'প্রখরা' বলিয়া তারে কহে কবিগণ॥
তাথে ন্যূন হলে হয় 'মৃদ্বী' তার নাম।
'মধ্যা' নাম ধরে যেই তাহাতে সমান॥

---

* যূথেশ্বরী—২১ ও ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। সুহৃদ্ব্যবহার—অর্থাৎ তটস্থ, বিপক্ষ ও স্বপক্ষভেদ।

৯। অধিকা

আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী

তাহাতে অধিকা হয় দুই ত প্রকার।
"আত্যন্তিকী" কেহ হয়, "আপেক্ষিকী" আর ॥

(ক) আত্যন্তিকী অধিকা

নারী মধ্যে নাহি যার উর্দ্ধে সমান।
সেই নারী ধরে "আত্যন্তিকাধিকা" নাম ॥
'আত্যন্তিকাধিকা' বৃন্দাবনে হয় রাধা।
যাহার সদৃশ নাহি, গুণে তিহো 'মধ্যা' ॥

যথা,—(ব্রজে সমবেতা যূথেশ্বরীগণ প্রতি শ্যামলা)—

ভদ্রা তদবধি হরি সনে কহতহি চাতুরা চঞ্চল বাত।
পালী তদবধি কত রস বিতরই বিমলা দোলই হাত ॥
শ্যামা তদবধি গরব করি চলতহি চন্দ্রাবলী করু সাধা।
যদবধি কেশব শ্রুতি নাহি পৈঠল অমৃত আখর—'রাধা' ॥

(খ) আপেক্ষিকী অধিকা

যূথমধ্যে অন্যাপেক্ষা অধিকা যে হয়।
'আপেক্ষিকাধিকা' বলি তাহারে কহয় ॥

(গ) অধিক প্রখরা

যথা, —(কোন যূথেশ্বরী প্রতি অন্য যূথেশ্বরী)—

ধনি ধনি, পেখই অপরূপ রঙ্গ।
গোবর্দ্ধন গিরি ছোড়ি ইহ আওত দারুণ কৃষ্ণ ভুজঙ্গ ॥
অতিশয় ভীত রমণীগণ সঙ্গতি কাহে চললি বনমাঝ।
নাহি জান মন্ত্র সঙ্গতি নাহি ওষধি তোহে দংশব ফণিরাজ ॥

(তদুত্তর)

গুরু করি মানই মুঝে বহু আদরে ভোগিনী রমণীক বৃন্দ।
তদবধি মঝু বশ সো ফণি হোয়ল কাহে করব অব দ্বন্দ্ব ॥

(ঘ) অধিক মধ্যা

যথা,—(কোন যূথেশ্বরীর উক্তি)—

পুণমিক সাঁঝ সময়ে কাহাঁ চলসি। সখীগণ জানল রোষে কাহে জ্বলসি ॥
কাহে লুকায়সি অঙ্গকি পুলকে। অতিশয় ভাব তবহি অতি ঝলকে ॥
তোহে অব রোধি রাখব মঝু সদনে। জাগর করু হরি কুঞ্জ কি ভবনে ॥
তুয়া পথ চাহি রহুক বহু যতনে। তোহ বঞ্চই সখী সহ মঝু ভবনে ॥

(ঙ) অধিক মৃদ্বী—যথা§

২। সমা

মৃদ্বী আদি না করি উদাকৃতির প্রচার।
'সম প্রখরা', 'সমমধ্যা', 'সমমৃদ্বী' আর ॥

৩। লঘ্বী

হয়ত নায়িকা 'লঘু' দুই ত প্রকার।
কেহ 'আত্যন্তিকী' লঘু, 'আপেক্ষিক' আর ॥
'লঘু প্রখরা' 'লঘু মধ্যা,' 'লঘু মৃদ্বী' নাম।
এই ত কহিল নারী ভেদের আখ্যান ॥

---

§ অনুবাদে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই। মূল 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের উদাহরণ যথা—কোন যূথেশ্বরী কহিলেন, সখি! দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া পরিজন সহ অবনত বদনে পলাইতেছ কেন? হে প্রিয়তমে! তুমি ত আমার প্রণয়পাত্রী, আর গোপনভাবে গমন করিও না। তুমি আপনার চূড়ায় ঐ যে পুষ্পমালা বিন্যস্ত করিয়াছ, উহা আমারই গ্রথিতা; আমি দনুজদমনের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় ঐ মালা পণ রাখিয়াছিলাম; তিনি আমাকে জয়পূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য—অঙ্গ সংগোপন পূর্ব্বক গমন করায় সৌভাগ্যের আধিক্য, অতএব এই নায়িকা 'অধিক মৃদ্বি', আর যিনি কহিতেছেন, তিনি 'লঘুমধ্যা' প্রযুক্ত সুহৃৎ—(রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ)

'সমা লঘু' নাহি হয় ইহার আদিমা।
অন্যা ত্রিবিধ হয় অধিক লঘু সমা॥

দ্বাদশবিধা যূথেশ্বরী

'আত্যন্তিকাধিকা' ভিন্ন সবে লঘু হয়।
'আত্যন্তিকা লঘু ভিন্ন অধিকতা রয়॥
'আত্যন্তিকাধিকা' মাত্র এক আখ্যান।
'আত্যন্তিকী লঘু,' 'সমা লঘু' দুই নাম॥
মধ্যাস্থ 'অধিকা,' 'সমা,' 'লঘু' নাম আর।
প্রখরাদি তিন ভেদে নয় ভেদ তার॥
এই যূথেশ্বরী হয় দ্বাদশ প্রকার।*
এবে কিছু লেখি তার সহায় বিচার॥

---

* দ্বাদশ প্রকার যূথেশ্বরী যথা—১ আত্যন্তিকাধিকা, ২ আত্যন্তিকী লঘু, ৩ সমা লঘু, ৪ অধিক মধ্যা, ৫ সম মধ্যা, ৬ লঘু মধ্যা, ৭ অধিক প্রখরা, ৮ সম প্রখরা, ৯ লঘু প্রখরা, ১০ অধিক মৃদ্বী, ১১ সম মৃদ্বী ও ১২ লঘু মৃদ্বী।

সপ্তম অধ্যায়

দূতিভেদ প্রকরণ

—:*:—

দূতি বা নায়িকা-সহায়া*

পূর্ব্বরাগ আদি ভাবে যৈছে দূতী হয়।
সে সব দূতীর এবে করিব নির্ণয় ॥
তাথে দুই মত হয় দূতীর আখ্যান।
'স্বয়ং দূতী' হয় কভু 'আপ্ত দূতি' নাম ॥

১। স্বয়ং দূতী

অত্যন্ত ঔৎসুক্যে যেই ছাড়ে লাজ ভয়।
পতি আগে স্বাভিযোগ আপনি সে কয় ॥
তাহে 'স্বাভিযোগ' হয়, তিন আখ্যান।
'বাচিক', 'আঙ্গিক' আর 'চাক্ষুষ' হয় নাম ॥

(ক) বাচিক—কৃষ্ণ ও পুরস্থ

'বাচিক' ব্যঙ্গ মাত্র দ্বিধা—'শব্দে', 'অর্থে' হয়।
সেই দুই মত—'কৃষ্ণ', 'পুরস্থ' বিষয় ॥

---

* নায়ক-ভেদ (প্রথম অধ্যায়) বর্ণনান্তর, নায়কের দূত্যাদি নিমিত্ত, নায়ক-সহায়গণের—(দ্বিতীয় অধ্যায়) যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্রূপ নায়িকা-ভেদ (পঞ্চম অধ্যায়) বর্ণনান্তর, নায়িকাবর্গের সহায়াগণের বিবরণ বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইতেছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে, নায়িকাগণের মুখ্য-সহায়—'দূতী' এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রেমলীলা বিস্তারকারিণী 'সখী'-নিচয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৯) কৃষ্ণ-বিষয়

'সাক্ষাৎ' ও 'ছল'

'কৃষ্ণ-বিষয়' হয় দুই ত প্রকার।
'সাক্ষাৎকারে' হয় এক, 'ছল' করি আর ॥

(ক) "সাক্ষাৎ"—(১) গর্ব্ব, (২) আক্ষেপ ও (৩) যাচন

'সাক্ষাৎ' বহুবিধ হয়—'গর্ব্বিত বচন'
'আক্ষেপ' করয়ে কেহ, কেহ বা 'যাচন'

(১) 'গর্ব্ব'-হেতু অর্থোত্থ ব্যঙ্গ, যথা—

হেদে হে কালীয়া কানু এঘোর গহনে। বারে বারে চাও কেন কুটিল নয়নে ॥
আমি শ্যামানামে নারী সতীর প্রধান। বনমাঝে না করিহ মোর অপমান ॥
মোর দুঃখ দেখে যদি হরিণীর গণ। সকলে মিলিয়া তোমায় করিবে তাড়ন ॥*

(২) 'আক্ষেপ'-হেতু অর্থোত্থ ব্যঙ্গ, যথা—

আমার আঁচলে মল্লিকার ফুল কেমনে দেখিলে তুমি।
নিকটে আসিয়া কাড়িয়া লইলে কি করিতে পারি আমি ॥
যে দেখি তোমার বিপরীত রীত কাছে আসি কোন ছলে।
আমার গলার মুকুতার হার কাড়িয়া লইবে বলে ॥
গহন কাননে নাহি কোন জন অতি দূরে মোর ঘর।
কাহার শরণ লইব এখন হৃদয়ে লাগিছে ডর ॥†

(৩) 'যাচ্ঞা,—স্বার্থ ও পরার্থ

তাহাতে 'যাচ্ঞা' হয় দুইত প্রকার।
'স্বার্থে' যাচ্ঞা হয়, 'পরলাগি' আর ॥

---

* অর্থাৎ, আমায় একাকিনী পাইয়া এখন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামাবাক্য)।

† অর্থাৎ, নির্জ্জন বনে আমি একাকিনী অপর কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই—সুতরাং, এখন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার।

'স্বার্থ-যাচ্ঞা' – অর্থোথ ব্যঙ্গ, যথা—

বৃন্দাবন গহন তাথে ভুজঙ্গের গণ দেখি মনে লাগে বড় ভয়।
ভয়ে কাঁপি থরহরি বনফুল তুলিতে নারি কাত্যায়নী পূজা নাহি হয়॥
বড় ভয় পাঞা মনে আইলাম তোমার স্থানে তুমি বট বড় উপকারী।
বিষহর মন্ত্র দাও বিনি মূলে কিনে লও তবে ফুল তুলিবারে পারি॥ †

অথবা,

সর্ব্বজন রক্ষা করি গহনে বেড়াও হরি তোমার কীর্ত্তি জগতে বেড়ায়
তুমি করুণার সিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু শরণ লইলা তুয়া পায়॥
ফল তুলিবার লাগে আইলাম বনভাগে ভ্রমে পথ হৈল বিস্মরণ।
তুহু অনাথের নাথ দেখাইয়া দেহ পথ নিজ ঘরে কার যে গমন॥ §

'পরার্থ-যাচ্ঞা'—অর্থোথ ব্যঙ্গ, যথা:—*

ঘরের বাহির না হই কখন আমি কুলবতী নারী
সখীর কথায় এখানে আইনু দূতীর চরিত করি॥
আমার বচন তুরিতে শুনহ তুরিতে যাইব ঘরে।
সুন্দরী যুবতী হইয়া কে কোথা কানন ভিতরে ফিরে॥
আর এক দেখ চকোর আইল বলিয়া চান্দের কলা।
আমার বদন নিকটে আসিয়া কতনা করিবে জ্বালা॥

---

† অর্থাৎ, এই নির্জ্জন বনে আমি কন্দপসপ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছি—তুমি বিষহর মন্ত্রদানে রক্ষা কর। টীকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—শ্রীমতীর এই সঙ্কেত-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদানচ্ছলে তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন এবং দক্ষিণা-স্বরূপ কঞ্চুলিকা গ্রহণ করিলেন।

§ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—শ্রীমতির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন—কিন্তু বক্রপথ দিয়া গমন করতঃ ধূর্ত্তরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দুর্গম স্থানে লইয়া বলিলেন—এই কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম স্থলে পদব্রজে যাইতে সক্ষম হইবে না, অতএব ক্রোড়ে আরোহণ কর—এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষোপরি লইয়া বহন করিতে লাগিলেন।

* শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন যূথেশ্বরীর উক্তি। নিজ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ করতঃ নিজকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগযোগ্যা বলিয়া প্রকাশিত করিতেছেন।

(খ) ছল

অন্য উপদেশ করি কহে অভিপ্রায়।
চাতুরী প্রবন্ধ 'ছল'-শব্দে কহে তায়॥

অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ ছল, যথা—+

লুবুধ মধুপ যার নাহি পায় গন্ধ। ফল ফুলে বিকসিত সেই ত মাকন্দ।
হেদে হে কোকিলবর ইহ রস ছাড়ি। কেন বা ফিরিছ তুহু এ কানন বেড়ি॥

(২) পুরস্থ বিষয়

নায়িকা কহয়ে কথা হরি তাহা শুনে।
ছল করি গোবিন্দের অশ্রুত করি মানে॥
কৃষ্ণেরে শুনায়া অন্য বস্তু সনে কয়।
কবিগণ বলে তারে 'পুরস্থ বিষয়'॥

অর্থোত্থ, যথা—

(শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে কোন যূথেশ্বরীর ছলপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরির প্রতি উক্তি)

শুন গোবর্দ্ধন গিরি তোমার লতা সারি সারি তাথে পুষ্প আছে বিকশিত।
ইহ আছে পক্ষীগণে শঙ্কা নাহি কোন জনে নিজকার্য্যে বড়ই পণ্ডিত॥
পুষ্প তুলিবার জন্যে এলাম তোমার স্থানে তুয়া গুণে জগত প্রকাশ।
কহ ইহার উপায় তুমি বহু পুষ্প দাও পুরাহ মনের অভিলাষ॥

অথবা, (সখী প্রতি যূথেশ্বরী)—

ব্রজরাজ নন্দন বড়ই চঞ্চল মন নারীগণের সতীব্রত হরে।
তোমার মৃদু স্বভাব নাহি জান দুস্ট ভাব কথাতেও বারিতে নার তারে॥
আমি ত মুগুধা নারী কেন বা গহনে ফিরি গহনে কণ্টক বহুতর।
ছাড়ি কুলবতী লাজ বনমাঝে কিবা কাজ এখন তুরিতে যাব ঘর॥

+ কোন যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—এমন সুরূপা ও লজ্জাশীলা পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিতেছ? অন্যাশক্তি পরিহার পূর্ব্বক কেবল আমাকেই ভজনা কর।

(খ) আঙ্গিক

অঙ্গুলি স্ফোটন, ছলে অঙ্গ সম্বরণ।
চরণে পৃথিবী লেখে, কর্ণ কণ্ডূয়ন॥
নাসায় তিলক করে বেশ বিভূষণ।
ভুরুর নর্ত্তন, আর সখী আলিঙ্গন॥
সখীর তাড়ন করে, অধর দংশন।
হারাদি গাঁথয়ে, আর ভূষণের স্বন॥
কৃষ্ণ আগে ভুজমূল প্রকাশিয়া রাখে।
চিন্তামগ্না হইয়া কৃষ্ণের নাম লেখে॥
তরুর অঙ্গে লতা দিয়া করায় মিলন।
"আঙ্গিক" বলিয়া তাহে কহে কবিগণ॥
ইহার উদাহরণ পদ হয় বহুতর।
সে সব লিখিতে গ্রন্থ হয় ত বিস্তর॥

(গ) চাক্ষুষ বা কটাক্ষ*

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূতী

অসংখ্য আঙ্গিকাদি দিগদরশন।
যথোচিত কৃষ্ণ প্রতি জানিহ বর্ণন॥

'স্বাভিযোগ' ও 'অনুভাব'

'স্বাভিযোগ' বলি তাহে বুদ্ধিপূর্ব্ব হলে।
স্বাভাবিক হৈলে তবে 'অনুভাব' বলে †

---

* নেত্রতারকার যে গতাগতি বিশ্রান্তি অর্থাৎ লক্ষ্য পর্য্যন্ত গমন, তথা হইতে পুনরাগমন এবং গতাগতি মধ্যে লক্ষ্য সহ যে অল্পকাল স্থিতি ইত্যাদির চমৎকারিত্বরূপে যে বিবর্ত্তন অর্থাৎ অভ্যাস, রসজ্ঞেরা তাহাকেই **'কটাক্ষ'** বলিয়া কীর্ত্তন করেন—(৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ)।

† 'অনুভাব'—একাদশ অধ্যায় 'অনুভাব বিবৃতি' দ্রষ্টব্য।

২। আপ্ত দূতী

প্রাণ অন্তে নাহি করে বিশ্বাস ভঞ্জন।
বহু স্নেহ দূতীর হয়, মধুর বচন॥

আপ্ত দূতী—ত্রিবিধ

সেই দূতী হয় ইহ তিন প্রকার।
'অমিতার্থা', 'নিসৃষ্টার্থা', 'পত্রহারী' আর॥

(ক) অমিতার্থা

দোহা সঙ্গ একজনার বুঝিয়া ইঙ্গিত।
উপায় করিয়া দোহায় করায় মিলিত॥

যথা,

সো তুয়া নয়ন শরাসন দহনে। জর জর অন্তর হোয়ল মদনে॥
তোহে দেখি হোয়ল উথলিত মদনা। লাজে রহই তবু অবনত বয়না॥
মোহে করল দূতী না কহল বচনে। হাম সব বুঝায়নু ইঙ্গিত রচনে॥

(খ) নিসৃষ্টার্থা

নায়ক নায়িকা কার্য্যভার দেয় যারে।
'নিসৃষ্টা' যুক্তি করি মিলায় দোহারে॥

যথা,

মাধব ইহ বৃন্দাবনবাসী। গুণবতী এক আছয়ে মণিরাশী॥
তুহু সে কঠিন মণি কি বলিব তোয়। ইহ যব আওলু ধিক রহু মোয়॥

(গ) পত্রহারী

সম্বাদ বহয়ে মাত্র কার্য্য নাহি জানে।
'পত্রহারী' নাম তার কহে কবিগণে॥

যথা—

শুন শুন ওহে রসিক নাগর বড়ই রসিক তুমি।
তোমার নিকটে রাধার সন্দেশ কহিতে আইলাম আমি॥
রাই অচেতনে ঘুমাঞা সদনে হরিষ হইয়া মনে।
কপট করিয়া তুমি সেথা যেয়া তারে দুঃখ দেও কেনে॥

আপ্ত-দূতী—'শিল্পকারী', 'দৈবজ্ঞা' প্রভৃতি

কেহ 'শিল্পকারী', কেহ 'দৈবজ্ঞা' নাম ধরে।
কেহ ত 'লিঙ্গিনী', কেহ 'পরিচার' করে॥
'ধাত্রেয়ী', 'বনদেবী', কারু 'সখী' নাম।
এই মত হয় বহু দূতীর আখ্যান॥

(ঘ) 'শিল্পকারী'

যথা (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি চিত্রা-দূতীর উক্তি)—

আমারে কহিল অনেক যতনে কত করি পরিহার।
সেই রূপ লেখ ত্রিভুবন মাঝে সমান নাহিক যার॥
তাহার বচনে পটের উপরে তোমারে লেখিল আমি।
সে রূপ দেখিয়া অথির হইল আসি দেখসিয়া তুমি॥

(ঙ) 'দৈবজ্ঞা', যথা

তোমার তারা রোহিণী তাথে বৃষরাশি জানি বহু যত্নে গণিলাম আমি।
গণিয়া করিলাম সার কোন দুঃখ নাহি আর আজ বড় সুখ পাবে তুমি॥
তুমি আসি মোর-সঙ্গে মেঘ তুল্য তুয়া অঙ্গে শোভে ইন্দ্রধনু শিখি পাখা।
তোমার শুভরাশি ফলে আমার সঙ্গতি গেলে পাবে আজি বিদ্যুতের দেখা॥

(চ) 'লিঙ্গিনী,'

বেশ করে "লিঙ্গিনী" যেন, হয়েন তাপসী।
বৃন্দাবন মাঝে যেন আছে পৌর্ণমাসী॥

যথা—(শ্রীরাধার প্রতি পৌর্ণমাসী)—

চিন্তা না করিহ মনে মিলাইব তোর সনে আজি আনি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আমি এই তপস্বিনী কোন্ মন্ত্র নাহি জানি ? দূতী হঞা করিলাম গমন ॥

(ছ) 'পরিচারিকা'

লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমতী আদি করি।
রাধার নিকটে রহে 'দাসী' নাম ধরি ॥

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি লবঙ্গমঞ্জরী)—

সহচর লঞা বিনোদ নাগর গহনে করিছে খেলা।
সেখান হইতে তাহারে আনিনু গলে দিনু বনমালা ॥
তোমার নয়ন গোচর করিয়া দিলাম নাগর বরে।
এবে আজ্ঞা দেহ এ তুয়া কিঙ্করী এখন কি কাজ করে ॥

(জ) 'ধাত্রেয়ী', যথা

রাধার ধাত্রেয়ী আমি শুন বনমালি আমার নিকটে আইস কিছু বাক্য বলি ॥
যদবধি রাধা মোর কৃষ্ণে রুচি কৈল। সেই হৈতে সোনার বর্ণ মলিন হইল ॥

(ঝ) 'বনদেবী,' যথা—

বনদেবী খ্যাতি মোর কখন ভগিনী তোর কখন বা মায়ের জননী।
শুন শুন বিধুমুখী কভু তোর প্রিয় সখী কখন বা হই ননদিনী ॥
আমার বচন ধর নয়নে ইঙ্গিত কর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আপন করিয়া লও ফিরাঞা নয়ন চাও আসি কর দৃঢ় আলিঙ্গন ॥

৩। "সখী" *

আপনার অধিক প্রেম ছল নাহি করে।
বিশ্বাস, বয়ঃ, বেশ—তুল্য, "সখী" নাম ধরে ॥

---

* অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

তোহারি নয়ন- বাণ বড় পাবন তাহে যদি রাই মরি যায়।
অনুপম গতি তব পাওব সুন্দরী সো নহি শোচয়ি তায় ॥
মাধব, এক রহব বড় শেল।
সোরূপ নাহি হেরি এ সব জগজন নয়ন অনর্থক ভেল ॥

'সখী-দূত্য' দ্বিবিধ—'বাচ্য' ও 'ব্যঙ্গ'

দোঁহাকার ‡ দূত হয় দুই ত প্রকার।
এক 'বাচ্য' নাম হয়, 'ব্যঙ্গ' নাম আর ॥

(ক) 'বাচ্য' যথা §

কোপক অঙ্কুরে করহ পহার। তর্জ্জন গর্জ্জন কর কতবার।
পুন পুন কর তুহু কুটীল দিঠিপাত। তবহি না ছোড়ব আপন বাত ॥
কহ তুহু সুন্দর নাগর রাজে। আনি মিলায়ব তুয়া গৃহ মাঝে ॥
তুয়া কাছে থাকব বচন হয় ভঙ্গ। যো তুয়া নাহি দেখে নব রতিরঙ্গ ॥

যথা বা (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখার বাচ্য-দূত্য উক্তি)—

যাহে নিরমাওল বিধি করু সাধা। অতিশয় রূপবতী হোয়ল বাধা ॥
পুনঃ দেখি চিত চমকিত ভেল তার। সে মঝু ভেজল নিকটে তোহার ॥

(খ) 'ব্যঙ্গ'—'সাক্ষাৎ' ও 'ব্যপদেশ'

কৃষ্ণ প্রতি 'ব্যঙ্গ' অর্থ দুই মত হয়।
প্রিয়ার অগ্রেতে, নিভৃতে কেহ বয় ॥
তাথে 'সাক্ষাৎ', 'ছলে' হয় দুই প্রকার।
উদাকৃতি দিলে গ্রন্থ হয় ত বিস্তার ॥ *

---

‡ দোহাকার - সখীদূত্য নায়ক ও নায়িকা উভয়নিষ্ঠ বলিয়া, সখী, উভয়ের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

§ শ্রীরাধার প্রতি তুঙ্গবিদ্যার উক্তি (ইহা কৃষ্ণপ্রিয়ার 'বাচ্যদূত্য')

* 'ব্যঙ্গ' চতুর্ব্বিধ—(১) কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে কৃষ্ণ প্রতি 'সাক্ষাৎ' ব্যঙ্গ (২) ঐ, কৃষ্ণ প্রতি 'ব্যপদেশ' ব্যঙ্গ (৩) কৃষ্ণপ্রিয়ার অসাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণে 'সাক্ষাৎ' ব্যঙ্গ ও (৪) কৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণে 'ব্যপদেশে' ব্যঙ্গ। ব্যপদেশ = ছল-পূর্ব্বক অন্যবস্তু লক্ষ্য করিয়া স্বগতভাব প্রকাশ।

দূতী নিয়োগ

যেমনে নায়িকা করে দূতী নিয়োজন।
এবে কিছু করি তার প্রকার বর্ণন ॥

দূতী নিয়োগ—(ক) ক্রিয়াসাধ্যা ও (খ) বাচিক

দূতী নিয়োজন হয় দুইত প্রকার।
'ক্রিয়াসাধ্য' নিয়োজন, 'বাচিক' নাম আর ॥

(ক) 'ক্রিয়াসাধ্য', যথা *—

অম্বর মাঝে দেখি নব ঘন সারি। কবল আলিঙ্গন বাহু পসারি ॥
দূতী প্রতি নাহি কহল কিছু বাণী। আপে চলল সেহ ইঙ্গিতে জানি ॥

যথা বা—

মাধব বেণু শুনল যব রাধা। হৃদয়ে বিথারিল মনসিজ বাধা ॥
কিছু নাহি বোলল দূতীক পাশ। তনুমাঝে হোয়ল পুলক বিকাশ ॥
ঐছন দেখি দূতী করি অনুমান। নাগর আনিতে কয়ল পয়ান ॥

(খ) 'বাচিক'—'বাচ্য' ও 'ব্যঙ্গ'

তাহাতে বাচিক হয় দুইত প্রকার।
পূর্ব্ববৎ 'বাচ্য', 'ব্যঙ্গ' ভেদ হয় তার ॥

'বাচ্য', যথা (বিশাখা প্রতি শ্রীমতী)—

তুহু মঝু বাহিরে দ্বিতীয় পরাণি। অতি পটুতা তোর সুমধুর বাণী ॥
কিছু লঘুতা যেন না হয় আমায়। ঐছে চাতুরী করি আনবি তায় ॥

'ব্যঙ্গ'—(১) 'শব্দমূল' ও (২) 'অর্থমূল'

'বাচিক ব্যঙ্গ' হয় তাথে দুইত প্রকার।
শব্দমূল', 'অর্থমূল' এই ভেদ তার

---

* উৎকণ্ঠাদি ক্রিয়া অবলোকন করিয়া দূতী স্বয়ং গমন করিলে তাহাকে 'ক্রিয়াসাধ্য দূতী কহে। 'ক্রিয়াসাধ্যা দূতী' দ্বিবিধ,—(১) 'অনুভব' ও (২) 'সাত্ত্বিক'। বর্ত্তমান উদাহরণে 'অনুভব' এবং পরবর্ত্তী উদাহরণে 'সাত্ত্বিক' প্রদর্শিত হইয়াছে। এটি পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীর উক্তি।

(১) 'শব্দমূল' যথা—(বৃন্দা প্রতি শ্রীমতী)—

না শিখিব বহুতর বৈদগ্ধ্য বচনে। কিবা কাজ আছে বহুতর গুণগণে ॥
একবস্তু আকাঙ্খা করয়ে মোর মন। দোষবিন্দু ছাড়া যেই কেশ বন্ধন ॥

(২) খ 'অর্থমূল'—(ক) স্বপত্যাদি নিন্দা, (খ) গোবিন্দ প্রশংসা ও (গ) দেশাদি বৈশিষ্ট্য

স্বপত্যাদি নিন্দা করে, গোবিন্দে প্রশংসে।
বস্তু অর্থ মূল হয় দেশাদি বিশেষে ॥

'স্বপতি নিন্দা,' যথা —*

দেখ দেখ সখি, বিধাতা করেছে বিষম চরিত পতি।
তাহাতে কখন না হইল মন কি মোর হইল মতি ॥
এরূপ মাধুরী নিতি নিতি বাড়ে নিকটে যমুনা বন।
তাহা দেখি মোর অন্তর পুড়িছে ধৈরজ না ধরে মন ॥
আমি বড় দুঃখী কেঁদে প্রাণ সখি উপায় বলহ তুমি।
কুলবতী সতী এ নব যুবতী কি করি বাঁচিব আমি ॥

'গোবিন্দাদির প্রশংসা', যথা—†

কুলবতী হ'য়া পর পুরুষের স্তুতি করা নহে ভালি
তুহু প্রাণ সখি পরাণ সমান তেঞিও সে তোমারে বলি ॥
কতনা মাধুরী আছে তার গায়ে যার এক কণ দেখি।
অমিয়া সিনান হইল আমার ফিরিয়া না আসে আঁখি ॥

যথা বা—§

দূতীর চরিতে তুহু সে চতুর নাগর সুন্দর বড়।
আমার শিশুতা ছাড়িয়া চলিল প্রমাদ নাহিক পাড় ॥

---

* বিশাখার প্রতি পূর্ব্বরাগবতী শ্রীমতী রাধিকার উক্তি। মর্ম্মার্থ—যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিবার সাধ থাকে, তবে কুলধর্ম্ম, লজ্জা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র আনয়ন কর, নচেৎ উপায়ন্তর নাই।

† বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা বাক্য। § গোবিন্দাদি প্রশংসায় গোবিন্দ ব্যতীত কোন কোন স্থলে দূতীরও প্রশংসা দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টান্ত—কোন এক যুথেশ্বরী, কৃষ্ণ প্রশংসাকারিণী কোন সখীকে সক্রোধবচনে বলিতেছেন।—ইহাতে সখীর দৌত্য-কার্য্যের নিপুণতা প্রদর্শন বা প্রশংসা করা হইল।

'দেশাদি বৈশিষ্ট্য' যথা—*

মনোরম বৃন্দাবনে বল্লীলতা তরুগণে পুষ্প লাগি করিল ভ্রমণ।
অঙ্গ মোর ভাঙ্গে শ্রমে আমি রহি এই স্থানে শ্রমদূর করি কতক্ষণ॥
একাকী রহিব আমি দ্রুত চলি যাও তুমি কালিন্দীর তীরে চলি যাও।
তাহা করে ঝলমল বহুবিধ সুকমল তাহা মোর হাতে আনি দাও॥

অথবা—

এই যমুনার বন তাহে দক্ষিণ পবন তাহে পুন চাঁদ প্রকাশিত।
প্রিয় সখী আছে সঙ্গে ভ্রমণ করিলাম রঙ্গে কর এখন যা হয় উচিত॥

---

* শ্রীমতী রাধিকা ছলপূর্ব্বক সখীর নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—কালিন্দীকূল প্রসূনচয়ে রমণীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তথায় অবস্থিত আছেন—তাঁহাকে এখানে শীঘ্র আনয়ন কর।

অষ্টম অধ্যায়

সখী প্রকরণ

প্রেমলীলা বিহারের করয়ে বিস্তার।
বিলাসের স্থান 'সখী', ভাবাঙ্গের সার॥
এক যূথ মধ্যে যত যত সখী রয়।
'অধিকাদি', 'প্রখরাদি' পূর্ব্ববৎ হয়॥*
প্রেম সৌভাগ্যাধিকা 'অধিকা' আখ্যান।
সমে 'সমা' হয়, লঘুতা যে 'লঘু' নাম॥
অলঙ্ঘ্য বাক্য-গৌরব 'প্রখরা'তে রয়।
ঊন হলে 'মৃদ্বী' কহি, সাম্যে 'মধ্যা' হয়॥
পূর্ব্ববৎ আত্যন্তিকাধিকাদি ভেদ রয়।
যূথে যূথেশ্বরী আত্যন্তিকাধিকা হয়॥
তিঁহত 'প্রখরা' কেহ 'মৃদ্বী' হয়ে রয়।
পূর্ব্ববৎ 'মধ্যা' তিহো কেহু কেহু হয়॥
ইহা উদাহৃতি মূল গ্রন্থে পরচার।
সে সব লিখিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার॥
পূর্ব্ববৎ হয় ইহা দ্বাদশ প্রকার।
পূর্ব্ব কথা লঞা তাহা করিহ বিচার॥ †

---

* ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৯—৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ-টীকা দ্রষ্টব্য। দ্বাদশ প্রকার সখী যথা—(১) আত্যন্তিকাধিকা প্রখরা (২) আত্যন্তিকাধিকা মধ্যা, (৩) আত্যন্তিকাধিকা মৃদ্বী (৪) আপেক্ষিকাধিকা অধিক প্রখরা (৫) আপেক্ষিকাধিকা অধিক মধ্যা, (৬) ঐ, অধিক মৃদ্বী, (৭) সমপ্রখরা (৮) সম মধ্যা, (৯) সম মৃদ্বী, (১০) (আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী) লঘু প্রখরা, (১১) লঘু-মধ্যা ও (১২) লঘু মৃদ্বী।

দূত্য

পুনঃ দূত্য লাগি করি বিশেষ বর্ণন।
দূত্য দোহার অভিসারে করায় মিলন॥

নিত্য-নায়িকা

নিত্যনায়িকা হয় অত্যান্তিকাধিকা।
মধ্যস্থিতা তিন সখী কখন নায়িকা॥§

নায়িকা-প্রায়া—সখী প্রায়া—নিত্য-সখী

তাহাতে 'নায়িকা-প্রায়া' হয় অধিক নামা।
সমাতে অধিক সমা আর লঘু সমা॥
আপেক্ষিক লঘু পুনঃ 'সখী-প্রায়া' লেখি।
আত্যান্তিকী লঘু তিঁহ হয় 'নিত্য-সখী'॥
আত্মাতে আর সভে সখী কেহ না দূতিকা।
অত্যাপিত আর কেহ না হয় নায়িকা॥
আত্যান্তিকী লঘু প্রতি সকলে নায়িকা।
তার কভু কেহ না হয় সখী দূতিকা॥ *

(ক) নিত্য-নায়িকা

'নিত্য-নায়িকা' যূথেশ্বরী প্রতি কহি।
সকলের শ্রেষ্ঠ তেঁহ মুখ্য-দূত্য নাহি॥

---

§ যূথমধ্যে যিনি অত্যান্তিকাধিকা বা প্রথমা তিনিই নিত্য নায়িকা। মধ্যস্থা তিনটি অর্থাৎ আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও আপেক্ষিকী লঘু এই তিনের নায়িকাত্ব ও সখীত্ব—উভয়ই সম্ভবপর হয়।

*, আত্মার অর্থাৎ আত্যান্তিকাধিকা, আপেক্ষিকাধিকা প্রভৃতি সকল সখীই দূতী হন—কখন তাহাদের নায়িকাত্ব হয় না। কিন্তু পঞ্চমীর অর্থাৎ 'আত্যান্তিকী লঘুর' পূর্ব্ববর্ণিত সকল সখীই নায়িকা হন—কিন্তু তাঁহাদের দূতীত্ব হয় না।

স্বযূথের মধ্যে যেই প্রিয় সহচরী।
তারে দূতি সর্ব্বদা করয়ে যূথেশ্বরী ॥
তবু সখী-প্রীতে বশ কদাচিত হয়।
যূথেশ্বরী হয়া সখীর দূত্য করয় ॥
দূরে গতাগতি নাহি, 'গৌণ' দূতী হয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে নিজ সখী দেয় মিলাইয়া ॥

গৌণ-দূত্য—(১) 'সমক্ষ' ও (২) 'পরোক্ষ'

গৌণ-দূত্য হয় তাহে দুই প্রকার।
হরির 'সাক্ষাতে', 'পরোক্ষেতে' হয় আর।

(১) 'সাক্ষাৎ' বা 'সমক্ষ' দূত্য

তাহাতে 'সাক্ষাত' যেই দুই ভেদ তার।
'সাঙ্কেতিক' এক নাম, 'বাচিক' হয় আর ॥

(ক) 'সাঙ্কেতিক' দূত্য

চক্ষুর কটাক্ষে কৃষ্ণে সখীরে দেখায়।
সখী সমর্পিয়া কৃষ্ণে আপনি লুকায় ॥

যথা*—

সুন্দরী জানলু তোহার চরিত। কানু সঞে নয়নকি কয়লি ইঙ্গিত ॥
তুহুঁ সে লুকাওলি কুঞ্জ কি মাঝ। মুঝে দুঃখ দেওল নাগররাজ ॥
যদি ইহ না রহিত লতা তরু আলি। কি করি মঝু গতি শঠ বনমালি ॥

(খ) 'বাচিক'-দূত্য †

পরস্পর বাক্যে করে সখী সমর্পণ।
কৃষ্ণের পশ্চাতে সখী সমর্পে কখন ॥

---

* কোন এক সখীর, স্বীয় যূথেশ্বরীর প্রতি ছদ্ম আক্ষেপোক্তি। এই উদাহরণে 'অধিক মৃদ্বির' দূত্য প্রমাণিত হইল। 'প্রখরা'রও এইরূপ দূত্য আছে।

† 'বাচিক দূত্য' ত্রিবিধ—(১) শ্রীকৃষ্ণও সখীর অগ্রে শ্রীকৃষ্ণেতে, (২) শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে সখীতে এবং (৩) সখীর পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণেতে।

বাচিক-দূত্য (সখী ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে) যথা—

আমি গোপনারী আর কি করিব উপকার এক উপকার এবে করি।
এই মোর সহচরী বনফুল করে চুরি তারে আমি আনি দিল ধরি॥
এই ধরি দিল চোর আর দোষ নাহি মোর আমি গৃহে করিএ গমন।
যে ইচ্ছা হয় তোমার কর সেই প্রতিকার তুমি ব্রজরাজের নন্দন॥ §

বাচিক-দূত্য (শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে সখীতে) যথা—

আমার মুকুতা ঝুরি ভূমিতে পড়িল ছিঁড়ি তুমি তাহা লহ অন্বেষিয়া।
মালা গাঁথে ফুল লঞা তাহে ব্যগ্র-চিত্ত হয়া হরি গাছে আনমন হয়া॥
বিস্মিত হয়াছে কানু পড়েছে মোহন বেণু গড়ি যায় ধূলির উপরে।
কপটে নিকটে জায়া বেণু রাখি লুকাইয়া বড় দুঃখ দিয়াছে আমারে॥ ‡

বাচিক-দূত্য (সখীর পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ) যথা—

গহন কাননে কুসুম আনিতে গেছে মোর সহচরী।
নির্জ্জন গহনে একাকী পাঠাঞা ভাবি আমি মুরহরি॥
নাগর, তুমি যাছ সেই পথে।
তোমার চরণ ধরিএ সাধিলে চঞ্চল না হয়া চিতে॥
সেই সহচরি কিছুই না জানে যুবতী কুলের বালা।
তারে একাকিনী পথ মাঝে পাঞা তুমি না করিহ জ্বালা॥

(২) পরোক্ষ-দূত্য

সখী দ্বারা করে কৃষ্ণে সখি সমর্পণ।
কিম্বা ছল করি সখী করে নিয়োজন॥

---

§ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামলা-বাক্য—'এই উদাহরণে শ্যামলা অধিক প্রখরা এই নিমিত্ত সখীর সমক্ষে সখীর নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে বাচিক দূত্য করিলেন'।

‡ শ্রীমতী ছলপূর্ব্বক চিত্রার দৌত্য করিলেন—এই উদাহরণে 'অধিক মধ্যার' দূত্য লক্ষণ প্রমাণিত হইল।

(ক) সখী দ্বারা

যথা—

শশীকলা রোধ কোয়ল গুরু বচনে। বাই কহল তুয়া কুঞ্জকি গমনে ॥
রাইত বাঞ্ছিল এ তুয়া প্রণয়ে। তুয়া লাগি মুঝে কত বোলল বিনয়ে ॥
মধুকর নিকর তুয়া পথ দরশে। তুয়া লাগি মাধব বনমাঝে বিলসে ॥
না করু বিলম্বন খঞ্জন-নয়নে। তুরিতে চলহ অব কুঞ্জকি ভবনে ॥ *

(খ) ব্যপদেশ বা ছল দ্বারা

ছল করি হরি প্রতি পাঠায় 'লিখন'।
সখী দ্বারা দেয় পুনঃ নানা 'উপায়ন' ॥
আর ছল হয় তাহে 'নিজ প্রয়োজনে'।
অথবা পাঠায় তাহে 'আশ্চর্য্য দর্শনে' ॥

'লেখা' ব্যপদেশ

যথা—

ছোড়হ দূতী-	চরিত শব সুন্দরী,	কাহে চাহ কুঞ্চিত নয়নে।
বাইক লেখ	আনলি তুহু কাননে	পড় তুহু আপন বদনে ॥
ইহ দেশ সুখময়	কুঞ্জ ভবন মাঝে	বনফুল সেজক উপরে।
রতি রতি গুণ গুণ	শবদ করি ডাকই	তোহে মোহে মধুকর নিকরে ॥ †

উপায়ন-ব্যপদেশ, যথা—

ছাড় ছাড় নাথ	বসন আঁচল	নিছনি লইযা মরি।
গহন কাননে	একলা পাইয়া	হট্ না করিহ হরি ॥
নিরজন বন	বড়ই গহন	হইল সাঁঝের বেলা।
রাধার বচনে	এখানে আইলাম	তোমায় দিতে বনমালা ॥

---

* রঙ্গদেবীর প্রতি কলাবতী বাক্য। শশীকলা—রঙ্গদেবীর সখী বা দ্বিতীয়া মূর্ত্তি 'স্বায় যূথসম্বন্ধীয় সখী মধ্যে যে যাহাতে অনুরক্তা, যূথেশ্বরী তাহাকেই তাহার দূতার্থ নিযোগ করেন—রঙ্গদেবীর প্রতি কলাবতী অতিশয় অনুরাগিনী এই নিমিত্ত যূথমধ্যা শ্রীরাধা রঙ্গদেবীর দূত্যে কলাবতীকে নিযুক্ত করিলেন।

† শ্রীরাধার পত্রহারী দূতী রসালমঞ্জরী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

তুয়া গুণগণ জানিহে সকল কারে বা করিব রোষ।
এখানে আসিয়া ভাল না করিল নাহিক তোমার দোষ ॥ *

'নিজ প্রয়োজন'-ব্যপদেশ, যথা—

কালি সে সাঁজের বেলা রাই কুঞ্জ-গৃহে গেলা
পাশরি আইলা মুক্তাহারে।
আজি অতি নিশি ভোরে রাই পাঠাইলা তোরে
সেই মুক্তামালা আনিবারে ॥
অতি দ্রুত চলে গেলে অনেক বিলম্বে এলে
বুঝিতে নারিল তোর কলা।
কণ্টক লেগেছে স্তনে নিশ্বাস ছাড়হ কেনে
কেন না আনিলে মুক্তামালা ॥ †

'আশ্চর্য্য দর্শন' ব্যপদেশ, যথা—

মুখে আছে ভুজঙ্গিনী কণ্ঠেতে অম্বর মণি শিরে আছে সুধাকরগণ
মুখেতে মাণিক খসে হেন শ্যামবর্ণ হংসে দেখিবারে করিল গমন.
আমার বচনে গেলে আশ্চর্য্য দেখিয়া আইলে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
আশ্চর্য্য দেখেছ তুমি সত্য করেছিলাম আমি কোপ কর কিসের কারণ ॥

(খ) নায়িকা প্রায়া

'নায়িকা প্রায়া'

আপেক্ষিকাধিকা ‡ কভু লঘু নারী প্রতি।
'নায়িকাপ্রায়া' হয়্যা তার হয় দূতী ॥

---

* শ্রীরাধিকার দূতী রতিমঞ্জরীর শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উক্তি।

† শশীকলার প্রতি ললিতার উক্তি। 'এই উদাহরণে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর আনয়ন ছলে সখীর দূত্য করত শ্রীরাধিকা তাহাকে কুঞ্জ মধ্যে প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইলেন'।

‡ অর্থাৎ 'অধিকপ্রখরা,' 'অধিকমধ্যা' ও 'অধিকমৃদ্বী'।

'অধিক প্রখরা'-দূত্য, যথা—

আজ মঝু হাতে পড়লি তুহু শস্তুলি কি করব সবিনয় বচনে।
তোহারি বিনয় বিফল অব তোয়ল আনলু এ বড় গহনে॥
বহুতর ভাগি তোহে বন আনলু ইহ নব কুঞ্জে রহ বসিয়া।
তুয়া কুচ-কুম্ভ নিহিত মুকুতা ফল সিংহী পাতি নিব কাড়িয়া॥ §

'অধিক মধ্যা-দূত্য, যথা—

নিতি নিতি কানু সনে ইঙ্গিত করিএগ। তাকর নিকটে দেয়াল মঝু ধরিএগ॥
আজু পাওলু তুজে কুঞ্জকি নিলয়ে। হরি কাছে দেওলু কি করব বিনয়ে॥

'অধিক মৃদ্বী'-দূত্যা, যথা—

কত কত দিন গহন কাননে কানু মিলাইলে তুমি।
অনেক যতনে তোমার সে ধার শুধিতে নারিলাম আমি॥
এবে উপকার কি করিব আর আনিলাম নিকুঞ্জ বনে।
মনের কৌতুকে এ নব কাননে বিহর হরির সনে॥ ※

(গ)—'দ্বিসমাত্রিক'

'সম প্রখরা', 'সম মধ্যা', সম মৃদ্বী' তাথ।
পরস্পর নায়িকা হয় পরস্পর দূতী॥

সম প্রখরা'-দূত্য, যথা—

তোমাতে আমাতে মনের পীরিতে সুখে থাকি নিতি নিতি।
তুমি একদিন আমি একদিন পরস্পর হই দূতী॥
সে লেখা করিতে আজিও আমাতে দূতীর করণ নয়।
সে লেখা ছাড়িএগ মোরে দূতী হএগ যাইতে উচিত হয়॥
তোমার নয়ন কহে পুন পুন আনিতে নাগর বরে।
ভঙ্গি ছাড় তুমি এই যাই আমি কানু আনিবার তরে।

---

§ লঘীয়সী সখী শস্তুলী প্রতি ললিতার উক্তি।

* কোন এক বিনীতা সখীর প্রতি চিত্রার উক্তি।

'সম মধ্যা'-দূত্য, যথা--

আজু হরি করতলে সোঁহে হাম দেয়লু হাম সোঁপলু তুয়া দূতী।
মিছই কাহে কহসি বাত চঞ্চল সহজ আভিরিণী জাতি ॥
এই যুকতি যব দুহু সখী করতহি তৈখনে নাগর গেল।†
দুহুক হৃদয় ধারণ মনমথে মাতল নিবিড় আলিঙ্গন দেল ॥

সম মধ্যায় সৌহার্দ্দ অভেদ বড় হয়।
বিশেষ ভাবুক ইহা বিশেষ বুঝয় ॥

'সম মৃদ্বী'-দূত্য, যথা—(শ্রীরাধা সখী মন্দবাক্ষা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুয়া সখী তোমারে দেখায়ে দিল মোরে। তুমি দ্রুত এস এই কুঞ্জের ভিতরে ॥
দুই সখী মধ্যে আমি শুইল বন মাঝে। দুই তারা মধ্যে যেন সুধাকর সাজে ॥

(ঘ)—'সখী প্রায়াত্রিক'

লঘুগণ নায়িকার সদা দূত্য রয়।
অতএব কবিগণ 'সখীপ্রায়া' কয় ॥*

'লঘু প্রখরা'-দূত্য, যথা—('গীতগোবিন্দে'— শ্রীমতী প্রতি তুঙ্গবিদ্যা)—

তুয়া গুণ মনে করি কাতর নাগর জর জর মনমথ বাণে
কত অভিলাষ করই হরি তোহারি অধর সুধারস পানে ॥
বাত শুনহ মোর চল তুহু সত্বর বৈঠহ নাগর কোর।
তোহারি কুটিল দৃগঞ্চল শরাঘাতে দাস হয়াছি হরি তোর ॥

'লঘু মধ্যা'-দূত্য, যথা—

কেন কেন রাই কুটিল নয়নে চাহিছ আমার পানে।
কুসুম লাগিয়া তুমি সে এসেছ যমুনা গহন বনে ॥
কুটিল নাগর সে সব জানিয়া কখন এসেছ বনে।
আমি কুলবতী সরল অন্তর কেমনে জানিব মনে ॥

---

†. রঙ্গদেবীর সখীদ্বয়—কমলা ও শশিকলা।

* 'লঘু প্রখরা', 'লঘু মধ্যা', ও 'লঘু মৃদ্বি'।

'লঘু মৃদ্বী'-দূত্য, যথা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শৈব্যা)—

নিকুঞ্জ ভবনে নাগর ঘুমায় চামর ঢুলাহ তুমি।
কালিন্দীর তীরে কমল ফুটেছে তুলিয়া আনিগা আমি॥

ইহার কেহ নায়িকা হইতে করে মনে।
কেহ সখী হয় মাত্র যূথেশ্বরী সনে।*

'আদ্যা' (বা 'ঈষৎ-নায়িকাত্বের উৎসুকা'), যথা—(শশীকলা প্রতি শ্রীরাধা)—

তোহে শিখি চন্দ্রক লাগি পাঠালু নীপ কুঞ্জবর মাঝ।
হাসি হাসি মানস কৌতুকে আওলি ছোড়লি সো মঝু কাজ॥
শশীকলে, আজি দেখলু বিপরীত।
শত শত চন্দ্রক কুচতটে ঝাপাস ইহ তোর কৈছন রীত॥

'দ্বিতীয়া' (বা 'সখার সুখেই অভিরুচি'), যথা—

তোমার চরণে বাজিবে বলিয়া নিতি বনে যাই আমি।
কুসুম তুলিতে মোরে বারে বারে আর না পাঠাও তুমি॥
হয়া তুয়া সখী আমি মনে সুখী কখন না জানি দুঃখ।
তুয়া সেবা হতে নাগর সাংগতে রতি নহে বড় সুখ॥

(ঙ)—নিত্য সখী

সখ্যেতে সদাই প্রীত, না হয় নায়িকা।
সেহ 'নিত্য সখী' ও তিহো লঘু আত্যন্তিকা॥
আপেক্ষিকা লঘু মাঝে কেহ হয় সখী।
যূথেশ্বরী রতিতে চিতে মহা সুখী॥
যদ্যপী প্রাখর্য্যাদি অপেক্ষা করিঞা।
তাহা না বর্ণিল বিস্তার ভয় পাঞা॥

---

* আপেক্ষিকাধিকাত্রয় মধ্যে কেহ কেহ ঈষৎ নায়িকাত্বে উৎসুক্যবতী হন এবং কাহার কাহারও বা তদ্বিষয়ে অনাগ্রহ হেতু সখীর সুখেই অভিলাষ হয়।

প্রাখর্য্যাদি ভেদ এই যথাযোগ্য হয়।
দেশকাল পাত্র ভেদে হয় বিপর্য্যয় ॥

'প্রাখর্য্যের বিপর্য্যয়' যথা—

ঘন আঁধিয়ার এ ঘোর রজনী দেবতা বরিষ হয়।
বিকট অনিল ঘন গরজন দেখিয়া লাগয়ে ভয় ॥
এমন সময়ে নাগর আইল দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়।
আমি ললিতা প্রাণ-সখী তোর চরণে ধরিঞা কয় ॥
বিনয় করিঞা কতনা কহিছে ছাড়ি দেহ তুমি মান।
আসিঞা নাগর করুক সত্বর তোর মুখ-সুধা পান *

'মৃদুতা বা মার্দ্দবের বিপর্য্যয়', যথা—

শুন শুন সুন্দরী তুয়া গুণ গান ছলে পদ্মা করে উপহাস।
তুহু বর মুগধিনী তবহি আদর করি তাহে আনসি নিজ পাশ ॥
কিঞ্চিত রোষ নয়ন করু সুন্দরী চিত্রা পূরব সাধ।
পদ্ম 'পরি যেন অতি মৃদু হিমকণ বিতরই দারুণ প্রমাদ ॥§

দূতী বা সখী-ব্যবহার

যূথেশ্বরীর দূত্য লাগি যেই যায়।
আগ্রহ করিয়া হরি যদি রতি চায় ॥
তথাপি তাহাতে দূতির সম্মতি না হয়।
দূতী-ব্যবহার এই রস শাস্ত্রে কয় ॥

যথা—

আমি সখী রাধিকার আছে মোর দূত্য-ভার
তেই আইলাম তোমার নিকট।

---

* ললিতা প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য। ললিতা প্রখরা হইলেও এই স্থলে তাহার মৃদুতা প্রকাশ পাইতেছে।

§ চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার সহিত শ্রীমতীর কথোপকথন শ্রবণান্তর, শ্রীমতীর প্রতি চিত্রার উক্তি। এই উদাহরণে, মৃদ্বীর প্রখরতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তোমায় দেখি চঞ্চল মন করে টলমল
তুমি না করিহ মোরে হট্ ।
চঞ্চল না হয়্য হরি বরং প্রাণ দিতে পারি
না কহিও সঙ্গম বচন ।
যাহা বল তাই করি দেহ তোমায় দিতে নারি
না করিয়া দূত্য সমাপন ॥

সখীগণের সপ্তদশবিধ কার্য্য

নায়িকার কাছে গায় কৃষ্ণগুণ গণ ।
কৃষ্ণের নিকটে করে নায়িকা বর্ণন ॥১
দোঁহার আসক্তি করে, আর অভিসার ।২-৩
কৃষ্ণের নিকটে করে সমর্পণ তার ॥৪
পরিহাস, আশ্বাস করে, বেশ ভূষণ ।৫-৭
দোহার হৃদয়-কথা করে উদ্‌ঘাটন ॥৮
ছিদ্র সম্বরণ করে, পত্যাদি বঞ্চন ৯-১০
শিক্ষা, কালে, সঙ্গম সেবন বীজন ।।১১-১৩
নায়ক নায়িকা প্রতি করেন ভৎর্সন ।১৪-১৫
দোঁহাকে কহয়ে গিয়া সন্দেশ বচন ।।১৬
নায়িকায় প্রাণ রক্ষায় করএ যতন ।১৭
এই মত সখীর হয় বহু গুণগণ ॥*

সখী বিশেষ বিবৃতি

সখী দ্বিবিধা—
তাহাতে সখীর হয় দুই ত আখ্যান ।
কেহ 'অসমা-স্নেহা' কেহ 'সম-স্নেহা' নাম ॥

* অনুবাদক বিদ্যানিধি মহাশয়, সখীগণের এই সপ্তদশবিধ কার্য্যাবলী বিষয়ক উদাহরণগুলির অনুবাদ করেন নাই।

(১) 'অসমস্নেহা' দ্বিবিধা—

নারী হইতে অধিক স্নেহ নায়কে করয়।
আর বিপর্য্যয়ে দ্বিধা সমস্নেহা হয়॥

(ক) হরি স্নেহাধিকা

নিতান্ত কৃষ্ণের আমি এই মনে করে।
'হরিতে অধিক স্নেহা' সেই নাম ধরে॥

যথা—(শ্রীমতী প্রতি ধনিষ্ঠা)—

বচনে কতই কহি মনে নাহি আন। মঝু মনে নাহি লাগে ঐছন মান॥
ফিরি দেখ কাতর নাগর তোর। ইহ দেখি অন্তর বিদরয়ে মোর॥
তুয়া মান হোয়ল দিনকর চণ্ড। মলিন হোঅল দেখ নাগর চন্দ॥

পূর্ব্বে যারে সখী বলি কবিল বর্ণন।
'হরি স্নেহাধিকা' তারে কহে কবিগণ॥

(খ) সখীস্নেহাধিকা

'নায়িকার আমি' বলি অভিমান করে।
হরি হ'তে বড় স্নেহ করে নায়িকারে॥

যথা—(বৃন্দা প্রতি শ্রীমতীর কোন প্রখরা প্রাণসখী)—

বৃন্দে দূর কর দূতীক কাজে। নেওটি কহ তুহু নাগর রাজে।
ইহ দেখ বরিষ আঁধিয়ার রাতি। পথমাঝে কত কত ভুজগিনী পাঁতি॥
নাহি সহই ভয় রাই আমার। আজ নিশি নাহি করাব অভিসার॥

সেই হয় 'প্রাণ সখী', 'নিত্য সখী' আর।
'সখী-স্নেহাধিকা' বলি নাম তাহার॥

(২) সমস্নেহা

প্রিয়সখী, কৃষ্ণে, যেই সমান স্নেহ করে।
'সমস্নেহা' নাম, সখী হয় বহুতরে॥

যথা—(শ্যামার সখী চম্পকলতা প্রতি বকুলমালা)—

নাগরে না দেখি	রাধিকা সুন্দরী	কাতর হইয়া রহে।
রাধারে না দেখি	নাগর কাতর	আমার পরাণ দহে॥
তপস্যা করিঞা	জনম লইব	কামনা করিব তাই।
নাগর নাগরী	একাসনে যেন	সতত দেখিতে পাই॥

(ক) 'পরমপ্রেষ্ঠ সখী' ও (খ) 'প্রিয়সখী'

যদ্যপি সমান স্নেহ রাধাকৃষ্ণে হয়।
রাধারে আমার বলি তাদের আশয়॥
'পরমপ্রেষ্ঠ সখী' যেই 'প্রিয় সখী'।
'সমস্নেহা' নাম ধরে, দোঁহার সুখে সুখী॥

———০———

নবম অধ্যায়

হরিবল্লভা প্রকরণ

——*——

ব্রজসুন্দরী চতুর্ব্বিধ

গোকুল-সুন্দরী হয় চারি প্রকার।
'স্বপক্ষ' একনাম, 'সুহৃৎপক্ষ' আর॥
'তটস্থ', 'প্রতিপক্ষ'—এই ভেদ জানাইল।
'সুহৃৎপক্ষ', 'তটস্থ' দুই প্রসঙ্গে কহিল॥

১, ২—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ

'স্বপক্ষ', 'বিপক্ষ' এই দুই ভেদ ইষ্ট।
এই দুই মতে রস পরম উৎকৃষ্ট॥
'স্বপক্ষের' ভেদ পূর্ব্বে করেছি বর্ণন।
'সুহৃৎপক্ষাদি'র করি দিগ্‌দরশন॥

৩—সুহৃৎপক্ষ

সুহৃদ্‌পক্ষ হয় ইহ 'ইষ্ট সাধক'।
সর্ব্বদা সখীর হয় 'অনিষ্ট বাধক'॥

(ক)—'ইষ্ট সাধক', যথা (শ্যামলা প্রতি কুন্দবল্লী)—

শ্যামা সখি, শুন বচন এক মোর। জানলু রাই সনে বড় প্রেম তোর॥
হরি লাগি চন্দন রাই আনায়। তুয়া নামে আদরে অধিক পাঠায়॥

(খ)—'অনিষ্ট বাধক', যথা—

খলের বচন শুনে বৃথা কূট করি মনে না যাইব ভাণ্ডীরের তটে
শ্যামার বদনে শুনে প্রত্যয় হইল মনে খল জনে মিছা কথা রটে॥

মোর বধূর বেশধারা সুবল সখা সঙ্গে করি পরম আনন্দে হরি খেলে।
খলে কহে নানা কথা মোর মনে দেয় ব্যথা সুবলেরে মোর বধূ বলে ॥§

৪—তটস্থ

যেই নারী বিপক্ষের সুহৃদ্‌পক্ষ হয়।
'তটস্থ' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা—

চন্দ্রাবলীর দুঃখ দেখি শ্যামা নাহি হয় দুঃখী সুখ দেখি সুখ নাহি পায়।
দোষে দোষ নাহি ধরে গুণ শুনি মৌন করে শ্যামার মন বুঝন না যায় ॥†

বিপক্ষ

পরস্পর দ্বেষ করে, ইষ্ট করে নষ্ট।
বিপক্ষ পক্ষের সদা করএ অনিষ্ট ॥

(ক) 'ইষ্টনাশকারী', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

তুমি রাধা করি মনে এসেছিলে কুঞ্জ বনে শুনি রাধা করিল সাজন।
হেনকালে পদ্মা যেএগা চন্দ্রাবলী সঙ্গে লএগা তোমার সঙ্গে করালে মিলন ॥
সেকথা সুবল মুখে শুনি হলো মহা দুঃখে দুঃখে রাধার রাত্রি জাগরণ।
প্রভাতে জটিলা জেএগা সেই সাজ দেখিএগা রাধারে যেন করিল তর্জ্জন ॥

(খ) 'অনিষ্টকারীত্ব', যথা—(জটিলা ও পদ্মার উক্তি-প্রত্যুক্তি)—

এসো এসো পদ্মা, এস মঝু ভবনে। আওলু যাই গো প্রণাম চরণে।
আওলি কোন পথে কোন ঘর হৈতে। গোবর্দ্ধন হইতে আয়লু তুরিতে ॥
মোর বধূ দেখলি তুহু নিজ নয়নে। তাহে দেখলু হাম দিনকর ভবনে ॥

---

§ চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার বাক্যে রাধার প্রতি ক্রোধান্বিতা জটিলার, শ্যামলা প্রদত্ত প্রবোধ-বাক্যের প্রত্যুত্তর।

† শ্যামাকে লক্ষ্য করিয়া পদ্মার নিন্দাগর্ভ স্তুতিবাক্য। এই উদাহরণে—পদ্মা চন্দ্রাবলীর পক্ষ এবং শ্যামা শ্রীরাধার পক্ষ। চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা পরস্পর বিপক্ষ। এখানে চন্দ্রাবলী সম্বন্ধে শ্যামা বিপক্ষের সুহৃদপক্ষ—সুতরাং, শ্যামা—'তটস্থা'।

চিরকাল হলো৷ কেন না আইল সদনে। তাহে হরি ঘেরল দারুণ গহনে॥
হরি বড় চঞ্চল সেহ বর যুবতী। শুনি এহ জটিলা ধাওল ঝটিতি॥

বিপক্ষ-চেষ্টা

'ছল' করে, 'ঈর্ষ্যা' করে, আর 'চপলতা'।
'অসূয়া', 'মাৎসর্য্য', আর 'অমর্ষ', 'গর্ব্বিতা'॥
বিপক্ষ নায়িকা সদা এই চেষ্টা করে।
অতএব তারা প্রতিপক্ষ নাম ধরে॥

(ক) 'ছল' বা 'ছদ্ম', যথা—(মণিমঞ্জরী প্রতি ভানুমতী)—

গিরিধর উপরি বাঁশ বিটপী সব ধ্বান করু গুরুতর বায়।
সহজহি বরিষ সময় নব জলধর আসি উদয় ভেল তায়॥
তাহা দেখি মুগধ ধেনু সব ধাওয়ি কানু ভরম বিপরীত।
ধিক্ ধিক্ চাতুরী নারী তুহু ধাওল জ্ঞান রহিত-তুয়া চিত॥
ঐছন চাতুরী বচন রচন করি পদ্মা গোপীরে শুনায়।
ললিতা সত্বর নিজ গৃহে পৈঠল তুরিতহি রাই সাজায়।

(খ) 'ঈর্ষ্যা', যথা—(পদ্মা প্রতি ললিতা)—

কুন্তল বসন ঘুচায়সি বালা। কি এ দরশায়লি এ বনমালা॥
নাল লগুড় মঝু অঙ্গন মাঝ। দেখহ বনমালি নাগর রাজ॥

('অসূয়াগর্ভ ঈর্ষ্যা', যথা)—(কোন রাধা-সখীর প্রতি পদ্মা)—

যো বরহার-নায়কে রহু দোষ। হাম নাহি নেওলু মনে করি রোষ॥
তুহু কাঁহা পাওলি সো লঘু হার। ছোড়হ সখী পুনঃ না পরিহ আর॥

(গ) 'চাপল', যথা—(খদ্যোতিকা প্রতি, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা-বাক্য)—

গহন নিকুঞ্জ মাঝে ভেটিল নাগর রাজে তুমি কেন আছহ বসিয়া।
সঙ্কেত করেছে মোরে সে হেন নাগর বরে চন্দ্রাবলী মিলিব আসিয়া॥

(ঘ) 'অসূয়া', যথা—

ভাণ্ডীর তরুতলে তুয়া সখী নৃত্য করে সেই নৃত্য বড় বিস্মাপন।
যদি হতো শিক্ষা তার লাগাইত চমৎকার ঈক্ষণে মোহিত ত্রিভুবন॥*

(ঙ) 'মৎসর', বা 'অন্যশুভদ্বেষ্টা', যথা— (চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মা)—

রাধার হৃদয়-হার হরি দিল অলঙ্কার তুয়া কেশে দিল মন্দ মালা।
দেখি দুঃখ হয় মোর তভু ক্রোধ নাহি তোর তুহু বড় মুগুধা অবলা॥

(চ) 'অমর্ষ', বা 'ক্রোধ', যথা—(পদ্মা প্রতি চন্দ্রাবলী)—

অল্প স্ফুট কুট্মলে তাথে গাঁথি গুঞ্জা ফুলে কুন্তল নাগরে দিলাম আমি।
সে কুণ্ডল রাধার কানে দেখি ক্রোধ করি মনে বিবাদ করিলে কেন তুমি॥

(ছ) 'গর্ব্ব'—ষড়বিধ

'অহঙ্কার', 'অভিমান', 'দর্প', 'উদ্ধসিত'।
'মদ', 'ঔদ্ধত্য',—এই গর্ব্ব ছয় মত॥

(১)—'অহঙ্কার'

আক্ষেপ করয়ে যেই বিপক্ষের গণে।
অহঙ্কারে নিজ পক্ষের গুণের বর্ণনে॥

'অহঙ্কার', যথা—(ললিতা প্রতি পদ্মা)—

কৃষ্ণে চন্দ্রাবলী যে তাবত শোভা করে। যাবত রাধিকা তার নাহি রহে ক্রোড়ে॥

(২)—'অভিমান'

ভঙ্গি করি করে নিজ 'প্রেমের আখ্যান।'
কবিগণ তাহাকেই কহে 'অভিমান'॥

(ক)—কৃষ্ণের প্রতি স্বপক্ষের 'প্রেমাখ্যান', যথা—

কালীয়-দমন-কথা শুনিয়া না পাও ব্যথা তোমার নেত্রে নহে অশ্রুপাত।
মোর সখী কমলিনী কদম্বের নাম শুনি বক্ষস্থলে করয়ে আঘাত॥ §

---

* এই উদাহরণে—শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী রঙ্গদেবী, পদ্মাসখী শৈব্যার নৃত্যে অতৃপ্ত হইয়া গূঢ়রূপে অসূয়া প্রকাশ করিতেছেন।

§ ইহাতে, চন্দ্রাবলীর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ন্যূনতা এবং শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

(খ)—'স্বপক্ষে কৃষ্ণপ্রেমাখ্যান', যথা—

এ সখি, ব্রজমাঝে তুহু বর ধনিয়া। তুয়া মুখে তিলক দেওল তাব বসিয়া॥
মোর দুখ সুন্দর মধু সখী অলকে। হরিকৃত তিলক সুন্দর নাহি ঝলকে॥
তাকর ভালে তিলক যব রচই। স্তম্ভিত নাগর কব নাহি চলই॥ §

(৩)—'দর্প'

যাহাতে সূচিত হয় উৎকর্ষ বিহার।
গর্ব্বের বিশেষ হয়, 'দর্প' নাম তার॥

যথা- (পদ্মা প্রতি ললিতা)—

তুমি বড় পুণ্যবতী জানি কুলবতী সতী সদা থাক প্রাসাদ উপরে
শারদ চান্দিনী রাতি তাথে দিব্য শয্যা পাতি নিদ্রা যাও হরিষ অন্তরে॥
যবে মোরা সজ্জা করে শয়ন করি কন্দরে তবে হয় দৈব বিড়ম্বন।
এক শ্যাম হস্তি আসি জাগায় সকল নিশি সভাকারে করে উন্মাদন॥ ‡

(৪)—'উদ্ধসিত'

অহঙ্কারে বিপক্ষেরে করে উপহাস।
উদ্ধসিত বলি রস-শাস্ত্রের প্রকাশ॥

যথা—(পদ্মা প্রতি বিশাখা)—

বিষাদ না কর মনে নিশ্বাস ছাড়হ কেনে কৃষ্ণ প্রতি ছাড়হ আগ্রহ।
তোমারে মলিন দেখি মনে আমি বড় দুখী বিনয় বচন কেন কহ॥
ললিতার প্রেম-ডোরে বেঁধেছে নাগর বরে হইয়াছে আত্ম-বিস্মরণ।
তিলেক ছাড়িতে নারে কি করে শুনাবে তারে ফিরি যাহ আপন ভবন॥

(৫)—'মদ'

সেবাদির উৎকৃষ্টতা সূচয়ে যাহার।
গর্ব্বের বিশেষ হয়, 'মদ' নাম তার॥

---

§ পদ্মার প্রতি ললিতা-সখী রত্নাবলীর উক্তি। ইহাতে ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।
‡ ইহাতে পরপক্ষের কৃষ্ণ-সঙ্গমের অভাব এবং ছলে স্বপক্ষের কৃষ্ণ-সঙ্গম লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথা—

তোরা পুণ্যবতী ধনী নানা পুষ্প তুলে আনি গৌরীপূজা করহ কাননে
মোরা যত পুষ্প পেঞা বনমালায় সব দিঞা নাহি আঁটে গৌরীর পূজনে ॥*

(৬)—'ঔদ্ধত্য'

স্পষ্ট করি নিজোৎকর্ষ করয়ে আখ্যান।
গর্ব্বের বিশেষ হয়, 'ঔদ্ধত্য' তার নাম ॥

যথা—(পদ্মা প্রতি ললিতা)—

এ ব্রজমণ্ডল মাঝে হেন গোপী কেবা আছে যেই হয় রাধার সমান।
রাধা সভে কৃপা করি পাঠাইঞা দেয় হরি তাহে করে তোদের সম্মান ॥

শ্লেষ উক্তি

বিপক্ষ হইয়া নারী হেন শ্লেষ করে।
বাহ্যস্তব প্রায় নিন্দা আছয়ে ভিতরে ॥

যূথেশ্বরীর ভাব

যূথেশ্বরী নাহি করে সাক্ষাৎ নিন্দন।
বিপক্ষে দেখায় গাম্ভীর্য্যাদি গুণগণ ॥

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

বিপক্ষ রমণী যব আওল সদনে। কতহি গরব করু চঞ্চল বচনে ॥
মঙ্গলা ঐছন হেরল যবহি। তা সনে বিনয় বচনে কহে তবহি ॥
সো নিজ গরব লাজে অধোবদনে। লঘু লঘু যাওল আপকি সদনে ॥

যূথনাথার আগে বিপক্ষ লঘুগণ।
প্রখরা হইয়া নাহি কহে ঈর্ষ্যার বচন ॥
কেহ বলে গোপী সব হরিপ্রিয়া গণ।
উচিত না হয় তার দ্বেষাদি বর্ণন ॥

---

* ললিতা প্রতি পদ্মা-বাক্য। ইহাতে পদ্মার শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত গর্ব্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই রস-শাস্ত্র মাঝে ইহা যেই বলে।
অ-পূর্ব্ব রসিক তারে জান ক্ষিতি তলে ॥
কোটী কাম জিনি কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অপার।
মূর্ত্ত্য প্রিয়নর্ম্ম-সখা শৃঙ্গার যাহার ॥
সেই ত শৃঙ্গার, ব্রজে 'উজ্জ্বল' নাম ধরে।
তার সঙ্গে আছে ঈর্ষ্যা আদি পরিবারে ॥
গোপী হৃদয়ে সেই দ্বেষ আদি গণে।
আপনি শৃঙ্গার জেয়া করেন শ্রবণে ॥
অতএব রাগ দ্বেষ আদি মিলনেতে হয়।
বিরহ হইলে রাগ দ্বেষ নাহি রয় ॥

যথা,—

প্রিয় সখী চন্দ্রাবলী তোরে পুণ্যবতী বলি করেছিলে হরি আলিঙ্গন।
আমিত ব্যাকুলা হয়া তারে বেড়াই অন্বেষিয়া বহুদিনে পাইনু দরশন ॥
অনাথিনী করি মোরে হরি রৈলা মধুপুরে না দেখে পরাণ ফেটে যায়।
কারে কব এই কথা কে জানে মনের ব্যথা তেই কিছু কহিব তোমায়
তোমার যে ভুজ-দ্বন্দ্ব আছে কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ সেই ভুজ মোর কণ্ঠে ধর।
সেই গন্ধ অঙ্গে দিয়া আমার হিয়া জুড়াইয়া খানিক জীবন দান কর ॥*

'স্বপক্ষাদি'-ভেদের হেতু

এবে কহি স্বপক্ষাদি হেতুর নির্ণয়।
'স্বজাতীয়' ভাব হৈলে, 'স্বপক্ষতা' হয় ॥
অল্প বিজাতীয় হৈলে, 'সুহৃদ্ পক্ষতা'।
অল্প স্বজাতীয় হৈলে হয় 'তটস্থা' ॥

---

* 'ললিতমাধব গ্রন্থে'—শ্রীমতীর গোবর্দ্ধনশিলায় নিজ মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া নিজকে চন্দ্রাবলী জ্ঞানে উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকালে রাধা ও চন্দ্রাবলীর পরস্পর বিপক্ষতা ঘটে; কিন্তু বিশ্লেষদশা উপস্থিত হইলেই পরস্পরের আবার স্নেহভাব প্রকটিত হয়—ইহাই তাৎপর্য্য।

পরস্পর সর্ব্বথা যদি বিজাতীয় হয়।
'বিপক্ষ' বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥
পরস্পর বিজাতীয় ভাব যদি হয়।
বিপক্ষের উৎকৃষ্টতা মনে নাহি সয়॥
পদ্মাবলী চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের যোগ্যা হয়।
রাধিকার গণে কেহ ইহা নাহি সয়॥
হরিতে সমান প্রেম হয় প্রায় যাহাকার।
স্বপক্ষ' 'বিপক্ষ' ভেদ জানিহ তাহার॥

রাধা-প্রেম

তাহাতে রাধার প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
কোন গোপীকাতে তার নাহি এক বিন্দু॥
তবে যেই বিপক্ষাদি করি এ গণন।
রসের পুষ্টতা লাগি কহে কবিগণ॥
অত্যন্ত হইলে ভাব সাজয়ে প্রকট।
তুল্য প্রমাণতা তার হয়ত দুর্ঘট॥
ঘুণাক্ষর-ন্যায়ে যদি সুহৃদি মাত্র হয়।*
রসের স্বভাব হেতু বিপক্ষতা রয়॥
এই মত কহে কেহ কেহ কবিগণ।
এইত কহিল হরি-প্রিয়া প্রকরণ॥

---
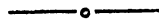
* ঘুণ নামক কীটে কাষ্ঠ কর্ত্তন কালে দৈবাৎ তাহাতে যেমন অক্ষরাকার হয়, তদ্রূপ যূথেশ্বরীদ্বয়ের কথঞ্চিৎ সৌহৃদ্য সম্ভব হইতে পারে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে—রসের স্বভাববশতই বিপক্ষতা ঘটে।

দশম অধ্যায়

উদ্দীপন বিভাব প্রকরণ

—:*:—

উদ্দীপন

উদ্দীপন* হয় হরির, আর গোপীকার।
'গুণ', 'নাম', 'চরিত', 'ভূষণ', 'গান' আর ॥
'সম্বন্ধী', 'তটস্থ' এই হয় উদ্দীপন
তার মধ্যে প্রথমেই কহি 'গুণ' গণ ॥

(অ)—গুণ

গুণগণ হএ তার তিন প্রকার।
'মানস', 'বাচিক' গুণ, 'কায়িক' হয় আর ॥

(ক)—মানস

কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা আর, আশয় করুণ।
ইত্যাদি করিঞা হয় 'মানসের' গুণ ॥

যথা,—(রাধা সখীদ্বয়ের পরস্পর উক্তি)—

অলপহি সেবনে হোয়ত বশ। বহুতর অপরাধে বচন সরস ॥
পর দুঃখ লব দেখি হোয়ত কাতর। হরি গুণে মঝু মনে সুখ বহুতর ॥

---

* যে ভাবকে (অর্থাৎ রতি অবধি মহাভাব পর্যন্ত) প্রকাশ করে, তাহাকে 'উদ্দীপন' কহে। 'উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে'—ইতি ; 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' দক্ষিণ বিভাগ—১মা লহরী- ২৯১ শ্লোক। এই গ্রন্থে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, স্মিত, অঙ্গসৌরভ বংশ, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং বাসরাদি—'উদ্দীপন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(খ)—বাচিক

কর্ণের আনন্দ হয় শ্রবণে যাহার।
'বচনের' গুণ হয় এই ত প্রকার ॥

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

কানুর মধুর বাক্য মোর শ্রুতি ভরে। রসাল বচন মোর লেগেছে অন্তরে।

(গ)—কায়িক

কায়-গুণ 'বয়ঃ', 'রূপ', 'লাবণ্য', 'সৌন্দর্য্য'।
'অভিরূপ', 'মৃদু' আদি আর ত 'মাধুর্য্য' ॥

১—'বয়ঃ' চতুর্ব্বিধ

মধুরে বয়স হয় চারি প্রকার।
'বয়ঃসন্ধি', 'নব্য', 'ব্যক্ত', 'পূর্ণ' নাম আর ॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে গোবিন্দের বয়ঃ আদি গুণ।*
বিস্তার করিয়া কৈল অদভুত বর্ণন ॥
অতএব কৃষ্ণপ্রিয়ার রহিব গুণ গণ।
গোবিন্দের কিছু কিছু করিব বর্ণন ॥

(অ)—বয়ঃসন্ধি

বাল্য যায়, যৌবনের প্রথম সন্ধান।
কবিগণ কহে তারে 'বয়ঃসন্ধি' নাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি, যথা—

কৃষ্ণের যে রোমাবলী কপিশ বরণ ছাড়ি আচম্বিতে হইল শ্যামল।
যৌবন আরম্ভে দেখ কাম পাঠাইল লেখ তার আখর করে ঝলমল্ ॥
পাইয়া তারুণ্য জল নেত্র দুই চঞ্চল সফরি হইয়া জলে ফিরে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যথা—

কাম ব্যাধ তাহে আল্য অপাঙ্গ সন্ধান কৈল যুবতী মৃগীর প্রাণহরে ॥

---

* 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'—দক্ষিণ বিভাগ—প্রথমা লহরী দ্রষ্টব্য (২৯৬—৩১৬ শ্লোক)। এই অধ্যায়ে, অন্যান্য প্রসঙ্গ মধ্যে—'কৌমার', 'পৌগণ্ড', কৈশোর' (আদ্য, মধ্য ও শেষ) বিষয়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি, যথা—

রাধা-দেহ রাজধানী যৌবন রাজ চূড়ামণি যেই মাত্র প্রবেশিলা তায়।
নিতম্ব সে কাল জানি আপে বহু গুণ মানি কাঞ্চি বাদ্য সতত বাজায়॥
মধ্য দেখি নিজ হ্রাস চলিল বলীর পাশ তার সঙ্গে সখ্য কৈল সার।
তাহা দেখে বক্ষঃস্থল তুলি ধরে দুই ফল রাজারে দিবারে উপহার॥ *

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মাধুর্য্য, যথা—

কটাক্ষ ভ্রমর চয়ে তোর নেত্র-কুবলয়ে বসতি করিতে সদা মন।
তোমার চিত্ত মরাল লজ্জারূপ মৃণাল ক্ষণে ক্ষণে করে অন্বেষণ॥
তুয়া মুখ-পঙ্কজে পরিহাস মধু সাজে লুকাইতে নারিছ যতনে।
বুঝিলাম তোর দেহ করিঞা পরম মোহ জানাইল ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥§

(আ)—নব্য বয়ঃ

অল্প স্তন দেখি, অল্প চঞ্চল নয়ন।
মন্দ মন্দ হাস্য মুখে, অল্প ভাবগণ॥

যথা—(শ্রীমতী প্রতি বৃন্দা)—

অল্প অল্প তোর স্তন বক্র বক্র ও বচন নেত্র দুই কিঞ্চিৎ চঞ্চল।
জঘন হইল ঘন ব্যক্ত হইল রোমগণ মধ্য ক্ষীণ করে টলমল॥
তোমার অপূর্ব্ব তনু অপূর্ব্ব নাগর কানু তুমি বট সেবাযোগ্য তার।

কৃষ্ণপ্রিয়াবর্গের বয়োমাধুর্য্য, যথা—

গোবিন্দ নিকুঞ্জ বনে কানুর বিশ্রাম স্থানে তুমি সেথা যাহ বার বার॥
কানু যবে বনে যায় তুমি তার পানে চায় দোঁহা দোহে করে দরশন।
তুমি কুলবতী নারী সে কোন প্রবন্ধ করি ভুলায়েছে তোমার নয়ন †

---

* দূর হইতে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

§ শ্রীরাধার প্রতি বিশাখার পরিহাস বাক্য।

† ননন্দাকে পরিহাসপূর্ব্বক কোন এক প্রৌঢ়া বধূর উক্তি।

(গ)—ব্যক্ত বয়ঃ

দুই স্তন ব্যক্ত হয় মধ্য বলিত্রয়।
ব্যক্ত-যৌবনে অঙ্গ ঝলমল হয়॥

যথা—(ইন্দ্রাবলী প্রতি নান্দীমুখী বাক্য)—

চক্রবাক দুই স্তন সফরিণী দুনয়ন বলিত্রয় হইল তরঙ্গ।
শুন ইন্দ্রাবলী সখী, তরুণিম জল দেখি ধাবিয়াছে সরসের বঙ্গ॥

ব্যক্ত বয়ঃ মাধুর্য্য, যথা—(শ্রীমতী প্রতি শ্যামলা বাক্য)—

যে হরির নখ-কণে বরদন্তীর মুক্তাগণে বিস্তার করেছে বনে বনে।
গহন নিকুঞ্জচারী হেন মত্তমত্ত হরি তুমি তারে বেন্ধেছ নয়নে॥

(ঘ)—পূর্ণ বয়ঃ

নিতম্ব বিপুল হয় মধ্য বড় ক্ষীণ।
উরুযুগ রম্ভা তুল্য স্তন বড় পীন॥
অঙ্গের অত্যন্ত কান্তি পূর্ণ যৌবনে।
এই ত বয়স-সীমা কহে কবিগণে॥

যথা—(লীলাবতী প্রতি বৃন্দা বাক্য)—

বক্র তোর দুনয়ন বিধু জিনি এ বদন কুচ দুই কুম্ভের আকার।

পূর্ণ বয়ঃ মাধুর্য্য, যথা—(শ্রীরাধা-দ্বেষকারিণী চন্দ্রাবলী প্রতি পদ্মা)—

তোমার এই সুখ দেখি বিপক্ষ হইল দুঃখী তোমার প্রেম উপরি সবার॥
ব্রজের যতেক বালা তব স্থানে শিখে কলা তুমি বট সৌন্দর্য্যের রাশি।
এই ত নিকুঞ্জ রাজ্যে বসাএগ নিকুঞ্জ-রাজে তুমি হবে পাটের মহিষী॥

(সম্পূর্ণ যৌবন)

নূতন তারুণ্য যার শোভা অতিশয়।
সম্পূর্ণ যৌবন বলি তাহাকে কহয়॥

২—রূপ

অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাথে বিভূষিত।
'রূপ' বলি কহে তারে রসিক পণ্ডিত॥

যথা—('বিদগ্ধমাধবে' শ্রীমতী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

রাইক অলকা চিকুর বিলাসে। কস্তুরী পত্রক কয়ল বিলাসে ॥
রাইক চঞ্চল নয়ন তরঙ্গ। শ্রুতিযুগ কুবলয়দ্যুতী করু ভঙ্গ ॥
ও মুখ মৃদু মৃদু হাস বারবার। যাহে বিফল ভেল রতন কি হার ॥
সুন্দর রাইক অঙ্গকি মাঝ। আভরণগণ সব পাওল লাজ ॥

৩—লাবণ্য

মুক্তা জিনি অঙ্গকান্তি করে ঝল্‌মল্‌।
তাহারে 'লাবণ্য' কহে রসিক সকল ॥

যথা—(শ্রীমতি প্রতি বিশাখা বাক্য)—

শ্রুতি মূলে এক বচন কহি সুন্দরি তুহু তাহে কর অবধান।
কাহে অধোবদন হোই তুহু বৈঠলি অসময়ে বিরচলি মান ॥
দেখ হরি হৃদয় উপরি ইহ বিলসই তু নহে আন কেহ নারী।
নিরমল দর্পণ সদৃশ হরি বক্ষসি ও প্রতিবিম্ব তোহারি ॥

৪—সৌন্দর্য্য

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেই সুষ্ঠু সন্নিবেশ।
কবিগণ কহে তাহে 'সৌন্দর্য্য' বিশেষ ॥

যথা—

মুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র বিল্ব জিনি কুচদ্বন্দ্ব ভুজ দুই আনত কন্ধর
মধ্য মুষ্টি-পরিমিত শ্রোণী অতি বিস্তারিত উরু দুই অতি গুরুতর ॥
রাই, তোর রূপ ভুবনের সার।
কিবা এই তনুখানি কমল নবনী জিনি উপমা দিবারে নাহি আর ॥

৫—অভিরূপতা

যাহার নিকটে রহি আর বস্তুগণ।
'অভিরূপ' গুণে হয় তাহারি বরণ ॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

কৃষ্ণের দশনে বসি স্ফটিক হইল বাঁশী হাতে হয় পদ্মরাগ মণি।
গণ্ডের নিকটে যেঞা ইন্দ্রনীলমণি হঞা বাঁশী হল রতনের খনি ॥

৬—মাধুর্য্য

অনির্ব্বচনীয় রূপ জগতের ধর্য্য।
কবিগণ তাহারেই কহেন 'মাধুর্য্য'॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

কিরূপ দেখিলাম আমি রবিসুতা কূলে। বরণী না হয় রূপ মন রৈল ভূলে।
আঁখি ঠারে কুলবতীর ব্রত কৈল নাশ। এমন মাধুর্য্য কৃষ্ণ অঙ্গে পরকাশ ॥

৭—মার্দ্দব

কোমল বস্তুর স্পর্শ না পারে সহিতে।
'মার্দ্দব' কহি যে তারে রসশাস্ত্র মতে॥
সেই ত 'মার্দ্দব' হয় তিন প্রকার।
'উত্তম', 'মধ্যম', হয় 'কনিষ্ঠ' হয় আর॥

উত্তম মার্দ্দব, যথা—(রসমঞ্জরী প্রতি রূপমঞ্জরী বাক্য)—

অভিনব ফুল তুলি শেজ পাতাই। তাহে শোয়লু মৃদুতনু রাই।
এক কুসুম নাহি ভাঙ্গল তায়। কতহি আঁচর দেখ রাইক গায়॥

মধ্যম মার্দ্দব, যথা—(ধনিষ্ঠা প্রতি ললিতা বাক্য)—

আনি দিল অতিশয় সূক্ষ্ম বসন। সেই বস্ত্রে কৈলা চিত্রা অঙ্গ সম্বরণ॥
হেদেগো চিত্রার অঙ্গ এতই কোমল। বস্ত্রের আঁচড়ে রক্তবর্ণ বক্ষস্থল॥

কনিষ্ঠ মার্দ্দব, যথা—('রসসুধাকরে' পদ্মার সখীগণের পরস্পর উক্তি)—

এইত কমল দেখ পদ্মার বদন। প্রভাতের রৌদ্রে হলো তামার বরণ॥

(আ)—নাম

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দার উক্তি)—

মধুর কালিন্দী তটে হরিণী রয় নিকটে বিহার করএ কৃষ্ণসার।
এই কৃষ্ণ নাম শুনি চমকি উঠিল ধনী ভূমিতে পড়য়ে কতবার॥

(ই)—চরিত

দ্বিবিধ—'অনুভাব' ও 'লীলা'

কৃষ্ণের চরিত হয় দুই ত প্রকার।
'অনুভাব' নাম এক, 'লীলা' নাম আর ॥
'অনুভাব'* অন্য গ্রন্থে করিব বর্ণন।
এবে কিছু বিরচিয়ে কৃষ্ণ-লীলাগণ ॥

'লীলা'

'লীলা' হয়—'চারুক্রীড়া', কৃষ্ণের 'নর্ত্তন'।
'বেণুবাদ্য', 'গো দোহন', 'পর্ব্বত ধারণ' ॥
দূর হতে নিজ শব্দে 'ডাকে' ধেণুগণে।
'সুন্দর গমন' করে সুদূর গহনে ॥

(১)—'চারুক্রীড়া'

রাস, গেড়ু খেলা আদি চারু-খেলা হয়।
তাথে আদৌ রাসক্রীড়া করয়ে নির্ণয় ॥

'রাস' যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্যামলা বাক্য)—

রাস করল হরি ব্রজনারী সঙ্গে। কোটী মদন জিনি নয়ন কি ভঙ্গে ॥
অম্বরে দেখি সব সুরচয় নারী। ঠৌরি না পাওল ইহ রস ভারি ॥

'কন্দুক ক্রীড়া', যথা—

পেখত হরি অব খেলত গেড়ুয়া। পিঠই দোলই বেণী ঘন চারুয়া ॥
কত কত ভঙ্গী করই হরি নয়নে মঝু মন জারল ফুলশর দহনে।

(২)—তাণ্ডব

'তাণ্ডব', যথা—(সখীর প্রতি শ্রীরাধা)—

দেখ দেখ সখি নাগর নাচিছে কলিন্দনন্দিনী কূলে।
এমন নাচন দেখেছে যে জন সেই রহে এথা ভুলে ॥

---

* 'অনুভাব'—একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিখি পাখা শিরে   পবনে উড়িছে   সখাগণ তাল ধরে।
এমন দেখিয়া   কোন কুলবতী   রহিতে পারিবে ঘরে॥

(৩)—বেণুবাদন

যথা—(শ্রীরাধিকা প্রতি ললিতা বাক্য)—

কটি তটে ধড়া বান্ধি   ও দুটি চরণ ছান্দি   কাঁকালি পড়য়ে যেন হেলে।
বাঁকা নেত্র কন্ধরে   বাঁশী লঞা অধরে   তার ছিদ্র আচ্ছাদি অঙ্গুলে॥
চঞ্চল নয়ন বাণে   আর মুরলীর গানে   হানিলেক অবলার প্রাণে।
কিবা মন্ত্র জানে কানু   অবশ করিল তনু   সেই রূপ দেখিয়া নয়নে॥

(৪)—গো দোহন

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

চরণের আগে   ধবলি ধরিঞা   জানুতে ধরিয়া ভাণ্ড
ঐ দেখ সখী   শ্যামলী ধবলি   দুহিছে নাগর চন্দ॥

(৫)—পর্ব্বতোদ্বার

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধিকা বাক্য)—

ঐ দেখ পর্ব্বত ধরেছে বাম করে।   মধুর মধুর হাসি মোর প্রাণ হরে॥

(৬)—গো-আহ্বান *

(৭)—গমন

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

গজরাজ জিনি দেখ কানু চলে।   মধুপাকুল ও নব মাল দোলে॥
শিখি চন্দক চঞ্চল বায়ে উড়ে।   মৃদু হাসিহি মাণিক মতি পড়ে॥
ক্ষুর ধূলি বিভূষিত অঙ্গ বরে।   পীতবাস কটীতটে বেণু করে॥
মঝু মানস নেওল আঁখি কোণে।   শচীনন্দন তোটক ছন্দেভনে॥

---

* যথা – শ্রীরাধা কহিলেন ললিতে, দূরগত স্বীয় গাভীকুল আহ্বান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে 'হে পিশঙ্গি, হে মণিকস্তনি হে প্রণতশৃঙ্গি, হে পিঙ্গেক্ষণে, হে মৃদঙ্গমুখি, হে ধূমলে, হে শবলি, হে বংশীপ্রিয়ে. ইত্যাদি নামোল্লেখ করাতে যে আশ্চর্য্যরূপে মুহুর্মুহুঃ হী-হী-রব উদ্গত হইতেছে, হে সখি, তাহাতেই হরি আমার মন হরণ করিলেন।
(রাঃ নাঃ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ)

(ঈ)—ভূষণ বা মণ্ডন

চতুর্ব্বিধ 'মণ্ডন' বলি কহে কবিগণ।
'বস্ত্র', 'ভূষা', 'মাল্য' আর 'অঙ্গ-বিলেপন'॥

১—'বস্ত্র'

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীমতী রাধিকা বাক্য)

কৃষ্ণের অঙ্গের অই পীত বসন। যাহা দেখি চঞ্চল হইল মোর মন॥

২—'ভূষা'

যথা—(ঐ)—

নীপপুষ্প কৃষ্ণ কাণে রহেত কামের তূণে সেই মোরে দুঃখ দিতে পারে।
শিখি পাখা আছে শিরে কিবা দোষ দিব তারে সেই কেন দুঃখ দিল মোরে॥

৩ ৪—'মাল্য' ও 'অনুলেপন'

যথা—('রসসুধাকরে'—সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

কুন্তলের চারি পাশে ভ্রমর ফিরিয়া আসে বুঝি আছে বনমালাগণ।
অতি শোভা গণ্ড মাঝে বুঝিলাম তাম্বূল আছে অঙ্গ গন্ধে জানি যে চন্দন॥

(উ)—সম্বন্ধী

দ্বিবিধ—'লগ্ন' ও 'সন্নিহিত'

ইহাতে 'সম্বন্ধী' হয় দুইত প্রকার।
'লগ্ন' এক নাম হয়, 'সন্নিহিত' আর॥

(ক)—লগ্ন

অষ্টবিধ

'বংশীরব', 'শৃঙ্গীরব', 'গীত', 'সৌরভ'।
'ভূষাধ্বনি', 'পদাঙ্কাদি', 'বীণা আদি রব'॥
'শিল্প কৌশলাদি' ধরে লগ্ন নাম।
প্রথমে বর্ণি যে তাথে মুরলীর গান॥

(১) 'বংশীরব' বা মুরলীর গান

যথা—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রতি ললিতা বাক্য)—

এই যে বেণুর নাদ তরুলতা উন্মাদ শুনি তরু বিকশিত হয়।
কোকিলের পাঠবাদ কাগো সন্ধ্যার মেঘনাদ তারা সব মৌন ধরি রয়॥
গোপীগণের স্মরানল, তাথে ঝঞ্ঝায় হানিল, সে আগুনে হিয়া জ্বলে যায়।
রাধা-ধৈর্য্য গিরিরাজ তাহা বিদারিতে বাজ, রাধিকা চঞ্চল হৈলা তায়॥
কৃষ্ণমুখ চন্দ্র যেই মুরলীর স্বণ।
উদ্দীপন শ্রেষ্ঠ তারে কহে কবিগণ॥

(২)—'শৃঙ্গীরব'

যথা—(শ্রীমতীর উক্তি)—

সদ্বংশে জন্মস্থান অকুটিল পঞ্চম গান এই গুণে বংশীর সম্মান।
কৃষ্ণমুখ সুধারাশি সদাপান করে বাঁশী তাহাতে নাহিক অভিমান॥
ওরে শৃঙ্গ, তোরে বলি তোর অঙ্গ যেন কালী অত্যন্ত কুটিল দেখি তোরে।
করিয়া মধুর গান মুখসুধা কর পান তাথে বড় দুঃখ লাগে মোরে॥

(৩)—'গীত'

যথা—(ললিতা প্রতি কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বাক্য)—

নিভাইয়া মানানল বরিষয়ে গীতজল মেঘ হঞা আসিয়াছে হরি।
দক্ষিণ পবন হঞা মেঘ দেহ উড়াইয়া তবে মান রাখিবারে পারি॥

(৪)—'সৌরভ'

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

কার পরিমল আওল মঝু গেহে। তনুরুহ নর্ত্তন করতহি দেহে॥
জানলু মাধব আওল ধাম। যাকর ভুবনে সুরভি বলি নাম॥

(৫)—'ভূষধ্বনি'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা বাক্য)—

কালিন্দীতে কমলিনী শুনিয়া হংসীর ধ্বনি কৃষ্ণ নূপুর বলিয়া জানিল।
কাঁখে ছিল কলসী ভূমেতে পড়িল খাস তাহা কিছু জানিতে নারিল॥

(৬)—'পদাঙ্ক'

যথা—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে ললিতা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

অঙ্কুশ সহ পঙ্কজ বজ্রের সহিত ধ্বজ এ চিহ্ন ও কৃষ্ণের চরণ।
সেই চিহ্ন ধরণীতে দেখিয়া আমার চিতে কভু প্রীত কভু বা কম্পন॥

(৭)—'বিপঞ্চী নিক্কণ' বা বীণানাদ

যথা—('ললিত মাধব' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

দেখ শ্যামলা-বীণা গাইছে সুতান। ঐছে হরিয়া লইছে মোর প্রাণ॥

(৮)—'শিল্প কৌশলাদি'

যথা—(মাল্যবাহিকা কোন বনদেবীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি)—

কি মালা গেঁথেছে হরি নানা ফুল সারি সারি পট্টসূতে করিয়াছে গুণ।
দেখি মন কাঁপে শূন্য, যেন তীক্ষ্ণ বাণপূর্ণ কন্দর্পের অভিনব তূণ॥

(খ)—'সন্নিহিতা'

নির্ম্মাল্যাদি', 'বর্হ' কৃষ্ণের সন্নিহিত হয়।
'গুঞ্জা', 'পর্ব্বত ধাতু', 'ধেনু সমুদয়'॥
'লগুড়ি', 'বেণু', 'শৃঙ্গ', তার 'প্রিয় দরশন'।
'ধেনুধূলি', 'বৃন্দাবন', 'তদাশ্রিতগণ'॥
'গোবর্দ্ধন', 'রবিসুতা', আর 'রাসস্থলী'।
এই সব গোবিন্দের 'সন্নিহিত' বলি॥

(১)—'নির্ম্মাল্যাদি'

যথা—('বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে বিশাখা প্রতি শ্রীমতী বাক্য)—

অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন মন কৈল আকর্ষণ নামে পুনঃ বশ কৈল মন।
এই যে নির্ম্মাল্য মালা পুন মন সম্মোহিলা তিন বস্তু পরম মোহন॥

(২-৩)—'বর্হ' ও 'গুঞ্জা'

যথা—(ঐ গ্রন্থে, পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

শিখি-পুচ্ছ দরশনে রাই কাঁপে ঘনে ঘনে গুঞ্জা দেখি করএ রোদন।
রাধার হৃদয়ে আসি কোন গ্রহ রৈল পশি বিরচিয়া অপূর্ব্ব নটন॥

(৪)—'পর্ব্বত ধাতু'

যথা—(গোবর্দ্ধন গিরির গৈরিক দর্শনান্তর শ্রীমতীর উক্তি)—

এইত পর্ব্বত ধাতু কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ হেতু হইয়াছে বড়ই উজ্জ্বল।
কিবা শোভা অনুপাম হৃদয়ে বেড়ায় কাম দেখি আমি হৈলাম চঞ্চল ॥

(৫)—'নৈচিকী' বা ধেনুগণ

যথা—(মাথুর—পদ্মার উক্তি)—

সন্ধ্যাকালে ধেনু সব পথে করে হাম্বারব তোমা বিনা হইয়া কাতরে।
তাহা শুনি চন্দ্রাবলী দুঃখের অনলে জ্বলি ছট্‌ফটি করয়ে অন্তরে ॥

(৬)—'লগুড়ী'

যথা—(মাথুর—কোন গোপীর বিলাপোক্তি)—

যেই যষ্ঠি আলম্বনে কানু এই বৃন্দাবনে দাঁড়াইত ত্রিভঙ্গ হইয়া।
সে যষ্ঠি নয়নে হেরি দ্বিগুণ দুঃখেতে মরি স্মরানল দিল বাড়াইয়া ॥*

(১২)—তদাশ্রিতা

তদাশ্রিতা 'পক্ষী', ভ্রমর', আর 'মৃগীগণ'।
'কুঞ্জলতা', 'তুলস্যা'দি হয় উদ্দীপন ॥
'কর্ণিকার', কদম্বা'দি কৃষ্ণউদ্দীপন।
পূর্ব্ববৎ জান উদাকৃতি বিবরণ ॥§

(উ)—তটস্থা

তটস্থ চন্দ্রের 'জ্যোৎস্না', 'মেঘ', 'বিদ্যুৎ'।
'বসন্ত', 'শরৎ', 'চন্দ্র', 'সুগন্ধি' মারুত' ॥
'পক্ষী'আদিগণ হয় তটস্থ উদ্দীপন।
পূর্ব্ব জান উদাকৃতি বিবরণ ॥†

---

* ৭ 'বেণু', ৮ শৃঙ্গ, ৯ প্রিয়তমের সহিত সন্দর্শন, ১০ ধেনুধূলি ও ১১ বৃন্দাবন—এই সকলের উদাহরণ অনূদিত হয় নাই।

§ এই সকল 'তদাশ্রিত'গণের উদাহরণগুলি অনূদিত হয় নাই।

† এই সকল 'তটস্থ উদ্দীপনের' উদাহরণগুলি অনূদিত হয় নাই।

একাদশ অধ্যায়

——:*:——

অনুভাব প্রকরণ

'অনুভাব'—ত্রিবিধ

'অনুভাব' হয় তাথে তিন প্রকার।
'অলঙ্কার', 'উদ্ভাস্বর', 'বাচিক' নাম আর ।

(১)—অলঙ্কার

বিংশতি প্রকার

যৌবন সত্ত্বেতে হয় বিংশতি অলঙ্কার।
সদা কান্তে অভিনিবেশ, এই হেতু তার ॥

(ক)—অঙ্গজ ত্রিবিধ

'ভাব', 'হাব', 'হেলা' তিন অলঙ্কারে হয়।
'অঙ্গজ' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

(খ)—অযত্নজ - সপ্তবিধ

আদৌ 'শোভা', 'কান্তি', আর 'দীপ্তি', 'মাধুর্য্য'।
'প্রগল্‌ভতা', 'ঔদার্য্য', সপ্তম হয় 'ধৈর্য্য' ॥
এই সপ্তবিধ পুনঃ অলঙ্কার হয়।
'অযত্নজ' বলি তারে কবিগণ কয় ॥

(গ)—স্বভাবজ— দশবিধ

'লীলা', 'বিলাস' আর, 'বিচ্ছিত্তি' 'বিভ্রম'।
'কিলকিঞ্চিত', 'মোট্টায়িত', 'কুট্টমিত' নাম ॥

'বিব্বোক', 'ললিত', 'বিকৃত' নাম হয়।
এই দশ অলঙ্কার 'স্বভাবজ' কয়॥

(ক)—অঙ্গজ ত্রিবিধ

(১)—'ভাব'

প্রথম রতিতে হয় 'ভাব' নাম তার।
নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম বিকার॥ *

যথা—(যূথেশ্বরীর প্রতি কোন সখী)—

কখন তোমার নয়ন কমল চঞ্চল নাহিক দেখি।
কানু বন মাঝে বিহার করিছে দেখিছ পশারি আঁখি॥
আজি ত নয়ান চঞ্চল হইঞা শ্রবণ নিকটে গেল।
যাহার শোভাতে শ্রুতির কুমুদ ইন্দীবর সম হল॥

(২)—'হাব'

ঈষৎ প্রকাশ ভাব, 'হাব' নাম ধরে।
গ্রীবা বক্র, ভুরূ নেত্র বিকশিত করে॥

যথা—(শ্রীরাধার প্রতি শ্যামা বাক্য)—

তোমার যুগল নেত্র হইয়াছে অর্দ্ধমুদ্র ভুরূলতা করিছে নর্ত্তন।
মনেতে জানিলাম আমি মাধব দেখেছ তুমি সেই হয় এত ভাবোদ্গম॥

(৩ —'হেলা'

সেই 'হাব' ব্যক্ত হঞা শৃঙ্গার সূচয়।
তবে 'হেলা' বলি তারে কবিগণ কয়॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা বাক্য)—

বেণু শুনি দুই স্তন স্ফূর্ত্তি করে অনুক্ষণ চঞ্চল তোমার দুনয়ন।
পুলকিত সব অঙ্গ স্বেদ জলের তরঙ্গ আদ্র হইল জঘন বসন॥
সখি, সম্মুখে ফিরিছে গুরুজন।

---

* মতান্তরে—বিকারের কারণ সত্ত্বে চিত্তের যে অবিকৃতি তাহাকে 'সত্ত্ব' বলে। ঐ সত্ত্বের যে আদ্যা বিকৃতি, তাহারই নাম 'ভাব'—বীজের আদি বিকৃতি যেমন অঙ্কুর—ইহা তদ্রূপ।

সম্বরিতে বলি আমি প্রমাদ না কর তুমি অভিসারের এই নহে ক্ষণ ॥

(খ)—অযত্নজ সপ্তবিধ

১—'শোভা'

রূপ ও সম্ভোগে হয় অঙ্গ বিভূষণ।
রস-শাস্ত্রে 'শোভা' বলি কহে কবিগণ ॥

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

রত্নতুল্য অঙ্গুলে ধরি কদম্বের ডালে কুঞ্জ ছাড়ি বিশাখা আইল।
দুই আঁখি ঢুলু ঢুল এলায়া পড়েছে চুল সেইরূপ মনেতে রহিল ॥

২—'কান্তি'

সেই 'শোভা' যদি মন্মথ বৃদ্ধি করে।
রসশাস্ত্রে পুনঃ 'কান্তি' বলি নাম ধরে ॥

যথা—(ঐ)—

সহজে মধুর ধনি তাহাতে তরুণীমণি মদন বিকার পুনঃ তায়।
যেই মোরে দেখা দিল হৃদয়ে প্রবেশ কৈল যতনেহ নাহি বাহিরায় ॥

৩—'দীপ্তি'

বয়ো, দেশ, কাল, গুণে 'কান্তির' বিস্তার।
অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হলে "দীপ্তি' নাম তার ॥

যথা—(সখী প্রতি রূপমঞ্জরী বাক্য)—

চান্দের কিরণ মালা বিপিন করেছে আলা সুগন্ধি পবন বহে মন্দ।
রাই অঙ্গ ঝলমল দূরে গেছে শ্রম জল অতিশয় শোভে মুখচন্দ ॥
দেখ রাই, নিকুঞ্জ ভিতরে।
অলস তরঙ্গ অঙ্গে বসি আছে শ্যাম অঙ্কে সৌন্দর্য্যে কানুর মন হরে ॥

৪—'মাধুর্য্য'

সর্ব্ব অবস্থাতে যে চেষ্টার চারুতা।
রস-শাস্ত্রে হয় ত 'মাধুর্য্য' বলি প্রথা ॥

যথা—(সখী প্রতি রতিমঞ্জরী)—

দক্ষিণ কর হরি কন্ধে আর ভুজ শ্রোণীবন্ধে দুই পদ ছন্দ প্রায় দেখি।
অল্প মুখ নত করি রাসারম্ভে ফিরি ফিরি কিবা শোভা করে শশীমুখী ॥

৫—'প্রগল্‌ভতা'

প্রয়োগে ছাড়িয়া শঙ্কা হয় যে উদ্যতা।
বুধগণ তাহারেই কহে 'প্রগল্‌ভতা' ॥

যথা—('বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে বৃন্দার উক্তি)—

প্রাতিকূল্য করি যেন রাধা করে নখার্পণ দন্তে দংশে কৃষ্ণের অধরে।
দেখিয়া রাধারে তথা রতি রণে প্রবীণতা দেখি কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ॥

৬—'ঔদার্য্য'

সর্ব্ব অবস্থাতে যেই করএ বিনয়।
'ঔদার্য্য' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয় ॥

যথা—('বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

সরল নয়ন গতি বদনে করয়ে স্তুতি দেখি করে সম্ভ্রম অপার।
তাথে করি অনুমান হৃদয়ে রাধার মান বিদগ্ধের এই ব্যবহার ॥

৭—'ধৈর্য্য'

চিত্তের উন্নতি যেই স্থিরতর হয়।
'ধৈর্য্য' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা—('ললিতমাধব' গ্রন্থে নববৃন্দা প্রতি শ্রীরাধা বাক্য)—

কঠিন অন্তর করি আমারে ছাড়িল হরি আনন্দ করুন বহুতরে।
আমি তার সেই প্রেমে না ছাড়িব জন্মে জন্মে এই আশা মোর মন করে ॥

স্বভাবজ দশবিধ

১—লীলা

রম্য বেশাদি প্রিয়ের সদৃশ করণ।
রসশাস্ত্রে 'লীলা' বলি কহে কবিগণ ॥

যথা—(সখী প্রতি রতিমঞ্জরী)—

মৃগমদ লেপি অঙ্গে পীত বস্ত্র পরি রঙ্গে কেশে করি চূড়ার নির্ম্মাণ।
রাধা কৃষ্ণরূপ ধরি করেতে মুরলী করি করে অতি সুমধুর গান॥

২—'বিলাস'

গমন, স্থিতি, আসন, বদন, নয়ন।
ইহাদের কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দরশন॥
প্রিয় সঙ্গে তাৎকালিক যাথে ইহা হয়।
'বিলাস' বলিয়া রসশাস্ত্র মতে কয়॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বীরা)—

নাগরে দেখিয়া নাসার মুকুতা মাজিছ করিয়া ছল।
মুখে মৃদু হাসি ছাপায়া রেখেছ ইহাতে কি আছে ফল॥
সখি, দূরেতে চাতুরী রাখ।
তোর হাসিলবে ত্রিভুবন সবে ঝলমল করে দেখ॥

৩—'বিচ্ছিত্তি'

অল্প বিভূষণে যার বড় কান্তি হয়।
'বিচ্ছিত্তি' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয়॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি বৃন্দা)—

একটি মাকন্দ পত্র পরিয়াছ কানে। তাহাতে পরম শোভা রাধার বদনে॥
রক্তবর্ণ সেই পত্র হৈল আভরণ। তাহাতেই বশ কৈল গোবিন্দের মন।

যে নায়িকা প্রিয়ার অপরাধ দরশনে।
মান করি ঘুচায় অঙ্গের আভরণে॥
সখীর যতনে নাহি পরে পুনর্ব্বার।
কেহ কেহ কহে 'বিচ্ছিত্তি' নাম তার॥

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

কেন দুষ্ট টাড় লয়া তাথে দৃঢ় মুদ্রা দিয়া পুন পরাইলে মোর হাথে।
দৃঢ় গ্রন্থি দিয়া পুনঃ হার পরাইলে কেন দূর করি ফেলহ তুরিতে॥

কৃষ্ণ ভুজঙ্গের বিষে সব অলঙ্কার দোষে আমি তাহা কেমনে ধরিব।
আভরণ সঙ্গে আসি বিষ মোর অঙ্গে পশি অচিরাতে পরাণে মরিব ॥

৪—'বিভ্রম'

নায়িকা কান্তের কাছে ত্বরিতে যাইতে।
মদন প্রভাব হেতু ভয় হয় চিতে ॥
অঙ্গে বিপর্য্যয় করি পরে আভরণ।
'বিভ্রম' বলিয়া তারে কহে কবিগণ ॥ *

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা)—

আমার কবরী বান্ধিতে তোমাকে কে সেধেছে বার বার।
গলিত চিকুরে মোর বড় সুখ তুমি কেন বান্ধ আর ॥
কেন বা আমার বদন মাজিয়া দূর কর শ্রমজল।
ঘরম হইলে মোর বড় সুখ তনুতে বাড়য়ে বল ॥
কেশের উপরে মালতি না দেহ আমাকে লাগয়ে ভার।
অঙ্গ আভরণ না পরাহ পুনঃ মানা করি বার বার ॥

৫—'কিলকিঞ্চিত'

হর্ষহেতু গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন।
স্মিত অসূয়া, ভয়, ক্রোধ একত্র মিলন ॥
'কিলকিঞ্চিত' নাম সেই অলঙ্কার।
অলঙ্কার মধ্যে ইহা বড় চমৎকার ॥ †

যথা—

কৃষ্ণ ঘাটে দানী হলা পথে রাধায় আগলিলা দেখি রাধা মৃদু মৃদু হাসে।
উজ্জ্বল নয়নে চায় বিন্দু বিন্দু জল তায় কিঞ্চিত রঞ্জিলা কোপাভাষে ॥

---

* কৌটিল্য বা বামতার আতিশয্য হেতু সেবাতৎপর কান্তের প্রতি যে অনভিনন্দন অর্থাৎ তাহার প্রতি আদর-বিমুখতা—কেহ কেহ তাহাকেই 'বিভ্রম' কহে। এই ভাবেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

† অঙ্গ স্পর্শাদি ব্যতীত, বস্ত্র রোধনাদিতেও 'কিলকিঞ্চিত' সম্ভাবিত হয়। এই ভাবেই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে—হাস্য, রোদন. ক্রোধ, রসিকতার উৎসিক্ত নিমিত্ত অভিলাষ, কুঞ্চন হেতু ভয়, কুটিল ও উত্তর নিমিত্ত গর্ব্ব ও অসূয়া—এই সপ্তভাব যুগপৎ প্রকটিত হইয়াছে।

রাধার যে রসিকতা তাথে দৃষ্টি সুবাসিতা অগ্র কিছু হইল কুঞ্চন।
কুটিল তারার গতি তাহে দৃষ্টি শোভা অতি দেখি কৃষ্ণ হরষিত মন॥

৬—'মোট্টায়িত'

কান্তের স্মরণ, বার্ত্তাতে প্রকট অভিলাষ।
'মোট্টায়িত' বলি রস-শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

সখিগণ বারে বারে জিজ্ঞাসা করিল তারে কেন এত দুঃখ তোর মনে।
পালি উত্তর নাহি দিল সখীগণ যুক্তি কৈল তুয়া বার্ত্তা কহে সেই স্থানে॥
শুনিয়া পাইল সুখ প্রফুল্ল হইল মুখ পুলকে পুরিল সব অঙ্গ।
সখারা চতুর বড় অনুমানে কৈল দৃঢ় জানিতে তোমার এই রঙ্গ॥

৭—'কুট্টমিত'

পতি আসি করে স্তনাধরাদি গ্রহণ।
মনে প্রীত, বাহ্যে ক্রোধে করে নিবারণ॥

যথা—

কি কর, কি কর দূরে নেহ কর কবরী গলিত হল
কিবা উপহাস ছাড় মোর বাস নীবির বসন গেল॥
চঞ্চল না হয়া ছাড়ি দেহ মোরে তোমার চরণে পড়ি।
যাহ নিরদয় নিবারণ হয়া খানিক শয়ন করি॥

৮—'বিব্বোক'

ইচ্ছিত বস্তুতে যেই 'গর্ব্ব' 'মান' ভরে।
অনাদর করয়ে 'বিব্বোক' বলি তারে॥

গর্ব্ব-হেতু 'বিব্বোক', যথা—(বকুলমালাকে লক্ষ্য করিয়া পুষ্পচয়নরতা রূপমঞ্জরী বাক্য)—

অনেক বিনয় করি বনমালা দিল হরি নৈল শ্যামা হস্ত প্রসারিয়া
মনের প্রিয়তম মালা তথাপি করিঞা হেলা ফেলি দিল বিপক্ষ দেখাঞা॥

মান-হেতু বিব্বোক যথা—(কলহান্তরিতা গৌরীর প্রতি সখী-বাক্য)—

বিনয় করিল হরি, তারে তুমি মান করি আসিতে না দিলে এই স্থানে।
যে শুক পড়িতে পারে গোবিন্দের নাম করে তারে তুমি পড়াইছ কেনে॥

৯—'ললিত'

ভঙ্গি রঙ্গি মনোহর ভুরুর বিলাস।
'ললিত' বলিয়া রস-শাস্ত্রে পরকাশ॥

যথা— (দূরে শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)—

বৃন্দাবনে লতা যত ফুলে ফলে বিকশিত ভ্রূভঙ্গিতে তার পানে চায়।
ও পদ পঙ্কজ রাজে চলি যাও বনমাঝে অঙ্গ-গন্ধে মধুকর ধায়।
মুখপদ্মে অলি ধায় করপদ্মে বারে তায় এই মত বনে চলি যায়।
যেন বৃন্দাবন দ্যুতি হয়া স্বয়ং মূর্ত্তিমতী তরুলতা দেখিয়া বেড়ায়॥

১০—'বিকৃত'

লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যাদি না বলে মনের কথা।
চেষ্টায় ব্যক্ত হয় তার 'বিকৃত' হয় প্রথা॥

(অ) 'লজ্জা' হেতু বিকৃতি

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সুবল)—

তোমার যাচন বাণী মোর মুখে শুনি ধ্বনি বাক্য অভিনন্দন না কৈল
অঙ্গেতে পুলকসারি দেখা দিল থরি থরি অনুমতি তাহাতে জানিল॥

(আ) 'মান' হেতু বিকৃতি

যথা—(উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কি কব কুটিল প্রেমা মান কৈল সত্যভামা হেনকালে চান্দের গ্রহণ।
আমি ত আসক্ত চিতে তারে গেলাম প্রসাদিতে চন্দ্রগ্রহ হৈয়া বিস্মরণ॥
আমার বিনয় শুনি এক ইন্দ্র নীলমণি নিজ মুখ-চন্দ্রেতে ধরিল।
চন্দ্রগ্রহ নিরখিয়া স্নান দান কর গিয়া ইহা ছলে মনে পড়াইল॥

(ই)—'ঈর্ষ্যা' হেতু বিকৃতি

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

হেদে রাধে তস্করি মুরলী লয়াছ হরি সে মুরলী দেহত আমার।
ইহা শুনি ঈর্ষ্যা করি কুটিল নয়ানে ফিরি আমারে দেখিল বারে বার ॥

অঙ্গে চিত্তে অলঙ্কার বিংশ প্রকার।
যথাযোগ্য কৃষ্ণেতে জানিহ অলঙ্কার ॥
অন্য অলঙ্কার পুন কহে কবিগণ।
ভরতের অসম্মত, না কৈল বর্ণন ॥
তাহার মধ্যেতে দুই করিব বর্ণন।
'মৌগ্ধ্য', চকিত' কিছু মাধুর্য্য পোষণ॥

(ঘ)—'মৌগ্ধ্য'

জ্ঞাত বস্তু প্রিয় আগে করে জিজ্ঞাসন।
অজ্ঞাতের প্রায়, 'মৌগ্ধ্যের' এই ত লক্ষণ ॥

যথা—(কৃষ্ণ প্রতি সত্যভামা—'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে)—

কেমন বা সেই লতা তার জন্ম হৈল কোথা কেবা তারে কৈল আরোপণ।
তুমি জান সে সকল যার এই মুক্তাফল তাথে মোর ঘটিত কঙ্কণ ॥

(ঙ)—'চকিত'

ভয়-হেতু না থাকিলে যেই হয় ভয়।
'চকিত' বলিয়া তারে রস-শাস্ত্রে কয় ॥

যথা—

ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর এই দুষ্ট মধুকর উড়ি বৈসে আমার বদনে।
এই বাক্য কহি রাধা ছেন প্রকাশিল বাধা আলিঙ্গয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥

২—উদ্ভাস্বর

স্বস্থানে রহিয়া যেই করে উদ্ভাসন।
'উদ্ভাস্বর' বলি তারে কহে কবিগণ ॥ *

* "ভাববিশিষ্টজনের দেহে যাহা যাহা প্রকাশ পায়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'উদ্ভাস্বর' কহে।

উদ্ভাস্বরের ক্রিয়া

'নীবী' খসি পড়ে, খসে 'উত্তরী' বসন।
'কবরী এলায়ে' যায়, গাত্রের 'মোটন' ॥
'হাই তুলে', নাসিকার 'প্রফুল্লতা' হয়।
'নিশ্বাসাদি'—'উদ্ভাস্বর', রসশাস্ত্রে কয় ॥

(ক)—নীবী স্রংসন

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বৃন্দা—'বিদগ্ধমাধবে')—

তোমার যে দুনয়ন অশ্রুজলে নিরঞ্জন কুচ দুই নহে আর রাগী।
স্ফুরে তোমার বক্ষস্থল হবে তার মঙ্গল অচিরে হইবে কৃষ্ণ ভোগী ॥
সবাকার ধর্ম্মে মন তাহা করি দরশন নীবী বলে আমি মোক্ষ হব।
সাক্ষাত কৃষ্ণের কাছে মোক্ষ হবে অনায়াসে তাহা আজি কেবা নিবারিব ॥

(খ)—উত্তরীয় স্রংসন

যথা—(শ্রীমতী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তুয়া হৃদি যত রাগ বস্ত্রে তার একভাগ ইহা মোরে স্পষ্ট দেখাইতে।
তোমার হৃদয় বস্ত্র ভূমিতে পড়িল ব্যস্ত যতন না কর আচ্ছাদিতে ॥

(গ)—ধম্মিল্ল স্রংস্রন

যথা—(শ্রীমতী প্রতি বৃন্দা)—

সম্মুখে দাঁড়াঞা হেথা দুরাত্মার মুক্তি দাতা স্বয়ং কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন
তাথে কি যে অদভুত তোর কেশ নিয়মিত দৃষ্টি মাত্র পাইল মোক্ষণ ॥

(ঘ)—গাত্র মোটন

যথা—(বৃন্দা প্রতি নান্দীমুখী)—

কামুক নিকটে খঞ্জন-নয়নি। মোড়ই অঙ্গ বিকশিত বয়নি ॥
ভাঙ্গই অঙ্গ বলিত বড় অলসে। অনঙ্গ তরঙ্গ বিস্তারিল রভসে ॥

(ঙ)—জৃম্ভা

যথা—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তোরে ফুলশর বশ করই না পার। ফাঁফর হোয়ল মধুদন নার ॥

জৃম্ভণ-বাণ ছোড়ল তুয়া দেহে। কয়ল আপন বশ তোহে অব তাহে॥
পুন পুন জৃম্ভই বদন তোমার। তাহে অনুমান কয়লু হাম সার॥

(চ)—ঘ্রাণের প্রফুল্লতা

যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নাসার নিশ্বাসে বেশর ঢুলিল দুই পুট বিকশিত।
এমন নাসার বিলাস করিঞা রাই হরি নিল চিত॥

'মোট্টায়িত', 'বিলাসের' এ সব বিশেষ।
শোভার বিশেষ হেতু পৃথক্ নির্দ্দেষ॥

(৩)—বাচিক

দ্বাদশবিধ

'আলাপ', 'বিলাপ', হয় আর ত 'সংলাপ'।
'প্রলাপ', আর 'অনুলাপ', আর 'অপলাপ'॥
'সন্দেশ', 'অতিদেশ' হয়, আর 'অপদেশ'।
'উপদেশ', 'নির্দ্দেশ' হয়, আর 'ব্যপদেশ'॥
বাচিকের এইত দ্বাদশ ভেদ কয়।

(১)—আলাপ

চাটুপ্রিয় উক্তির 'আলাপ' নাম হয়॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ব্রজদেবীগণ)—

হেন কে রমণীমণি তোমার মুরলী শুনি নাহি ছাড়ে কুলধর্ম্ম ভয়।
তুয়া রূপ মনোরম ত্রিজগতে অনুপম ইহা দেখি কেবা ঘরে রয়॥
ওহে নাথ, তুমি না করিহ উপেক্ষণ।
তোমার এই রূপ দেখি বুঝে সবে পশুপাখী পুলকিত হয় তরুগণ॥

(২)—বিলাপ

দুঃখদ বাণীর নাম হয়ত 'বিলাপ'।

যথা—(উদ্ধবযানে গোপীগণের উক্তি)—

প্রত্যাশা পরম দুঃখ নৈরাশ্য পরম সুখ এই বাক্য কয়াছে পিঙ্গলা।
তথাপি কৃষ্ণের আশ কভু নাহি হয় নাশ এই মোর মনে বড় জ্বালা॥

(৩)—সংলাপ

উক্তি প্রত্যুক্তি বাক্যের আখ্যান 'সংলাপ'॥

যথা—

কো ইহ তোড়ই সদন কবাট। এ ধনি জানবি মাধব নাট॥
অসময়ে আওব কাহে বসন্ত। নহি নহি কাল ফিরই তনুমন্ত॥
এ ধনি হাম মধুসূদন নাম। বাহিরে রহ শিব তোহে পরণাম॥
ছোড়হ চাতুরী চক্রী মঝু নাম। এ সখি, ভুজগ আওল মঝু ধাম॥

(৪)—প্রলাপ

ব্যর্থ আলাপের নাম হয়ত 'প্রলাপ'॥

যথা—(কৃষ্ণ প্রতি মধুপানে উন্মত্তা শ্রীরাধা)—

মুরলী রলী রলী শ্রবণে বনে বনে হৃদয় মথন মথন।
ললিতা লিতা লিতা কাতর তর তর দিয়াছে মন মন মন॥*

(৫)—অনুলাপ

বারবার উক্তির নাম হয় 'অনুলাপ'।

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

নেত্রে নেত্রে নহি নহি পদ্মদ্বন্দ্ব গুঞ্জা গুঞ্জা নহি নহি বন্ধুকালী।
বেণু বেণু নহি নহি ভৃঙ্গঘোষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নহি নহি তপিঞ্ছা, আলি॥

(৬)—অপলাপ

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্য অর্থ আরোপণ।
'অপলাপ' বলি তারে কহে কবিগণ॥

---

* এই কবিতায়—'রলী' 'রলী', 'বনে বনে', 'লিতা লিতা', 'তর তর' ইত্যাদি ব্যর্থ শব্দ।

যথা—(বিশাখা প্রতি কলহান্তরিতা শ্রীরাধা)—

উজ্জরোল বনমাল শোভা হইয়াছে। সো মাধবে অব মঝু মন যাছে।
সখী কহে ত্বরিতে মিলায়ব শ্যাম। রাই কহে ঋতুবর কাম ইহা নাম॥

(৭)—সন্দেশ

প্রবাসে কান্তেরে নিজ বাচিক পাঠায়।
'সন্দেশ' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয়॥

যথা— (কোন পান্থ প্রতি পদ্মা)—

হেদে হে পথিক তুমি শুন এক মোর বাণী কৃষ্ণে বল আমার প্রহেলা।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয়া কুহুতে অদৃস্ট হয়া কাঁহা লয় হয় চন্দ্রাবলা॥

(৮)—অতিদেশ

তার কথা যেই, সেই মোর মুখে রয়।
এই প্রকার 'অতিদেশ' কবিগণ কয়॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

যে কথা কহিলাম আমি সন্দেহ না কর তুমি এই বাক্য রাধিকার হয়।
আমি যন্ত্র তেতন্ত্রী বাধা তাথে হয় যন্ত্রী ইহাতে নাহিক বিপর্যায়॥

(৯)—অপদেশ

অন্য উপদেশ-বাক্য হয় 'অপদেশ'।

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

দাড়িম তরু উজ্জ্বল ধরিয়াছে দুই ফল তাথে রেখা আছে বহুতর।
দুই পুষ্প বিকশিত তাহাতে করেছে ক্ষত বড়ই নিঠুর মধুকর॥
শ্যামা শুনি সখীর বচন।
চমকিত হয়া ধনী অধরে ধরিল পাণি বসনে আচ্ছাদে দুই স্তন॥

(১০)—উপদেশ

শিক্ষা রূপ বাক্য হলে হয় 'উপদেশ'॥

যথা—(মানিনী শ্রীরাধা প্রতি তুঙ্গবিদ্যা)—

যৌবন সে চঞ্চল সদা করে টলমল বড়ই দুষ্প্রাপ্য বনমালি।
ত্বরিতে চলহ বনে দেখা হবে হরি সনে মনের আনন্দে কর কেলি॥

(১১)—নির্দ্দেশ

সেই আমি—এই প্রকার হয়ত 'নির্দ্দেশ'।

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

সেই রাধা বিধুমুখী সেই এই ললিতা সখী সেই আমি বিশাখা সুন্দরী।
মোরা তিন সখী মিলি গহনে কুসুম তুলি এথা কেন এলে তুমি হরি ॥

(১২)—ব্যপদেশ

ছলে অভিলাষ উক্তি হয় 'ব্যপদেশ' ॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ করিয়া মালতীর কোন সখীর উক্তি)—

নূতন পল্লবে হলো বিকশিত মালতি গহন বনে।
তুম্বীর চুম্বনে ভ্রমর রসিক ইহার কি সব জানে ॥

'বাচিক'-অনুভাব যে সম্ভবে সর্ব্ব রসে।
কিন্তু শৃঙ্গারে বড় মাধুর্য্য প্রকাশে ॥
অতএব অন্য রসে নাহি বিবরণ।
বিস্তার করিয়া এথা করিল বর্ণন ॥

———০———

দ্বাদশ অধ্যায়

সাত্ত্বিকভাব প্রকরণ *

—— ০ ——

১—স্তম্ভ

(ক)- হর্ষ হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

পদক সেচন করি বহে তাথে শ্রমবারি দেহের স্পন্দন নাহি আর।
কুট্মলিত দুনয়ন চিত্রের পুতলী যেন রাধার স্তম্ভ হৈল সাক্ষাতকার॥

(খ)—ভয় হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

মেঘের গর্জ্জন শুনি চকিত হইঞা। কৃষ্ণে আলিঙ্গিল রাধা নিশ্চল হইলা॥

(গ)—আশ্চর্য্য হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মধুমঙ্গল)—

তোমার মাধুরী ধাম ত্রিজগতে অনুপাম তাহা আজি রাধিকা দেখিয়া।
মনে হৈল চমৎকার নিমেষ নাহিক আর স্তব্ধ হয়া আছে দাঁড়াইয়া॥

(ঘ)—বিষাদ হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(চিত্রার সখীর উক্তি)—

কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি অন্তরে হইয়া দুখী বসি রহে সঙ্কেত সদনে।
মনে হৈল বিপ্রলম্ভ শরীরে হইল স্তম্ভ দেখিয়া ভাবয়ে সখীগণে॥

(ঙ)—অমর্ষ বা ক্রোধ হেতু 'স্তম্ভ'

যথা—(শ্রীমতীর প্রতি শ্যামলার সখী)—

কৃষ্ণের স্খলিত কথা শুনিয়া শ্যামলা। নিমেষ নাহিক আর, হলো অচঞ্চলা॥

---

* 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের তৃতীয় লহরীতে সাত্ত্বিক ভাব বিবৃত হইয়াছে। সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভাব দ্বারা আক্রান্ত-চিত্তকে রসশাস্ত্রে 'সত্ত্ব' কহে এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম 'সাত্ত্বিক ভাব।'

২-স্বেদ

(ক)—হর্ষ হেতু 'স্বেদ'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতার উক্তি)—

রাধিকার দেহলতা চন্দ্রকান্ত বিরচিতা বুঝিলাম তাহার অন্তর।
চন্দ্রের উদয় হেরি তারা রহে নৃত্য করি স্বেদছলে গলে কলেবর॥

(খ)—ভয় হেতু 'স্বেদ'

যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

ভয় ছাড় কলাবতী দূরেতে তোমার পতি এই বন নিবিড় গহন।
অনেক যতন করি দিলাম অলকা সারি ঘর্ম্ম জলে হয় বিনাশন॥

(গ)—ক্রোধ হেতু 'স্বেদ'

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

কৃষ্ণের স্খলিত শুনি মনে ক্রোধ কৈল ধনি লজ্জা করি কিছু না কহিল।
স্বেদজল পড়ে গায় বসন ভিজিল তায় মনের ক্রোধ তাহাতে জানিল॥

(৩)—রোমাঞ্চ

(ক)—আশ্চর্য্য দর্শন হেতু 'রোমাঞ্চ'

যথা—(গার্গী প্রতি পৌর্ণমাসী)—

যত যত গোপনারী একত্র সবার হরি আসি করে বদন চুম্বন।
স্বর্গে যত দেব নারী হেন কৃষ্ণ লীলা হেরি নাচাইল নিজ রোমগণ॥

(খ)—হর্ষ হেতু 'রোমাঞ্চ'

যথা—(শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ৩২।৭)—

নেত্র পথে দেখি কৃষ্ণ হৃদয়ে করিল। সর্ব্বাঙ্গ পুলক ব্যাপ্ত স্তম্ভিত হইল॥

(গ)—ভয় হেতু 'রোমাঞ্চ'

যথা—(পালী সখীর উক্তি)—

পাইয়া অঙ্গের গন্ধ আইলা ভ্রমর বৃন্দ দেখি পালী কম্পিত হইল।
অঙ্গ হইল পুলকিত মন হৈল চমকিত ব্যস্ত হঞা কৃষ্ণেরে ধরিল॥

(৪)—স্বরভেদ

(ক)—বিষাদ হেতু 'স্বরভেদ'

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বাসকসজ্জা শ্রীমতীর সখী)—

তোমার বিরহে রাধার মদন বিকার। কণ্ঠেতে ব্যাকুল হয় বর্ণের উচ্চার॥

(খ)—বিস্ময় হেতু 'স্বরভেদ'

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

মুরলীর ধ্বনি শুনি মোর নাহি হয় বাণী দেখাইলাম করের ইঙ্গিতে
দেখ সেই ধ্বনি শুনি লতা সব পুলকিনী মধুস্বেদ পড়িছে তাহাতে॥

(গ-ঙ) - অমর্ষ, হর্ষ, ও ভয় হেতু স্বরভেদ

'অমর্ষ', 'হর্ষ', 'ভয়ে' স্বর ভেদ এই মত।
পদ্যমত উদাকৃতি কর অনুগত॥

(৫)—বেপথু

ত্রাসে, হর্ষে, অমর্ষে 'বেপথু' উৎপত্তি।
দিক্ দরশন দিএ এক উদাকৃতি॥

'ত্রাস' হেতু কম্প

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

নাগর হোয়ল যুবতী আকার। মূঢ়মতি তুয়া পতি কি করু আর॥
কাহে তুহু কম্পসি কদলী সমান। দূর কর ত্রাস ধৈরজ ধরু প্রাণ॥

(৬)—বৈবর্ণ্য

বিষাদ, রোষ, ভয়ে হয় 'বৈবর্ণ্য' উৎপত্তি।
পূর্ববৎ দিএ তাথে এক উদাকৃতি॥

বিষাদ হেতু বৈবর্ণ্য

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধার সখী)—

মুখের মাধুরী দেখি কুঙ্কুম হইত দুঃখী সেই মুখ শুক্লবর্ণ হলো।
চান্দের উপমা তাথে দিতে ভয় করি চিতে বিধিবর তারে বিড়ম্বিল॥

(৭)—অশ্রু

হর্ষ, রোষ, বিষাদে হয় 'অশ্রু' নয়ন।
পূর্ব্ববৎ করি তার দিক্ দরশন॥

হর্ষ হেতু অশ্রু

যথা—(শ্রীগীতগোবিন্দে)—

রাধার নয়ান শ্রবণ নিকটে যাইতে প্রয়াস করে।
বহু দূর পথ চলিয়া যাইতে শ্রম হলো কলেবরে॥
সেই শ্রমে বারি অশ্রু ছল করি পড়িছে ধরণী তলে।
নিকুঞ্জ ভবনে নাগরের সনে দেখা হলো যেই কালে॥

(৮)—প্রলয় বা নিশ্চেষ্টতা

সুখ দুঃখ 'প্রলয়ের' হয়ত উৎপত্তি।
পূর্ব্ববৎ দিএ তাথে এক উদাকৃতি॥

সুখ নিমিত্ত প্রলয়

যথা—(বিশাখার প্রতি ললিতার উক্তি)—

জানু দুই স্থির দেখি স্পন্দন রহিত আঁখি শব্দ নাহি শুনি যে কণ্ঠেতে।
নাসায় নিশ্বাস শূন্য সমাধি ধরাব মনঃ দেখি রাধা নিজ প্রাণনাথে॥

(৯)—ধূমায়িতা*

যথা—(বিমানচারিণী দেবী প্রতি সিদ্ধ-বণিতা বাক্য)—

শুন ওগো সুরাঙ্গনে মথুরার অঙ্গনে দেখিয়াছ পুরাণ পুরুষ।
তোমার নেত্রে অশ্রুজল পুলকিত গণ্ডস্থল হইয়াছে মদনের বশ॥

---

* পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবনিচয় এক বা দুইয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঈষৎভাবে প্রকাশিত হইলে, যদি তাহা গোপন করিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে 'ধূমায়িত' বলে। 'অদ্বিতীয়া অমীভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতা॥

(১০)—জ্বলিতা*

যথা—(ধন্যার প্রতি সখী)—

জানু দুই অচঞ্চল নেত্রে বহে অশ্রুজল রোমগণ করিছে নর্ত্তন।
বুঝিলাম নীলবর্ণ অপূর্ব্ব পুরুষ রত্ন পাইছ তুমি যে দর্শন॥

(১১)—দীপ্তা†

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

তোমার যে অশ্রুজল ভিজাইল ক্ষিতিতল নিশ্বাসে নাচিছে অঙ্গবাস।
পুলকে দন্তুর অঙ্গ বুঝি কৃষ্ণ লীলারঙ্গ তোমার শ্রুতিপুটে কৈল বাস॥

(১২)—উদ্দীপ্তা§

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা দশাবর্ণনচ্ছলে উদ্ধব)—

নেত্রজলে কৈল স্নান স্বেদবিন্দু মুক্তাদাম রোমাঞ্চেতে অঙ্গ ঢাকা গেল।
গণ্ড হলো পাণ্ডুবর্ণ কণ্ঠে গদ্‌গদ্ বর্ণ এতভাবে রাধিকা ভাসিল॥
দেখ দেখ, রাধার ভাবচয়।
উঠি সব ভাবগণ লজ্জা কৈল নিবারণ কৈল সজ্জা স্তম্ভের আশ্রয়॥

(১২)—সুদ্দীপ্তা

উদ্দীপ্তির বিশেষ 'সূদ্দীপ্তা' নাম হয়।
সাত্ত্বিকের উৎকৃষ্টতা বড় তাথে রয়॥

---

* দুই বা তিনভাব এককালীন প্রকট দশা প্রাপ্ত হইলে, তাহা যদি কষ্টে গোপ্য হয়, তাহা হইলে উহা 'জ্বলিতা' নামে অভিহিত নয়।

† তিন চারি বা পাঁচটি প্রৌঢ়ভাব যুগপৎ উদয় হইলে, যদি তাহা সম্বরণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দীপ্তা' কহে।

§ পাঁচ, ছয় অথবা সমস্ত ভাব যদি এককালে যুগপৎ উদিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষার আরূঢ় হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উদ্দীপ্তা' কহে।

যথা—

পড়ে রাধার স্বেদবারী	তাহা পিয়ে ধেনু সারি	তাহাদের তৃষ্ণা দূরে গেল।
মুকুলিত লোম সারি	দেখি কোকিলের নারী	তাথে মন লুব্ধ হইল ॥
তোমার মুরলী শুনি	স্তম্ভিত হইলা ধনি	শুক্লবর্ণ সব অঙ্গ হল।
সরস্বতীর প্রতিকৃতি	সেই ভ্রমে মূঢ়মতি	বিদ্যার্থিরা নিকটে আইল ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যভিচারী ভাব প্রকরণ

——:※:——

১। ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ব্যভিচারী ভাব*

ব্যভিচারী নির্ব্বেদাদি তেত্রিশ প্রকার।
উগ্রতা আলস্য বিনা সবারি প্রচার॥
ঔগ্র্যালস্য দুই ভাবের শৃঙ্গার না হয়।
ইহা পুনঃ ব্যভিচারী সখীর প্রণয়॥
মরণাদি ইহা পুনঃ সাক্ষাত অঙ্গ নয়।
কিন্তু গৌণরূপে তার পরচার হয়॥

১—নির্ব্বেদ বা আত্মধিক্কার

মহার্ত্তি, বিয়োগ, ঈর্ষায় 'নির্ব্বেদ' উৎপত্তি।
দিগ্ দরশন দিণ এক উদাকৃতি॥

সুমহৎ আর্ত্তি হেতু নির্ব্বেদ, যথা—(শ্রীরাধা বাক্য)—

যাহার সঙ্গম আশে লজ্জা ধর্ম্ম কৈনু নাশে দুঃখ দিলাম প্রিয়সখীগণে।
সে হরি ছাড়য়ে মোরে প্রাণ রাখি কার তরে ধিক্ রহু আমার জীবনে॥†

---

* ব্যভিচারী ভাব—'বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥ বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ॥ ('ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'—দক্ষিণ বিভাগ—৪র্থ লহরী)। অর্থাৎ বিশেষরূপে এবং অভিমুখতায় স্থায়ীভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে 'ব্যভিচারী' কহা যায়। ভাব, বাণী, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা যাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, তাহাকে "ব্যভিচারী ভাব" বলা যায়।' ফলতঃ, 'অমৃত বারিধিতে তরঙ্গের ন্যায়, ব্যভিচারী ভাব স্থায়ীভাবে উন্মগ্ন হইয়া, ইহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।'

† বিপ্রিয় হেতু নির্ব্বেদ ও ঈর্ষা হেতু নির্ব্বেদের উদাহরণ অনূদিত হয় নাই।

২—বিষাদ বা পশ্চাত্তাপ

ইষ্টাপ্রাপ্তি হয় কিম্বা কার্য্যে সিদ্ধি নয়।
বিপত্তি অপরাধ হেতু 'বিষাদ' জন্ময়॥
এক উদাকৃতি দিএ দিক্‌দরশন।
এই মত সর্ব্বেতে জানিহ বুধগণ॥

'ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু,' যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

কৃষ্ণের মধুর বাণী অতি স্বাদু সুধা জিনি না শুনিলাম শ্রবণ পুরিয়া।
কৃষ্ণ মুখের সৌন্দর্য্য সকল মাধুর্য্য ধুর্য্য না দেখিলাম নয়ন ভরিয়া॥
অনেক পুণ্যের ফলে আইলা কৃষ্ণ যেই কোলে বিধি মোরে বড় বিড়ম্বিল।
দেখ সখি বিধিবল জটিলায় করি ছল সেই সুখ মোর হরি নিল॥

৩—দৈন্য

দুঃখ, ত্রাস, অপরাধে 'দৈন্যের' উৎপত্তি।
পূর্ব্ববতাদিক্রমে এক উদাকৃতি॥

'দুঃখ নিমিত্ত দৈন্য', যথা—('বিল্বমঙ্গলে')—

শুন, কৃষ্ণের মুরলী তোরে ভাগ্যবতী বলি সদা থাক কৃষ্ণ মুখ চন্দে।
তোমার চরণ ধরি কহিছি বিনয় করি মোর দশা কহিও গোবিন্দে॥

৪—গ্লানি বা নির্ব্বলতা

শ্রম, মনঃপীড়া, রতি তিনে হয় 'গ্লানি'।
পূর্ব্ববৎ এক উদাহরণ বাখানি॥

'শ্রম হেতু গ্লানি', যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণ সঙ্গে জলকেলি কৈল রাধা সখী মেলি মণিবলয় পড়িছে খসিয়া।
সখীগণ হাসে তারে তুলিয়া লইতে নারে অঙ্গ সব পড়িছে ভাঙ্গিয়া॥

৫—শ্রম

পথশ্রম, নৃত্যশ্রম, আর রতিশ্রম।

'পথশ্রম', যথা—

দুই তিন পদ জেঞা কেলিপদ্ম ফেলাইয়া কেশমালা ফেলে কত দূরে।
কণ্ঠের মুক্তার মালা তারপর ফেলি দিলা শ্রমে অঙ্গ হইল জরজরে ॥
কৃষ্ণ প্রেম অন্তরে দূরে অভিসার করে শ্রোণীভরে চলিতে না পারে।
বহু চিন্তা কৈল তায় তার উপায় নাহি পায় দুঃখী হইয়া নিন্দে নিতম্বেরে ॥

৬—মদ

'মদ' এক, তার মধু পানেতে জনম ॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি কুন্দবল্লী)—

হরির নিকটে রঞা মুখ মোড়ে লজ্জা পাঞা যে রাধিকা বাক্য নাহি কয়।
মধু পানে মত্ত হঞা লাজবিজ পাসরিয়া শারী প্রায় নিঃশঙ্ক পড়য় ॥

৭—গর্ব্ব

সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, আর সর্ব্বোত্তমাশ্রয়।
এই সব হেতু হইলে 'গর্ব্বোৎপত্তি' হয় ॥

সৌভাগ্য হেতু, যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

সখীগণ সঙ্গ ছাড়ি ছাড়ি সব ব্রজনারী কৃষ্ণ তোমার দুয়ারে দাঁড়াঞা।
কুন্তল রচিচ তুমি বার বার বলি আমি হরি পানে চাহগো ফিরিঞা ॥

৮—শঙ্কা

চৌর্য্য, অপরাধ, আর পরের ক্রূরতা।
এই তিন হেতু 'শঙ্কা' হয় উৎপাদিতা ॥

চৌর্য্য হেতু, যথা—

কৃষ্ণ নিদ্রা গেল দেখি বাঁশী লয়া বিধুমুখী লুকাইল লতার ভিতরে।
অঙ্গের যে ছটাগণ তমঃ করে বিনাশন তাথে রাধা সভয় অন্তরে ॥
রাধা করে বিধির নিন্দন।
হেন অঙ্গ মোর কৈল অন্ধকার দূরে গেল বিধি নাহি বুঝে প্রিয় জন ॥

বিদগ্ধ নারীর চিত্তে যেই শঙ্কা হয়।
ভীরু স্বভাব হেতু উৎপাদে যে ভয় ॥

৯—ত্রাস

তড়িৎ দর্শনে, ঘোর জন্তু দরশনে ॥
আর ঘোর শব্দে 'ত্রাস' জনময়ে মনে ॥

তড়িদ্নিমিত্ত, যথা—(কুন্দবল্লী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

জলদেরি দ্যুতি দেখি ত্রাস পাঞা বিধুমুখী কৃষ্ণের কোলেতে লুকাইল।
দ্বিতীয় বিদ্যুৎ যেন মেঘে প্রবেশিল পুন সেই শোভা সখীরা দেখিল ॥

১০—আবেগ

প্রিয় দৃষ্টি, প্রিয় শ্রুতি, অপ্রিয় দরশনে।
আবেগ' জন্মায়ে অপ্রিয় শ্রবণে ॥

প্রিয় দর্শন, যথা—(শ্রীরাধার উক্তি)—

জলধর সুন্দর যুবা কোন নাগর আমার নিকটে দেখা দিল।
চঞ্চল নয়ন কোনে চাহিয়া আমার পানে ধৈর্য্য ধন হরিয়া লইল ॥

১১—উন্মাদ

প্রৌঢ়ানন্দে, বিরহেতে 'উন্মাদ' জন্মায়।

প্রৌঢ়ানন্দ, যথা—(সখী প্রতি বৃন্দা)—

হেদে গো ভ্রমরা সখী কৃষ্ণ আগলিয়া রাখি আমারে করহ আলিঙ্গনে
কৃষ্ণেরে দেখিয়া কাছে ভ্রমরীকে ইহা যাচে উন্মাদেতে কিছুই না জানে ॥

১২—অপস্মার

ধাতুর বৈষম্যে এক অপস্মার হয় ॥*

যথা—(ললিতা বাক্য)—

বচনে প্রলাপ সার উদ্গত বচন তার লালা কেন বদনে উদ্গার।
অন্তরে বিরহ বাধা ব্যাকুলা হয়েছে রাধা গুরুজনে কহে অপস্মার ॥

---

* দুঃখ নিমিত্ত ধাতুবৈষম্যজনিত চিত্তবিক্লবকে 'অপস্মার' কহে।

১৩—ব্যাধি †

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীমতীর সখী)—

সখীগণ সজল নলিনী দল বিতরল রাই শুতায়ই তাথে।
অঙ্গকি তাপে ধূলি সম হোয়ত সো সব নলিনীকি পাতে ॥
শীতল সরসিজে এক সখী বীজই তবহু শুখাওত সোই।
লেপন চন্দন তবহি শুখাওত মলিন রেণু সম হোই।
মাধব, তুয়া বিরহানলে রাধা।
জর জর অঙ্গ হৃদয় বর কাতর ক্ষণে ক্ষণে মনসিজ বাধা ॥

১৪—মোহ

হর্ষেতে জন্ময়ে 'মোহ', কৃষ্ণের বিরহে।
বিষাদে জন্ময়ে 'মোহ', কবিগণ কহে ॥

হর্ষ হেতু 'মোহ', যথা—(ললিতা ও বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

নীলোৎপল জিনি বর্ণ সেই যে পুরুষ রত্ন যবে মোরে পরশ করিল।
কিবা করি, কোথা যাই কেবা আমি, কেবা হই সেই হতে সব পাশরিল ॥

১৫—মৃতি বা প্রাণত্যাগ

মৃতির অধ্যবসায় কবির বর্ণন।
কবির বর্ণন নাহি সাক্ষাত মরণ ॥*

যথা—(উদ্ধব সন্দেশে ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

যাবত অক্রূর রথে না চড়ায় প্রাণনাথে তাবত শুনহ মোর বাণী।
আমি না বাঁচিব আর তোরে দিলাম কায্যভার মনে করি, করি করি আমি ॥
এই যে মালতী লতা যার পুষ্প নব্য পাতা গোবিন্দ পরিত নিজ কানে।
তুমি তাথে করি প্রীতি জল দিহ নিতি নিতি যতন করি করিহ পালনে ॥

---

† অর্থাৎ জ্বরাদি প্রতিরূপ বিকার।

* মরণের উদ্যম মাত্র বর্ণনীয়—সাক্ষাৎ মৃত্যু বর্ণয়িতব্য নহে। 'কারণ—সমর্থ, সমঞ্জস ও সাধারণ স্থায়িভাববতী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের নিত্যসিদ্ধত্ব হেতু মৃত্যু অসম্ভব। কচিৎ সাধকপ্রায়া কোন কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু সম্ভব হইলেও, অমঙ্গল হেতু তাহা উপেক্ষিত হয়।'

১৬ আলস্য

যদ্যপি সাক্ষাৎ অঙ্গ, 'আলস্য' না হয়।
তথাপি ভঙ্গিতে তার করি এ নির্ণয় ॥§

যথা—(শ্রীমতী মতি রূপমঞ্জরী)—

সদা দধি বিলোড়নে শ্রমে কিছু নাহি জানে শাশুড়ী আছয়ে ভূমে পড়্যা।
শঙ্কা ছাড়ি দেহ তাথে আলস না হও চিতে হরির মাথাতে বান্ধ চূড়া ॥

১৭—জাড্য

ইষ্টানিষ্ট শ্রুতি, ইষ্টানিষ্ট দরশনে।
বিরহে 'জাড্যের' জন্ম, কবিগণ গুণে ॥

ইষ্ট শ্রবণ নিমিত্ত জাড্য, যথা—(নান্দীমুখী প্রতি কুন্দবল্লী)—

হরির নূপুর দুয়ারে বাজিছে তাহা শুনি শশীমুখী।
চলে যেতে চাহে চলিতে না পারে মনে হলো বড় দুঃখী ॥

১৮—ব্রীড়া

নবীন সঙ্গম দশা, অকার্য্য, আর স্তুতি।
আর অবজ্ঞাতে হয় 'ব্রীড়ার' উৎপত্তি ॥

নবসঙ্গম হেতু লজ্জা, যথা—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কুসুম শয়নে বসসিঞা আসি দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন।
বিনয় করিয়া রাধিকারে আমি ডাকিলাম পুনঃ পুনঃ ॥
অধোমুখ হঞা তবহি রহিলা কিছুই না কহে লাজে।
নিকুঞ্জ-দেবতা আপনি যেমন দাঁড়ায়ে দুয়ার মাঝে ॥

১৯—অবহিত্থা বা আকার গোপন

তাথে 'অবহিত্থা' হয় অনেক প্রকার।
কেবল কৌটিল্যে হয়ে জৈক্ষ্য, লজ্জায় আর ॥

---

§ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের কৃষ্ণবিষয়ক বস্তুর প্রতি আলস্য সম্ভব হয় না—কিন্তু জড়তা সম্ভব হইতে পারে। এইজন্য ভঙ্গি ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

দাক্ষিণ্যেতে হয় পুনঃ কেবল লজ্জাতে।
লজ্জা ভয়ে হয়ে আর কেবল ভয়েতে ॥
গৌরব দাক্ষিণ্য অবহিত্থা হয় আর।
অবহিত্থায় সংগোপয়ে আপন আকার ॥

জৈহ্ম্য বা কাপট্য হেতু, যথা—(জগন্নাথবল্লভ নাটকে শশীমুখী প্রতি মদনিকা)—

সেই ব্রজরাজ পুত্র কালিন্দী তীরের ধূর্ত্ত তার বার্ত্তা না কহ আমারে।
এ যে নাচে রোমচয় এ মোর পুলক নয় হীমের পবনে শীত করে ॥

২০—স্মৃতি

সাদৃশ্যের দরশন, আর দৃঢ়াভ্যাস।
ইহাতেই হয় চিত্তে 'স্মৃতির' প্রকাশ ॥

সাদৃশ্য দর্শনে, যথা—

পুলিন্দ নারীরগণ গোবিন্দের স্মরণ করিছে তমাল দরশনে।
কৃষ্ণভাব তরঙ্গে খেদ হইয়াছে অঙ্গে অতি দুঃখী হইয়াছে মনে ॥
হংস, আমার বচন তুমি ধর।
যমুনার মাঝে যেঞা নিজ পাখা ডুবাইয়া তাহাদের অঙ্গে বায় কর ॥

২১—বিতর্ক

পরম সংশয়েতে হয় 'বিতর্কন'।*

বিমর্শ হেতু, যথা—(শ্রীরাধার উক্তি)—

ভৃঙ্গ সব ঘুরেফিরে মধুপান নাহি করে জাড্যে শুক দাড়িম্ব না খায়।
বিবর্ণ হরিণীগণ চমকিত দুনয়ন তৃণপানে ফিরিয়া না চায় ॥
সখি হে, বুঝিলাম ইহার কারণ।
গজেন্দ্র জিনিয়া গতি সেই হেন ব্রজপতি এই পথে করেছে গমন ॥

২২—চিন্তা

ইষ্টাপ্রাপ্তি অনিষ্টপ্রাপ্তি 'চিন্তার' কারণ ॥

---

* বিমর্শহেতু বা কারণান্বেষণ নিমিত্ত এবং সংশয়হেতু বা শঙ্কাদ্বয় উদঘাটন পূর্ব্বক নির্ণয়ের অসমর্থ হেতু—এই দ্বিবিধ 'বিতর্ক'।

ইষ্টাপ্রাপ্তি, যথা—(পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

গোবিন্দের দুই আঁখি অধিক চঞ্চল দেখি নিশ্বাস বহিছে খরতরি।
কেমন সে রমণী বস কৈল ব্রজমণি তাহাকেই চিন্তা করে হরি॥

২৩—মতি বা বিচারোত্থ অর্থ নির্দ্ধারণ*

যথা—(শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখপদ্ম-পরিপূত শ্লোক)§—

আলিঙ্গন করি মোরে চরণে ঠেলুন দূরে, কিংবা মারুন মর্ম্মহত করি।
যা করু তা করু সেই মোর মনে আর নেই কেবল প্রাণনাথ মোর হরি॥

২৪—ধৃতি

দুঃখাভাব, উত্তমাপ্ত্যা এই দুই গুণে।
পূর্ণ মন অচাঞ্চল্য 'ধৃতির' লক্ষণে॥

দুঃখাভাব, যথা—(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।১২)—

শুনিয়া কৃষ্ণের নাম উল্লাস করয়ে প্রাণ খল্‌বল্‌ করয়ে অন্তর।
তথাপি না দুঃখ করে অচঞ্চল ধৈর্য্য ধরে সুগম্ভীর রাই কলেবর॥

উত্তম প্রাপ্তি হেতু, যথা—(পদ্মা প্রতি বিশাখা)—

মৃগীদশা গুণশ্রেণী নবীন যৌবন ধনি সৌদামিনী জিনিয়া কিরণ।
গম্য যেন সুগাম্ভীর্য্য অচঞ্চল স্থির ধৈর্য্য সদা কৃষ্ণগণ রাধামন॥

---

* শাস্ত্রাদির বিচারজনিত অর্থ-নির্দ্ধারণকে 'মতি' কহে। কর্ত্তব্যকরণ, সংশয় ও ভ্রমের খণ্ডন এবং শিষ্যদিগের উপদেশ, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তাদি তাহার চেষ্টা।

§ 'বিরহ-বিশীর্ণাঙ্গী শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া পৌর্ণমাসী সস্নেহ বচনে বলিলেন—বৎসে, ভগবান নারায়ণের পূজা, পরিচর্য্যা, জপ ও স্তবনাদি তোমাকে উপদেশ দি—যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন না হয়, তাবৎ তাহাতেই মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই দুস্তর সময় ক্ষেপন কর। এই উপায়ই সমীচীন—ইহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ সুখলাভের সম্ভাবনা। অতএব তুমি নারায়ণের ভক্ত হও। ইহা শ্রবণান্তর শ্রীরাধা বলিলেন—হে ভগবতি, যদি ইহাই কর্ত্তব্য হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্যের মতে নারায়ণ তুল্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা জপ তপ করিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমি সেই প্রকারে কৃষ্ণের আরাধনা করি, যাহাতে আবির্ভূত হইয়া তিনি আমায় স্বয়ং দর্শন দান করিবেন। এই কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী কহিলেন—পুত্রি! জান না, তাঁহার স্বভাব দুর্নিবার—পুনরায় তোমায় বিরহবেদনা প্রদান করিবেন। এই শ্লোকটি, তদুত্তরে রচিত'।

যখন যাহাতে স্থির বুদ্ধি ধৈর্য্য হয়।
'ধৃতির' লক্ষণ এই কবিগণ কয়॥

২৫—হর্ষ

অভীষ্ট দর্শন, আর অভীষ্ট লাভেতে।
'হর্ষ' হয় চিত্তে এই রসশাস্ত্র মতে॥

অভীষ্ট লাভ হেতু, যথা—(শ্রীরাধা বিষয়ে নববৃন্দার উক্তি)—

যাই যব শ্যামরও মুখ হেরই। সুখ সায়র আসি অঙ্গহি ভরই॥
আঁখি উপেখি কতহি কত কহই। নায়র পেখনে নিমেষ কি সহই॥
সহজে দুটি আঁখি সো বিহি করই। শ্যাম ত্রিভঙ্গ রূপহি নাহি ধরই
এতই কহই ধনি সুখে তনু ভরই। হরষ সরস রস মাধব রচই॥

২৬—উৎসুক

ইষ্ট দৃষ্টি স্পৃহা, ইষ্ট প্রাপ্তির স্পৃহাতে।
উৎসাহে কালযাপনা 'ঔৎসুক্যের' রীতি॥

যথা—

আজু আওব যব নাগর রসিয়া। মান করি হাম রব মুখ ফিরিয়া॥
সো যব আদরে হেরব নয়নে। তাহে নাহি হেরব, হেরব গহনে॥
জবহু কোরে মঝু লেওব শ্যাম। তোই সমুখ মুখ চুম্বব হাম॥
যো বোল বোলব বদনহি বদনে। মাধবে সাধব মাধব নিজনে॥

২৭—উগ্র

'উগ্রতা' সাক্ষাৎ অঙ্গ না হয় শোভন।
অতএব বৃদ্ধাদিতে করি গৌণ বর্ণন॥

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মুখরা)—

নবীনা নাতিনা মোর ধর্ম্মভয় নাহি তোর মোর দৃষ্টি নাহি চলে দূরে
যদি না যাও কানাই মোর কিছু দোষ নাই মোরে কত দূর মধুপুর॥

২৮—অমর্ষ

অধিক্ষেপ, অপমানে 'অমর্ষের' স্থিতি।

অধিক্ষেপ হেতু অমর্ষতা, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রুক্মিণী)—

যে বলিলে রাজগণ তাথে মোর নাহি মন, তাহাদের পতি হউক তারা।
যাহাদের কর্ণমূলে না প্রবেশে কোন কালে তোমার গুণের মধু ধারা॥

২৯— অসূয়া বা পরসৌভাগ্যে বিদ্বেষ

সৌভাগ্যেতে, গুণগণে 'অসূয়া' উৎপত্তি॥

সৌভাগ্যে, যথা —(রাসান্তর্ধানে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার উক্তি)—

এই পথে গেছে হরি এক নারী কান্ধে করি ইহা মোরা কৈনু অনুমান।
অতিভার বয়া গেছে পদচিহ্ন ডুবি আছে দেখি কাঁপে আমাদের প্রাণ।

৩০—চাপল বা চিত্তের লঘুতা হেতু অগাম্ভীর্য্য

অনুরাগে দ্বেষে হয় 'চাপলের' স্থিতি।

রাগ হেতু, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

আর ব্রজের রমণী প্রফুল্লিত কমলিনী তাহা ক্রীড়া করে আশা পু'রে।
আমি কিছু নাহি জানি অপুষ্পিত কমলিনী কৃষ্ণ হস্তে না ছুঁইহ মোরে॥

৩১—নিদ্রা বা চিত্তের নিমীলন

ক্লম আদি হেতু হয় 'নিদ্রার' উৎপত্তি॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি বৃন্দা)—

শ্বাস বহে নাসিকায় উদর শোভিত তায় অভিনব পুষ্পের আস্তরে।
রাধিকার স্তনগিরি তারে উপাধান করি হরি নিদ্রায় পর্ব্বত কুহরে॥

৩২—সুপ্তি (স্বপ্ন)*

যথা—(শ্রীরাধার স্বপ্নাবেশে উক্তি)—

পথ ছাড় চঞ্চল যাব যমুনার জল এই বাক্য কহিয়া স্বপনে।
গোবিন্দের ভুজ লঞা তাথে নিজ শির দিয়া রাধা নিদ্রা যায় কুঞ্জভবনে॥

---

* বিবিধ চিন্তান্বিত এবং নানা বস্তুর অনুভবময় নিদ্রাকে 'সুপ্তি' কহে। ইন্দ্রিয়গণের উপরতি, শ্বাস এবং চক্ষুর্মুদ্রণ প্রভৃতি তাহার অনুভাব।

৩৩—বোধ বা নিদ্রা নিবৃত্তি*

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

সিংহ মহা শব্দ করে নিদ্রার প্রমোদ হরে সেই শব্দে হরি করে স্তুতি।
রাধার পীন পয়োধর লাগিয়াছে অঙ্গ' পর তাথে মনে বাড়ে বড় প্রীতি॥

সখীর প্রতি স্বীয় স্নেহ, যথা—(ললিতার সখী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

শৈল পরি হরি সঙ্গে রাধিকা বিহরে রঙ্গে বোমগণ করয়ে নর্ত্তন।
ললিতার মুখশশী অলকা পড়িছে খসি তাহা রাধা করয়ে মার্জ্জন॥

২। দশা চতুষ্টয়

১—উৎপত্তি বা ভাব সম্ভব§

যথা—(শশীমুখী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

রাধার মুগ্ধা বন্ধু ইহা না কহিয় কেহু কুঞ্জে কৈল পুরুষের ভাব।
এই হরির কথা শুনি কুটিল নয়ানে ধনি দেখাইল বামতা স্বভাব॥

২—সন্ধি†

সমান রূপদ্বয়ের সন্ধি, যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

চিরকাল পরে রাধার ভবনে বিনোদ নাগর যায়।
তা দেখি রায়ান মনেতে রুষিয়া অরুণ নয়নে চায়॥
তাহারে দেখিয়া রাধার নয়ান নিমেষ ছাড়িয়া দিল।
চিত্রের পুতলি যেমন রহয়ে তেমনি রাধিকা হল্য॥ **

ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধি, যথা—(পৌর্ণমাসীর উক্তি)—

পর্ব্বতের ভার জানি মনেতে বিষাদ মানি দুঃখিত সে সব গোপীগণ।
সদা কৃষ্ণ মুখ দেখি তাথে বড় হয় সুখী সদাই দ্বিবিধ গোপীর মন॥††

---

* অবিদ্যা, মোহ এবং নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত প্রবুদ্ধতা বা জ্ঞানাবিভাবকে 'বোধ' কহে।

§ ভাবের সম্ভাবকে 'উৎপত্তি' কহে।

† সমানরূপ বা ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সংমিশ্রণকে 'সন্ধি' কহে।

** এই উদাহরণে ইষ্ট ও অনিষ্টের যুগপৎ দর্শন হেতু, জাড্যের সন্ধি সূচিত হইয়াছে।

†† এই উদাহরণে বিষাদ ও হর্ষের সন্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভিন্ন হেতু নিমিত্ত, যথা—(কুন্দলতা প্রতি বৃন্দা)—

রাধার সহিত নব অনুরাগ যবে বাঢ়াইল হরি।
পদ্মারে ললিতা ইঙ্গিত করএ কত অবহেলা করি॥
পদ্মা তাহা শুনি চরণে ধরণী লিখয়ে মৌন করি।
বদন বাহিয়া চর্ চর্ হঞা কত পড়ে স্বেদ বারি॥§

৩—শাবল্য বা উত্তরোত্তর সম্মর্দ*

যথা—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধার উক্তি)—

পুণ্যবতী সেই নারী নন্দের নন্দন হরি যার সনে করএ বিহার।
মোর চপলতা দেখি রুষিবে ললিতা সখী কত নিন্দা করিবে আমার॥
গোবিন্দের আলিঙ্গনে উৎকণ্ঠা বাড়িছে মনে বিধি মোরে বড় দুঃখ দিল।
যদি পাঞাছিলাম হরি কপট প্রবন্ধ করি মোর মনে মান প্রকাশিল॥†

৪—শান্তি বা ভাবের লয়

যথা—(সখী প্রতি নান্দীমুখী)—

সখী বাক্য পরচার সেই মহা কুঠার তাথে যার না হৈল ছেদন।
দূতীবাক্যে বহুতর সেই নদী নিঝর তাথে যার না হৈল উন্মূলন
দেখ, কৃষ্ণ বাঁশীর মাধুরী।
সে কমলার মান-বৃক্ষ তাহা উপাড়িতে দক্ষ হেন বাঁশী-পবন-লহরী॥

---

§ এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণ হেতু চিন্তা ও ললিতা হেতু অমর্ষের সন্ধি সূচিত হইয়াছে।

* ভাবনিচয়ের উত্তরোত্তর পরস্পর সম্মর্দনকে 'শাবল্য' কহে।

† এই উদাহরণে চপলতা, শঙ্কা, ঔৎসুক্য ও অমর্ষ প্রভৃতির শাবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স্থায়িভাব প্রকরণ

——*——

স্থায়িভাব বা মধুরা রতি*

এই ত শৃঙ্গারে যেই স্থায়িভাব হয়।
তাহাকে 'মধুরা রতি' কবিগণ কয়॥

(ক)—রতি আবির্ভাবের হেতু বা রতিভেদ

'অভিযোগ', 'বিষয়েতে', আর 'সম্বন্ধেতে'।
'অভিমানে', 'তদায় বিশেষে', 'উপমাতে',॥
আর 'স্বভাবতঃ' রতি আবির্ভূত হয়।
যথোত্তর উত্তমত্ব কবিগণ কয়॥

১—অভিযোগ

নিজ হৈতে, পরেতে বা, ভাব প্রকাশন।
'অভিযোগ' বলি তারে কহে কবিগণ॥

---

* 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'-গ্রন্থে, দক্ষিণ-বিভাগ পঞ্চম লহরীতে, 'স্থায়িভাব'-সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রণালীতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হাস্যাদি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাবকে বশগত করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজমান হয়, তাহাকেই 'স্থায়িভাব' বলে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই, স্থায়িভাব বলিয়া ভক্তিরস-প্রকরণে কথিত হইয়াছে। এই রতি দ্বিবিধ—'মুখ্যা' ও 'গৌণী'। 'মুখ্যা'—'স্বার্থা' ও 'পরার্থা' ভেদে দ্বিবিধ। ইহারা প্রত্যেকেই আবার—শুদ্ধা, প্রীতি সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা ভেদে পঞ্চবিধ। 'গৌণী'—হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা - এই সপ্তবিধ। এই সকল রতির আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, কেবলমাত্র শেষোক্তর আলম্বন দেহাদি। এই সকল রতির ভিন্ন ভিন্ন 'চেষ্টা' আছে। তাহা হইলে—মুখ্যারতি ১ ও গৌণী রতি ৭—এই অষ্টবিধ রতি, যাবৎ রসাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ইহাদিগকে 'স্থায়িভাব' বলে।

স্বাভিযোগ যথা,—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

মোর অধর নিরখিয়া নূতন পল্লব লৈয়া হরি কৈল দশনে দংশন।
আমি তা নয়নে দেখি ভুলিয়া রহিল আঁখি প্রস্ফুটিত হয় মোর মন॥

পরকর্ত্তৃক অভিযোগ, যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পত্রহারী দূতী)—

তোমার সম্বাদ শুনি চঞ্চল হইলা ধনি, তার মন হইল ঘূর্ণ্যমান।
ভাবের তরঙ্গে ভাসে অঙ্গের বসন খসে তথাপি নাহিক তার জ্ঞান॥

২—বিষয়

'শব্দ', 'স্পর্শ', আদি করি পঞ্চ 'বিষয়'।
রতির কারণ বলি বুধগণ কয়॥

'শব্দ' হেতু, যথা,—(জিজ্ঞাসাকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধা)—

একজনার কৃষ্ণনাম ত্রিভুবনে অনুপাম শুনি মতি হইল চঞ্চল।
উন্মাদের সাগরে জনু ফেলাইল মোরে আর জনার মুরলীর কল॥
এই জলধর দ্যুতি হরিল আমার মতি পটে যার কৈনু দরশন।
একা আমি যুবতী তিন জনে হলে রতি বর আমার মঙ্গল মরণ॥

'স্পর্শ', হেতু যথা,—(ঐ)—

একদিন ব্রজপুরে অতি গাঢ় অন্ধকারে এক যুবা-মোরে পরশিল।
সে দিন অবধি করি রোমগণ নিদ্রা ছাড়ি অদ্যাবধি তেমতি রহিল॥

'রূপ' হেতু, যথা—(হংসদূত মুখে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতা)—

তুয়া রূপ আকর্ষণ রাধা কৈল দরশন হিতাহিত কিছুই না জানে।
প্রেমানলে প্রকাশিল আপে আত্মা খোয়াইল কীট যেন পুড়য়ে দহনে॥

'রস' হেতু, যথা, —(সখী বাক্য)—

অঙ্গ হৈল পুলকিত তনু যেন বিগলিত তরঙ্গিত হৃদয় হইল।
রাধার এমন দেখি মনে অনুমানি সখী ললিতারে কহিতে লাগিল॥
আমি ইহার বুঝিলাম কারণে।
কৃষ্ণের অধরামৃত তাম্বুলের চর্ব্বিত তুমি দিলে রাধার বদনে॥

'গন্ধ' হেতু, যথা,—(ঐ)—

কেমন সে সুখা তরু যার পুষ্প এত চারু তাহাতে বৈজয়ন্তী রচিত।
সৌরভে ভ্রমরা ভুলে কেবা যাতযাম* বলে মোর মন কৈল উন্মাদিত॥

লোকোত্তর বস্তুর এমন শক্তি হয়।
এক কালে স্ফূর্ত্তি করায় রতি তদ্বিষয়॥

৩—সম্বন্ধ

'কুল', 'রূপ' আদি বস্তুর গৌরব† যে হয়।
'সম্বন্ধ' বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥

যথা,—(কোন সখীর প্রতি ব্রজসুন্দরীর উক্তি)—

কে বর্ণিবে বল তাথে গিরি ধরে বাম হাতে রূপ ত্রিভুবনের মোহন।
জন্ম ব্রজরাজ ঘরে গুণ লেখা কেবা করে লীলা চমৎকারের কারণ॥
সখি, হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তাহার মুরলী শুনি হেন কে রমণী গণি যে করয়ে ধৈর্য্য সম্বরণ॥

৪—অভিমান

অনেক অপূর্ব্ব বস্তু আছয়ে ভুবনে।
কিন্তু মোর বড় ইচ্ছা হয় এই ধনে॥
এই মত ভাবি যেই করিয়ে নির্ণয়।
'অভিমান' বলি তারে বুধগণ কয়॥§

যথা,—(নান্দীমুখী প্রতি শ্রীরাধা)—

এই ত ধরণী মাঝে অনেক নাগর আছে তাহারা অনেক রস জানে।
তাহাদিকে কুলবতী স্বয়ম্বরে কৈল পতি তাহা মোর নাহি লাগে মনে॥
চূড়া নাহি যার মাথে বেণু নাহি যার হাতে গিরি ধাতু নাহি যার দেহে।
হউক মেনে সুন্দর বিদগ্ধ নাগর বর তৃণসম নাহি গণি তাহে॥

---

* যাতযাম = পরিভুক্ত। † গৌরব = আধিক্য।

§ মমতার আস্পদ বিষয়ে যে-কোন অনন্যতাময় সম্বন্ধ-বিশেষের নাম—'অভিমান'। এই 'অভিমান' রূপাদিকে অপেক্ষা না করিয়া রতি উৎপাদন করে।

৫—তদীয় বিশেষ

'পদচিহ্ন', 'বৃন্দাবন', আর 'প্রিয়জন'।
'তদীয় বিশেষ' কহে রসিকের গণ ॥

'পদচিহ্ন', যথা,—(দূরদেশ হইতে আগতা নবপরিণীতা গোপকুমারীর উক্তি)—

চক্রাম্বুজ দম্ভোলী চিহ্নিত পদাঙ্কগুলি কার বটে কহত আমারে।
যাহা দেখি মোর মন সদা করে ঘূর্ণন তনুরুহগণ নৃত্য করে ॥

'বৃন্দাবনাশ্রিত স্থান' বা 'গোষ্ঠ', যথা,—(ঐ)—

দেখি এই বৃন্দাবন চঞ্চল আমার মন দেখ ইহার অপূর্ব্ব মাধুরী।
বুঝি এই বন মাঝ কোন বা নাগররাজ সদা রহে ইহ ক্রীড়া করি ॥*

৫—'প্রিয়জন'

গোবিন্দের প্রৌঢ়ভাবে বিভাবিত মন।
রসশাস্ত্র মতে হয়ে কৃষ্ণ-'প্রিয় জন' ॥

যথা, —(শ্রীরাধা দর্শনে নববধূর উক্তি)—

রাধারে দেখিতে মোর সখিজন নিবারিল বারে বার।
তথাপি রাধারে দেখিলাম আমি সকল মাধুরী সার ॥
সেই দিন হতে তৃষিত নয়নে চারিদিক্ পানে চাই।
শ্যামল বরণ একটি পুতলি তাহাতে দেখিতে পাই ॥

৬—উপমা

যথা কিঞ্চিৎ সদৃশতা যাহাতে রহয়।
'উপমা' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(নটকে দেখিয়া সখীর প্রতি কোন গোপকুমারী)—

নব জলধরদ্যুতি বড়ই মধুর মূর্ত্তি এই নট করিয়াছে বেশ।
ধরিয়াছে যার রূপ সেই যুবা অপরূপ তোমরা দেখেছ কোন্ দেশে ॥

---

* কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু, রতি ও রতিবিষয়ক আলম্বন, এই উভয়ই শীঘ্র যুগপৎ প্রকটিত করে। এস্থলে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ব্রজপুর, নববধূর হৃদয়ে, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ারতি ও তাহার আলম্বন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যুগপৎ প্রকট করিয়া দিল।

যথা বা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণতুল্য মেঘ-লেখা ইন্দ্রধনু শিখিপাখা বিদ্যুৎ হয়াছে পীতাম্বর।
সে মেঘ দেখিয়া ধনি নয়নে বহিছে পানি ভাবে অঙ্গ হৈল স্থিরতর ॥

৭ – স্বভাব

বাহ্য হেতু বিনা যেই রতির উৎপত্তি
তদুদ্বোধ হেতু অল্প গুণ রূপ শ্রুতি ॥

নিসর্গ

দৃঢ়াভ্যাস সংস্কারে 'নিসর্গ' উৎপত্তি।
তদুদ্বোধ হেতু অল্প গুণরূপ শ্রুতি ॥

'গুণ শ্রবণ নিমিত্ত স্বভাব', যথা,—(সখীর প্রতি রুক্মিণী দেবী)—

রুক্মি করু তর্জ্জন ছাড়ুক মোরে বন্ধুগণ পিতা মোর হউন লজ্জিত।
শুনি মোর চপলতা রোদন করুন মাতা মোর দশা হউক বিপরীত ॥
শুনি কৃষ্ণের গুণগণ ভুলিয়াছে মোর মন শিশুপালে করে ঘৃণাকার।
যে বল, সে বল মোরে মোর মন যদুবরে কিছু না বলিহ মোরে আর ॥

স্বরূপ ভাব

বিনা হেতু স্বতঃসিদ্ধ 'স্বরূপ' ভাব হয়।
তাহারে ত্রিবিধ করি কবিরা কহয় ॥
'কৃষ্ণনিষ্ঠ' হয়ত, 'ললনা-নিষ্ঠ' আর।
'কৃষ্ণ-ললনা-নিষ্ঠ'—তিন ভেদ তার ॥

অ—কৃষ্ণ-নিষ্ঠ স্বরূপ

'কৃষ্ণ-নিষ্ঠ' স্বরূপ পরম মোহন।
দৈত্য বিনা, সুখেতে জানয়ে ভক্তগণ ॥

যথা,—(নারীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বিমানচারিণী দেবীগণোক্তি)—

এ নহে গোপনারী হরি বধূ-বেশ করি সুরনারীর মন কৈল চুরি।
রবি বিনে অন্ধকার বিনাশিতে শক্তি কার অতএব জানিল বটে হরি ॥

আ—ললনা-নিষ্ঠ স্বরূপ

'ললনা-নিষ্ঠ' স্বরূপ হয় স্বয়ং উদ্বুদ্ধ।
অ-দৃষ্ট অশ্রুত হলেও রতির আবন্ধ॥

যথ,—(দর্শনাদির পূর্ব্বেই, শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়া সখী প্রতি শ্রীরাধা)—

নাহি দেখি নাহি শুনি হেন যে পুরুষ মণি মোর মন করে সম্ভাবন।
ঘনশ্যাম পীতাম্বরে সঙ্কল্প করিয়া তারে বৃথাই ঘুরয়ে মোর মন॥

ই কৃষ্ণ-ললনা বা উভয়-নিষ্ঠ স্বরূপ

কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়ার যেই স্বরূপ হয়।
'উভয়-নিষ্ঠ' বলি তারে কবিগণ কয়॥

যথা,—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

দ্বিজ বেশ ধরি রবি পূজিবারে বুঝি সে নাগর এল।
নহে কেন মোর তনু পুলকিত অন্তর দ্রবিয়া গেল॥
গগন মাঝারে শশধর যদি উদয় নাহিক করে।
চন্দ্রকান্ত মণি কেন বা গলিবে বঞ্চন না কর মোরে॥

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বভাবাসদ্ধা রতি

'অভিযোগ' আদি করি বিলাস প্রকার।
কৃষ্ণে স্বভাব-রতি হয় গোপীকার॥

(খ)—রতির তারতম্য

ত্রিবিধ রতি

'সাধারণী', 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা' রতি আর।
কুব্জাদি, মহিষী, ব্রজদেবীতে প্রচার॥
'সাধারণী'—মণিবৎ অতি সুলভা নয়।
'সমঞ্জসা'—চিন্তামণি সুদুর্লভা হয়।
গোপীর 'সমর্থা' রতি, আর কোথাও নয়।
অনন্যলভ্য বলি তারে কবিগণ কয়॥

১—সাধারণী রতি

কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে 'সাধারণী' হয়।
সম্ভোগেচ্ছা হেতু তাহা অতি সান্দ্র নয়॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কুব্জা বাক্য)—

কতদিন মোর সহ করহ রমণ। তোমার বিয়োগ মোর নাহি সহে মন॥

নিবিড় না হয় রতি, ভোগেচ্ছা-প্রধান
কুব্জাতে ইহার স্থিতি শাস্ত্র পরমাণ॥

২—সমঞ্জসা রতি

গুণাদি শ্রবণে কৃষ্ণ-পত্নীভাব ধরে।
সান্দ্র হয় কখন ভোগেচ্ছা ভেদ করে॥
সেই রতি রস শাস্ত্রে 'সমঞ্জসা' নাম।
রুক্মিণ্যাদি মহিষীতে হয় তার স্থান॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রুক্মিণী দেবীর সন্দেশ-পত্র)—

তোমার বিদ্যা, রূপ, শীল, বয়ঃ ধাম, ধন, কুল, হয় ত্রিজগতের মোহন।
কোন ধীর যুবতী হয়া মহানন্দবতী নাহি বাঞ্ছে তোমার চরণ॥

সমঞ্জসায় সম্ভোগ ইচ্ছায় হয় বিভিন্নতা।
তাহাতে দুষ্কর হয় কৃষ্ণের বশ্যতা॥

৩—সমর্থা রতি

পূর্ব্ব হতে অপূর্ব্ব বিশেষ রতি হয়।
সম্ভোগের ইচ্ছা কেবল হয় রতিময়॥
'সমর্থা' বলিয়া তারে কবিগণ ভণে।
সেই সমর্থার স্থিতি ব্রজদেবী গণে॥
সেই রতি স্বস্বরূপে হয়ত উদয়।
কিবা তার হেতু যত কিঞ্চিৎ অম্বয়॥

'সমর্থা রতির' গন্ধে জগৎ বিস্মরে।
বড়ই নিবিড় সেই হয় সর্ব্বোপরে ॥

যথা,—(বৃন্দার উক্তি)—

ত্রিভুবনে যত নারী রাধা হয় সর্ব্বোপরি দেখি সেই রূপের তরঙ্গ।
তোমার কথা মনোহারী গুরুজন শঙ্কা করি তার কাছে না করে প্রসঙ্গ ॥
পথে চলে যাও তুমি হয় নুপুরের ধ্বনি সেই ধ্বনি শুনিয়া কিশোরী।
কখন যা না শুনিল তার কর্ণে না কহিল উঠে রাধা 'কৃষ্ণ—কৃষ্ণ' করি।

অদস্তু বিলাস ইহা অতি চমৎকার।
সম্ভোগেচ্ছা বিশেষের ভেদ নাহি তার ॥
ইহাতে কৃষ্ণের সুখ কেবল তাৎপর্য্য।
অতএব 'সমর্থা রতি' হয় মহা ধৈর্য্য ॥
পূর্ব্বে যে দুই রতি করিনু বর্ণন।
কদাচিত সুখার্থেতে তাহার উদ্যম ॥

মহাভাব

এই রতি প্রৌঢ় হলে 'মহাভাব' হয়।
ভক্ত বিমুক্তগণ ইহারে বাঞ্ছয় ॥

প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি

'সমর্থা রতি' দৃঢ় হলে, 'প্রেম' নাম হয়।
এই ক্রমে পুনঃ 'স্নেহ', 'মানের' উদয় ॥
'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'ভাব'।
এই সীমা পর্য্যন্ত রতির প্রভাব ॥
বীজ অরোপিলে ইক্ষু রস হয় তাথে।
তাথে গুড়, তাথে খণ্ড, শর্করা এই মতে ॥
তাথে সিতা হয় সিতোপলা এই মতে।*
রতি হতে প্রেমাদি জন্ম লয় তাথে ॥

* সিতা—মিশ্রী ; সিতোপলা—ওলা।

গুড় হৈতে গূঢ় বিকার তার গুড় নাম।
প্রেম-বিকার স্নেহ আদি 'প্রেম' ত আখ্যান॥
যাহার যাদৃশী ভাব কৃষ্ণেতে উদয়।
তাহাতে তাদৃশ ভাব গোবিন্দের হয়॥

৯-প্রেম

ধ্বংসের কারণে যার না হয় ধ্বংসন।
'প্রেম' হয় সেই দোঁহার ভাবের বন্ধন॥

যথা,—(নান্দীমুখী প্রতি শ্রীরাধা)—

তোমারি শপথ মোরে আমি করি ধর্ম্মাচারে তাথে মোর নাহি কিছু দোষ।
কত কুবচন বলি আমি তারে দিই গালি তুমি মোরে মিছা কর রোষ॥
সখি, বড়ই নিঠুর পরাণ তার।
পথ আগলিয়া রহে আমি কি করিব তাহে গৃহপতি করু প্রতিকার॥

'প্রেম' ত্রিবিধ

সেই 'প্রেম' হয় তাথে ত্রিবিধ প্রকার।
'প্রৌঢ়', 'মধ্য', 'মন্দ'—এই ভেদ হয় তার॥

[১। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বিষয়ক প্রেম-ভেদ]

(অ)—'প্রৌঢ়' প্রেম

বিলম্বে নায়ক-চিত্ত প্রিয়া নাহি জানে।
নায়কের ক্লেশ হয় 'প্রৌঢ়' প্রেম গুণে॥

যথা,—(মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

সুবল, নিকুঞ্জে যাহ যাঞা রাধিকারে কহ আমার মুখের এক বাণী।
আমার বিলম্ব দেখি মনে না হইও দুঃখী তিলেক বিলম্বে যাব আমি॥
এথা এক মহামত্ত আসিয়াছে দুষ্ট দৈত্য আমি তায় করি বিনাশন।
মিলিবগা প্রিয়া সঙ্গে করিব অনেক রঙ্গে উৎকণ্ঠিত আছে মোর মন॥

আ—'মধ্য' প্রেম

অন্য নায়িকার প্রেম অপেক্ষিত যাথে।
'মধ্য'-প্রেম বলি তারে রশশাস্ত্র মতে॥

যথা,—(চন্দ্রাবলীর সহিত মিলনান্তর শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

চন্দ্রাবলী বর নারী তার সঙ্গে রঙ্গ করি গোঞাইলাম সকল যামিনী।
তথাপি আমার মনে রহি রহি ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশয়ে রাধা গুণমণি॥

ই—'মন্দ' প্রেম

সদাই আত্যন্তিক হয় পরিচয় যাথে।
উপেক্ষা অপেক্ষা নাই 'মন্দ'-প্রেমাতে॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পুরোহিত-পত্নী)—

মানিনী অশোক- লতারে আনগা বহু অনুনয় করে।
প্রেমবতী জনে আমি উপেখিলে লোকে দোষ দিবে মোরে॥

[২। প্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-ভেদ]

অ—'প্রৌঢ়'-পেম

অথবা, বিরহ যাথে না পারে সহিতে।
'প্রৌঢ়'-প্রেম বলি তারে রসশাস্ত্র মতে॥

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

বারে বারে তুমি মান করিবারে আমারে কহিছ, সখি।
কানুর লিখন পটেতে লিখিয়া মোরে আনি দেহ দেখি॥
যাহারে দেখিয়া মনে সুখী হৈয়া ঢাকিয়া রহিব কান।
মুরলীর ধ্বনি তাথে নাহি শুনি তবে সে করিব মান॥

আ—'মধ্য'-প্রেম

কষ্টেতে বিরহ যেই পারয়ে সহিতে।
তাহাই 'মধ্য'-প্রেম রসশাস্ত্র মতে॥

যথা—(সখীর প্রতি কোন যূথেশ্বরী)—

এই ত দীঘল দিন কখন হইবে ক্ষীণ সন্ধ্যাকাল হইবে কখন।
তাহাতে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া পাইব সুখ বনে হতে আসিবে যখন॥

ই—'মন্দ'-প্রেম

কদাচিৎ বিস্মরণ হয়ত যাহাতে।
'মন্দ' প্রেম বলি তারে রসশাস্ত্র মতে॥

যথা—(ঐ)—

এলে প্রতিপক্ষ নারী তার প্রতি ঈর্ষ্যা করি পাশরিলাম মালার গ্রন্থন।
কি করিব সহচরী ঐ পারা এলো হরি হাম্বারব করে ধেনুগণ॥

২—স্নেহ

প্রেমের পরম কাষ্ঠা জ্ঞানোদ্দীপন।
হৃদয় দ্রবায়, 'স্নেহ' কহে কবিগণ॥
এই স্নেহ উদয় করয়ে যার মনে।
তার আশা নাহি পুরে কৃষ্ণ দরশনে॥

যথা—(রাধা প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণের বদন-বিধু তাহার কিরণ শীধু তাঁহা রাধা নয়ন-চকোর।
পুনঃ পুনঃ পান করে তভু নাহি ছাড়ে তারে শীধু পানে হইয়াছে ভোর॥
অদভুত লাগিল দেখিয়া।
পেটভরি সুধা খায়ে অশ্রু ছলে উগারয়ে তভু পীয়ে উন্মত্ত হইয়া॥

'স্নেহ বা মনোদ্রব'—ত্রিবিধ

'অঙ্গ সঙ্গ' মনোদ্রব কনিষ্ঠ নাম হয়।
'বিলোকনে' মনোদ্রব মধ্য বলি তায়॥
'শ্রবণাদি' মনোদ্রব হয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।
মনোদ্রবের এই তিন ভেদ হয় ইষ্ট॥

১—'অঙ্গ সঙ্গ' মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পালীর সখী)—

ঘন রসরূপ তুয়া তনুখানি যাহার পরশ পাঞা।
লাবণিময় পালী মনেতে দ্রবিল বিলাসে কৌতুকী হয়া॥

২—'অবলোকনে' মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামার সখী বকুলমালা)—

তুয়া মুখপদ্ম-সুহৃৎ শ্যামার হৃদয় ঘৃত দ্রবীভূত হইবারে পারে।
দেখি শ্যামার মুখচন্দ্র তুয়া মন চন্দ্রকান্ত নাগ-লালা চিত্র লাগে মোরে॥

৩—'শ্রবণে' মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

তোমার অর্দ্ধেক নাম কর্ণ মন অভিরাম যেই মাত্র কর্ণে প্রবেশিল।
তাহাই শুনিয়া রাধা হইল মুগ্ধামেধা কতক্ষণ স্তব্ধ হইল॥

৪—'স্মরণ' হেতু মনোদ্রব

যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি নান্দীমুখী)—

কৃষ্ণচন্দ্র করি মনে বসিয়াছ স্ব-ভবনে তেই তনু কাঁপিছে সঘনে।
তোমার স্নেহ অতিশয় তাথে মন দ্রব হয় ইহা আমি বুঝিয়াছি মনে॥

'স্নেহ'—স্বরূপতঃ দ্বিবিধ

সেই স্নেহ হয় পুনঃ দুই ত প্রকার।
'ঘৃত' এক নাম হয়, 'মধু' নাম আর॥

১—'ঘৃত'-স্নেহ

অত্যন্ত আদর যাথে, সেই হয় 'ঘৃত'।
এই মত কহে রসশাস্ত্রের পণ্ডিত॥
ভাবান্তরান্বিত হয় অতি স্বাদু পুনঃ।
স্বভাব শীতল আদরেতে হয় ঘন॥
দোঁহার আদরে গাঢ় ঘৃতের সমান।
অতএব 'ঘৃত-স্নেহ' হৈল তার নাম॥

যথা,—(ললিতাদির প্রতি পদ্মা)—

দূরেতে যাহারে হেরি আপনি উঠিয়া হরি যাহারে করয়ে আলিঙ্গন।
যার স্নেহে বশ হয় সদাই নিকটে রয় ছাড়িয়া না যায় কোন ক্ষণ ॥
কৃষ্ণলীলা-বৃষ্টি পাঞা মনেতে কৌতুকী হঞা দ্রব হয় শীতোপল যেন।*
হেন চন্দ্রাবলী সখী তার তুল্য নাহি দেখি তার সম কে হইবে পুনঃ ॥

'গৌরব'

'গৌরব' হইতে হয় পরম আদর।
সেই গৌরব হয় দোঁহাকার পরস্পর ॥
রত্যাদি স্থানে 'গৌরব' যদ্যপী আছয়।
কিন্তু এই স্থানে 'গৌরব' অতি ব্যক্ত হয় ॥

২—'মধু'-স্নেহ

আমার কৃষ্ণ—এই জ্ঞান অধিক যাহাতে।
'মধু'-স্নেহ বলি তারে রসশাস্ত্র মতে ॥
সহজে মধুর, নানা রস সমাহার।
যদি উষ্মা ধরে, সেই মধু সাম্যে তার ॥

যথা,—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

স্নেহময় মাধুর্য্য সার তাহাতে নির্ম্মাণ যার হেন রাধা সুধার প্রতিমা।
গুণ-সংখ্যা নাহি তায় ভাব-উষ্মা সদা গায় কিনা দিব তাহার উপমা ॥
সুবল, রাধা মোর মন হরি নিল।
যার নাম কর্ণ-পথে অর্দ্ধ মাত্র প্রবেশিতে সব মোর বিস্মৃতি হইল ॥

৩—মান

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে 'মান' কহে বুধগণ ॥†

---

* শীতোপল—ওলা

† অদাক্ষিণ্য—কৌটিল্য।

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা)—

তোমার সুরভি যায় পথে ধূলি উড়ে তায় সেই ধূলি নয়নে লাগিল।
তাথে মোর আঁখি ঝুরে মুখানিলে কিবা করে ইহা বলি ভুরু বাঁকাইল॥

'মান'—দ্বিবিধ

সেই ত মানের হয় দ্বিবিধ আখ্যান।
'উদাত্ত', 'ললিত'—এই শাস্ত্র পরমাণ॥

১—'উদাত্ত'

ঘৃত-স্নেহ গম্ভীরতায় 'উদাত্তের' বন্দ।
দাক্ষিণ্যভাক্, অদাক্ষিণ্য, আর বাম্য গন্ধ॥§

'দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান', যথা—(কুন্দবল্লী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

আমার বদনে রাধিকার নাম তাহা শুনি চন্দ্রাবলী।
মুখের হসিতা দ্বিগুণ করিল হাতে দিয়া করতালি॥
বিনয় বচন শুনিয়া আমার বিনয় বচন কয়।
তাহা শুনি মোর সখাগণ যেন চিত্রের পুত্তলি রয়॥

'বাম্য গন্ধোদাত্ত মান' যথা—(কোন সখীর প্রতি চন্দ্রাবলী সখীর উক্তি)—

পাশক খেলিতে ধনিরে জিনিয়া হরি চাহে আলিঙ্গন।
কুটিল নয়নে মন চাহে ধনি হাতে করে নিবারণ॥

২—'ললিত'

মধুস্নেহ, কৌটিল্যের স্বভাব সুন্দর।
আর পরিহাস-বিশেষ, 'ললিত' সর্ব্বোপর॥

অ—'কৌটিল্য'-ললিত

যথা,—(রতিমঞ্জরী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

স্তনে করি হস্তার্পণ হরির কৌতুকী মন চিরকাল রাই সুখ পেল।
পুলকে মঙ্গলা সখী তাহা চিরকাল দেখি বাম স্তনে হরিরে তাড়িল।

---

§ দাক্ষিণ্য—সরলতা। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে, 'সহেতুক' ও 'নির্হেতুক' এই দ্বিবিধ 'মান' বর্ণিত হইয়াছে। এই উদাহরণে—'সহেতুক'-মান বর্ণিত হইল।

আ— 'নর্ম্ম'-ললিত

যথা,—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে)—

মিছা না কহিবে তোমার রসনা সেহ বড় পুণ্যবতী।
কুলবতী সতীর অধর পানেতে সদাই যাহার রতি ॥
তোমার যে কর সে বড় সুন্দর কেন না করিব বল।
নীবীর বন্ধন দেখিয়া যে কর সদা করে টলমল ॥

৪—প্রণয়

মানের বিশ্বাস* হলে হয়ত 'প্রণয়'।
এই মত রসশাস্ত্রে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(সখী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

হরির কর কুচ 'পরি তার স্কন্ধে কণ্ঠ ধার ভ্রূকুটিল কুটিল নয়ন।
প্রমোদ-অশ্রু নেত্রে বয় কৃষ্ণ অঙ্গে সিঞ্চয় লয়া করে তাহার মার্জ্জন ॥

'প্রণয়'—দ্বিবিধ

এই 'প্রণয়ের' স্বরূপ হয়ত বিশ্বাস।
বিশ্বাস দ্বিবিধ—'মৈত্র', 'সখ্য' পরকাশ ॥

অ— 'মৈত্র'-বিশ্বাস

যাহার বিশ্বাসে রহে সহজ বিনয়।
'মৈত্র' বলিয়া ভাবজ্ঞেরগণ কয় ॥

যথা,—(স্বাধীনভর্ত্তৃকা চন্দ্রাবলীর প্রতি তদীয়া কিঙ্করীর উক্তি)—

তোমার যে শ্রীচরণ নাহি কর সঙ্কোচন ইহাতে নূপুর পরাইব।
যাহার শব্দ শুনি লজ্জা পাবে মরালিনী বিপক্ষ কামিনী লজ্জা পাব ॥

---

* বিশ্বাস—এই 'বিশ্বাস' বা সম্ভ্রম-রাহিত্যে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন বুদ্ধি ও দেহের ঐক্যভাবন লক্ষিত হইয়াছে।

আ—'সখ্য'-বিশ্বাস

সধ্বস রহিত যাথে হয়ত বিশ্বাস।*
স্ববশতাময় হয় সখ্য পরকাশ॥

যথা,— শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সত্যভামা)—

যদি তোমার সত্য বাণী পারিজাত তরুখানি মোর গৃহে কর আরোপণ।
তবে জানি মোর প্রতি তোমার অধিক প্রীতি এইবারে জানি তোমার মন।

অথবা, (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৩১) —

গোপী সঙ্গে রাস করি অন্তর্ধান হৈল হরি রাধা লয়া করিল গমন।
রাধা কহে অহে হরি আমি ত চলিতে নারি লেহ মোরে যথা তোমার মন॥†

'স্নেহ'—'প্রণয়'—'মান'

'স্নেহে', 'প্রণয়' হয়া কভু হয় 'মান'।
'স্নেহ' হৈতে 'মান' পুনঃ, 'প্রণয়' হয় নাম॥
অতএব কার্য্য-কারণ হয় পরস্পর।
তাহাদের উদাকৃতি হয় স্বতন্তর॥

'সু-সখ্য' ও 'সু-মৈত্র'

উদাত্ত স্নেহেতে যুক্ত 'মৈত্র', 'সখ্য' হয়।
'সুমৈত্র', 'সুসখ্য' তাথে যথাক্রমে রয়॥

'সুমৈত্র' যথা,—(কোন সখীর প্রতি চন্দ্রাবলীর সখীর উক্তি)—

সখীর নিকটে রজনীর কথা কহিছে বরজ নাথ
বসনে হরির বদন ঢাকিতে রাধিকা তুলিল হাত॥
এমনি রাধার প্রীত।
অমনি বদন নামিয়া রহিল করিল মুগুধার রীত॥

'সুসখ্য' যথা—(নান্দীমুখী প্রতি বৃন্দা)—

একবার করি অধর চুম্বন খেলা পণ নিরমাণ।
জিনিয়া নাগর রাধার অধর দু'বার করিল পান॥

* সধ্বস=ভয়। † এই উদাহরণে, দৃপ্তাহেতু 'মান' পরিলক্ষিত হইতেছে।

তাহা দেখি রাধা কুটিল নয়নে চাহয়ে নাগর পানে।
ভুজলতা দিয়া অমনি বান্ধিল রোষ করি যেন মনে॥

৫—রাগ

'প্রণয়' উৎকর্ষে দুঃখ, সুখ সম হয়।
'রাগ' বলি রসশাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

যথা, (সখীগণ প্রতি ললিতা)—

সূর্য্যের কিরণে তপ্ত সূর্য্যকান্ত মণি যত তাহে অদ্রিতট ক্ষুরধার।
তাহাতে দাঁড়াঞা রাধা না জানে মনের বাধা দেখে কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য অপার
দেখ, রাধা-প্রেমের মাধুরী।
ইন্দীবর সূর্য্য'পরি যেমন চরণ ধরি অচঞ্চল রহিল সুন্দরী॥

'রাগ'—দ্বিবিধ

সেই 'রাগ' হয় ইহ দুই ত প্রকার।
'নীলিমা' বলিয়া এক, 'রক্তিমা' নাম আর॥

১—'নীলিমা' রাগ

সেই ত 'নীলিমা' রাগ দুই ত প্রকার।
'নীলি', 'শ্যামা'—এই দুই ভেদ হয় তার॥*

ক—'নীলী'-রাগ

ক্ষয় সম্ভাবনা নাহি, প্রকাশ নহে যেই।
স্বভাবের আবরণ 'নীলী'-রাগ সেই।
'নীলী'-রাগ কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলীতে প্রচার।
দোঁহার অক্ষয় রাগ প্রকাশ নাহি তার॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভদ্রা)—

বিশদ আশয়ে তুয়া প্রতারণা গুণ বলি পুনঃ জানে।
চন্দ্রাবলী সনে তোমার পীরীতি সখীরাও নাহি জানে॥

---

* নীলবৃক্ষ এবং শ্যামলতাজাত রাগ বা রঙ্গকে 'নীলিমা' কহে।

খ—'শ্যামা'-রাগ

ভীরুতা-ওষধিসেকে অল্প প্রকাশিত।
চিরকাল সাধ্য 'শ্যামা'-রাগ শাস্ত্রমত॥

যথা—(কলহান্তরিতা ভদ্রার প্রতি তদীয়া সখী)—

পূর্ব্বে কুঞ্জের অন্তরে অল্প মাত্র অন্ধকারে না যাইত তোমার নিকটে।
সেই আজি কুঞ্জ ঘরে অতি ঘোর অন্ধকারে তোমায় খুঁজে পড়েছে শঙ্কটে॥

২—'রক্তিমা' রাগ

কুসুম্ভ-সম্ভব, আর মঞ্জিষ্ঠ-সম্ভব।
দুই প্রকার 'রক্তিমা', কহয়ে কবি সব॥

ক—'কুসুম্ভ' রাগ

'কুসুম্ভ'-রাগ সেই, চিত্তে লাগয়ে ত্বরিত।
অন্য রাগ দ্যুতি ব্যঞ্জে, শোভে যথোচিত॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্যামলার কোন অমিতার্থা দূতী)—

তোমার শ্রবণাবধি ভুজগ দেখয়ে যদি তারে তুয়া ভুজ বলি মানে।
নানাভাব পরচার এমন স্বভাব তার চিত্ত ধৈর্য্য ছাড়ে উন্মাদনে॥
তোমারে সাক্ষাতে দেখি মুদিয়াছে দুই আঁখি যে দর্শা হইল সাক্ষাৎকার।
কিয়ে অনুরাগিণী কিম্বা হল বিরাগিণী বুঝিতে আমার হল্য ভার॥

সুন্দর আধারে পুনঃ এই রাগ হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় জনে ইহার মলিনতা নয়॥*

খ—'মাঞ্জিষ্ঠ' রাগ

আপনে বাঢ়য়ে কান্তে, অন্যাপেক্ষ নয়।
'মাঞ্জিষ্ঠ' রাগ রাধা মাধবের হয়॥

---

* স্বভাবতঃ, কুসুম্ভ পুষ্পের রঙ চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া সিদ্ধ হইলে যেমন স্থায়ী হয়, তদ্রূপ মঞ্জিষ্ঠা রাগিণী শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সহিত সঙ্গ বশতঃ, কৃষ্ণপ্রণয়িণী শ্যামলাদি যূথেশ্বরীতে, ঐ 'কুসুম্ভ' রাগ চিরস্থির দেখা যায়।

যথা,—(নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসী)—

উপাধি-রহিত জন্ম   কখন নাহিক ক্ষীণ   অতিভয়েও রস বরিষণ।
ক্ষণে বাড়ে বহুতর   অতি চমৎকৃতিকর   রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্বোত্তম॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব † চন্দ্রাবলী আদির হয়।
রুক্মিণ্যাদি মহিষী নিকরে পুনঃ রয়॥
উত্তর উত্তর ভাব § রাধিকাতে হয়।
সত্যভামা লক্ষ্মণ প্রভৃতিতেও রয়॥
এই প্রকার ভাব-ভেদ সর্ব্ব গোপনারী।
আত্মপক্ষ বিপক্ষাদি পূর্ব্ব ভেদ করি॥
ভাবান্তর সম্বন্ধে বিবিধ ভেদ হবে।*
বুদ্ধি প্রভাবে বুধ তাহারে জানিবে॥

৬—অনুরাগ

সদাদৃষ্ট কৃষ্ণে দেখে নূতন নূতন।
রাগ নব নব হএ 'অনুরাগ' পুনঃ॥

যথা,—('দানকেলিকৌমুদী'তে)—

হরি দেখি বারে বার   এমন মাধুর্য্য আর   কখন না করি দরশন।
এক অঙ্গে যেই শোভা   তাহাতে করিয়া লোভা   তাই পীতে না পারে নয়ন॥

---

† অর্থাৎ—ঘৃতস্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র ও নীলিমা রাগ। § অর্থাৎ—মধুস্নেহ, ললিত, সখ্য, সুমৈত্র ও নীলিম, সুসখ্য ও রক্তিমা প্রভৃতি।

* বিবিধ ভেদ—অর্থাৎ, মধুরাখ্য স্থায়িভাব—১ + ব্যভিচারী ভাব—৩৩, + হাসাদি ভাব—৭, মোট ৪১ প্রকার ভেদ। নবম অধ্যায়ে, ব্রজসুন্দরীগণের চারি প্রকার মাত্র ভেদ বিবৃত হইয়াছে—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ (পৃঃ ৭৮)। কিন্তু অন্যান্য ভেদও লক্ষিত হয়। শুক্ল, নীল, রক্ত ও পীত—এই চারি মূল বর্ণের মিশ্রণভেদে বহুবিধ বর্ণের উৎপত্তির ন্যায়, ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহের পরস্পর একপাদ, অর্দ্ধপাদ ও সার্দ্ধপাদাদি মিশ্রণভেদে, এবং নীল প্রভৃতি রাগ সকলের ঐরূপ মিশ্রণভেদে, স্থায়িভাবের বিবিধ নাম ও রূপভেদ হয়।

'অনুরাগের' ক্রিয়া বা অনুভাব

পরস্পর বশ হয়, প্রেম বৈচিত্ত্য।
অপ্রাণীতে জন্ম নিতে আশা করে চিত্ত ॥
বিপ্রলম্ভে সদাই গোবিন্দ স্ফূর্ত্তি হয়।
'অনুরাগের' ক্রিয়া এই কবিগণ কয় ॥

১—পরস্পর বশীভাব

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কুন্দলতা)—

রাধাগোবিন্দের প্রেম যেন জম্বুনদ হেম পরস্পর বাড়িবারে চায়।
কৃষ্ণ মন কুঞ্জর রাইর প্রেম-নিগড় সদা বদ্ধ আছয়ে তাহায় ॥
কৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুরী।
যাহার প্রেমের গুণে রাধার মন-হরিণে বান্ধিয়াছে নিজ বশ করি ॥

২— প্রেম-বৈচিত্ত্য

প্রেম-বৈচিত্ত্য যেই করেছে গণন।
বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে করিব বর্ণন ॥

৩—অপ্রাণীতে জন্ম-লালসা

যথা,—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

সাগরে যাইয়া কামনা করিব বেণু হব এইবার।
ত্রিভুবন মাঝে যতেক জনম বেণু সে সকল সার ॥
যে তপ করিয়া মুরলী হয়েছে সদা রহে হরি-করে।
অধরের সুধা বড়ই মধুর মনোসুখে পান করে ॥

৩—বিপ্রলম্ভে বিশিষ্ট স্ফূর্ত্তি

যথা—(কোন পান্থ প্রতি ললিতা)—

মথুরা যাইছ তুমি এককথা বলি আমি কয়্য তুমি মথুরার নাথে।
ছাড়িয়াছ ব্রজনারী এসেছ মথুরাপুরী তাথে মোর দুঃখ নাহি চিতে ॥
বড় শঠ তোমার অন্তর।
মথুরা নগরে রয়া পুনঃ কেন ব্রজে যাঞা রাধার নিকটে স্ফূর্ত্তি কর ॥

৭—ভাব

অনুরাগ আপনি যদি হয় প্রকাশিত।
যাদবাশ্রয় বৃত্তি 'ভাব' হয়ত বিদিত ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

জৌ রাধাকৃষ্ণ মন স্বেদে করি বিলেপন ভেদ-ভ্রম দূর কবি দিল।
ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যের মাঝ শৃঙ্গার চিত্রক রাজ নবরাগ-হিঙ্গুল তাথে দিল ॥
বিরচিল বড় অদভুত।
তাথে চিত্র কৈল যেই পরম মোহন সেই তাহা নহে কাহার বিদিত ॥

মহাভাব

কৃষ্ণমহিষীগণের অত্যন্ত দুর্লভ।
ব্রজদেবীর মাত্র এই হয় 'মহাভাব' ॥
পরম অমৃত এই মহাভাব হয়।
মহাভাব রূপ তার হয়ত হৃদয় ॥

'ভাব'— দ্বিবিধ

সেই 'ভাব' হয় তাহে দুই ত প্রকার।
'রূঢ়', 'অধিরূঢ়'—এই দুই নাম তার ॥

১—'রূঢ়'-ভাব

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক হলে 'রূঢ়' ভাব হয়।
রসশাস্ত্রে এই মত কবিগণ কয় ॥

'রূঢ়'-ভাবের অনুভাব

ইহাতে নিমেষ কাল না যায় সহন।
দেখি চিত্তে ক্ষোভ পায় নিকটস্থ জন ॥
অতি অল্পকাল কল্পকাল, বলি মানে।
যেই ক্ষণে নিজ কান্ত দেখয়ে নয়নে ॥

নায়কের সুখেতেও দুঃখ শঙ্কা করে।
তাথে ক্ষীণ হয় সদা ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥
এক ক্ষণ কান্তে যদি না দেখে নয়নে।
অতি অল্পক্ষণ কল্পকাল করি মানে ॥
ইত্যাদি অনুভাব, 'রূঢ়'-ভাবে হয়।
যোগ বিয়োগ উচিত করিএ নির্ণয় ॥

নিমেষের অসহিষ্ণুতা

যথা,—(কুরুক্ষেত্রে মিলিতা গোপী-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে)—

গোপীগণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখি পাইল চিত্তানন্দ রুষি করে বিধির নিন্দন।
আরে বিধি, কি করিলি আঁখে কেন পাখা দিলি নিমেষ মেনে না যায় সহন ॥

এক উদাকৃতি কৈল দিগ্‌দরশন।
আর সব যথাযোগ্য জানিহ বর্ণন ॥

২—'অধিরূঢ়'-ভাব

রূঢ়ে উক্ত অনুভাবের বিশিষ্টতা হয়।
'অধিরূঢ়' বলি তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(পার্ব্বতী প্রতি মহেশ্বর)—

ত্রিভুবনের যত সুখ আর যত আছে দুঃখ সবে যদি একত্র মিলয়।
রাধার সুখ দুঃখ সিন্ধু তার যেই এক বিন্দু তাহার তুলনা নাহি হয় ॥

'অধিরূঢ়'—দ্বিবিধ

সেই 'অধিরূঢ়' হয় দুই ত প্রকার।
'মোদন', 'মাদন' এই নাম হয় তার ॥

ক—'মোদন'

সাত্ত্বিক উদ্দীপ্ত সৌষ্ঠব হয়ত যাহাতে।
'মোদন' বলিয়া কহি রসশাস্ত্র মতে ॥

যথা,—('ললিতমাধব' গ্রন্থে)—

রাধাকৃষ্ণের উল্লাস কল্পতরু পরকাশ তাহে কলকণ্ঠ নাদ শুনি।
স্তম্ভশোভা অতিশয় শোভিত অঙ্কুর হয় স্বেদ-জল মুক্তাফল জিনি॥
অতি শোভে সেই তরুবর।
অশ্রুজল মধু পড়ে কাঁপয়ে বিভ্রম ভরে তার মূল বড় দৃঢ়তর॥

রাধাকৃষ্ণের ইহা বিক্ষোভ বাড়ায়।
প্রেম-সম্পদ রতি কান্ত অতিশয়॥
রাধিকার যূথে মাত্র হয়ত 'মোদন'।
হ্লাদিনী শক্তির এ বিলাসে উত্তম॥

প্রেমোরুসম্পদ্বতী বৃন্দাতিশয়িত্ব, যথা,—(রুক্মিণী দেবীর সখীর উক্তি)—

যে ভবানী শিব গায়ে অর্দ্ধ অঙ্গ হয়ে রয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষে রহে।
সত্যভামা বড় প্রিয়া চন্দ্রাবলী অতিশয়া তথাপি রাধার তুল্য নহে॥

(অ)—'মোহন'

'মোদন' বিরহ দশায় হয়ত 'মোহন'।
সুদ্দীপ্ত তাহাতে হয় সাত্ত্বিকের গণ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—

কে করে কম্পের অন্ত বাজন বাজায় দন্ত স্বরভঙ্গে কণ্ঠ ঘড়ঘড়।
অশ্রু কথা কেবা কহে যাহাতে যমুনা বহে পুলকে সকল অঙ্গ জড়॥
তোমার বিরহে হেন রাধা।
শ্বেতবর্ণ অঙ্গ তার দেখি লাগে চমৎকার সখীগণ মনে পায় বাধা॥

'মোহনের' অনুভাব

ইহাতে কহিযে পুনঃ অনুভাবগণ।
কান্তাশ্লিষ্ট গোবিন্দের হয়ত মূর্চ্ছন॥
কোন প্রকারে যদি তার সুখ হয়।
তাহাতে অসহ্য দুঃখ স্বীকার করয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ করে সেই ত 'মোহন'।

তাহা দেখি পুনঃ পাখী করয়ে রোদন ॥
আপন অঙ্গের করে বিলাস স্বীকার।
তাহাতেও পায় যদি অঙ্গ-সঙ্গ তার ॥
আর দিব্যোন্মাদাদি হয়ত বিস্তর।
এই মত অনুভাব হয় বহুতর ॥
প্রায় বৃন্দাবনেশ্বরীর হয়ত মোহন।
সঞ্চারি মোহেতে যার কার্য্য বিলক্ষণ ॥

কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, যথা,—(মথুরা হইতে আগতা সন্ন্যাসিনীর উক্তি)—

দ্বারকায় রত্ন ঘরে বসিয়াছে পতুবরে রুক্মিণী করিয়া আলিঙ্গন।
রাধাকুণ্ডে রাধা সঙ্গে স্মঙরি সে সব রঙ্গে অমনি হইল মূরছন ॥

অসহ্য দুঃখ স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসুখ কামনা, যথা—(উদ্ধব প্রতি শ্রীরাধা)—

হরি আসে ব্রজপুরে তবে সুখ হয় মোরে এলে ত কৃষ্ণের নাহি ক্ষতি।
যদি নাহি আসে হরি তবে ত বিয়োগে মরি তথাপি আমার এই মতি ॥
হরির যদি সুখ মধুপুরে।
তবে সে তথায় রহু মনে সুখ করু বহু ইহাই সদা আমার অন্তরে ॥

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি নান্দীমুখী)—

ত্রিভুবনের নরজন সভে করে ক্রন্দন ফণীকুল হইল ব্যাকুল।
খেদ পায় দেবগণ কান্দয়ে বৈকুণ্ঠজন দেখি রাধা বিরহের শূল ॥

তির্য্যক্ জাতির রোদন, যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

মধুপুর ছাড়ি হরি চলে দ্বারাবতী পুরী সে সম্বাদ রাধিকা শুনিল।
কৃষ্ণের উত্তরি বাস করিয়া গলার পাশ কুঞ্জ মধ্যে কান্দিতে লাগিল ॥
দেখ, রাধা-প্রেম সর্ব্বোত্তম।
যাহার বৈকুল্য দেখি কান্দে সব পশু পাখী জলে কান্দে জলচরগণ ॥

মৃত্যু স্বীকারপূর্ব্বক নিজ দেহস্থ ভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা, যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

তনু হউক বিনাশন তার যেই ভূতগণ মহাভূতে করুক প্রবেশ।

২০

বিধির চরণ ধরি বহুত বিনয় করি তাথে এই যাচিয়ে বিশেষ ॥
যাথে স্নান করে হরি আমার অঙ্গের বারি সেই সরোবরে রহু যারা।
কৃষ্ণ মুখ দেখে যাথে হেন সেই মুকুরেতে মোর তেজ রহু লয় হয়া ॥
কৃষ্ণের যে অঙ্গন তাথে রহু শূন্যগণ ক্ষিতি রহু গোবিন্দের পথে।
কৃষ্ণের যে বীজন মোর অঙ্গ পবন চিরকাল লীন রহু তাথে ॥

আ—দিব্যোন্মাদ

মোহনে পরম গতি কথনীয় নয়।
তাথে চিত্তভ্রম-আভা 'দিব্যোন্মাদ' হয় ॥
'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্পাদি' তার ভেদ হয়।
অনেক আছয়ে ভেদ কবিগণ কয় ॥

১—উদ্ঘূর্ণা

অঙ্গের বিবশতা হয়ে নানা চেষ্টা হয়।
'উদ্ঘূর্ণা' বলিয়া তারে কবিগণ কয় ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—

কখন বা কুঞ্জগৃহে বাস-সজ্জা করি রহে বলে, পাব কৃষ্ণ দরশন।
দেখি নব জলধরে মানের আচার করে করে বহু তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
দেখি রাতি অন্ধকার কভু করে অভিসার হয় বহু সম্ভ্রম অপার।
অন্তরে বিরহ জ্বর অঙ্গ সব জর জর রাধা করে কত ব্যবহার ॥

'ললিতমাধবে' কৃষ্ণের মথুরা গমন।
তৃতীয়াঙ্কে আছে রাধার 'উদ্ঘূর্ণা' বর্ণন ॥

২—চিত্রজল্প

কৃষ্ণের সুহৃদ্‌ দেখি গূঢ় রোষ করে।
বহু ভাবময় হয়া তীব্রোৎকণ্ঠা ধরে ॥
'চিত্রজল্পের' হয় দশ অঙ্গ বিরচিত।
'প্রজল্প' এক, আর 'পরি-পূর্ব্ব জল্পিত' ॥

'বিজল্প', 'উজ্জল্প', 'সংজল্প' নাম তার।
'অবজল্প', 'অভিজল্প', 'আজল্প' নাম আর॥
'প্রতিজল্প', 'সুজল্প'—এই চিত্রজল্পগণ।
দশমে 'ভ্রমরগীতায়' আছে বিবরণ॥*
অসংখ্য বিচিত্র ভাব অতি চমৎকার।
তবু 'চিত্রজল্প' কিছু করি যে প্রচার॥

(১)—প্রজল্প

অসূয়ের্ষ্যা মদযুক্ত প্রিয়ের ন্যক্কার।
'প্রজল্প' ধরয়ে নাম অকৌশলোদ্গার॥

যথা,—(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।১০—১৯—ভ্রমর ভ্রমে উদ্ধব প্রতি শ্রীরাধা)—

ভ্রমর! ভণ্ডের মিতা! চরণে না দিও মাথা সপত্নী কুচের যে মালা।
তাহার কুঙ্কুম লয়া নিজ শ্মশ্রু রাঙ্গাইয়া তুমি কেন ব্রজপুরে এলা॥
যার দূত তুমি হেন জন।
মানিনী মথুরা-নারী তার প্রসাদ কর হরি যদু-সভায় পাবে বিড়ম্বন॥

(২)—পরিজল্প

প্রভুর নির্দ্দয়তা, শাঠ্যাদির উৎপাদন।
'পরিজল্প'-ভঙ্গে নিজ সুধীত্ব কথন॥

যথা—(ঐ)—

অধরের সুধা যেই পরম মোহন সেই আমাদিকে করাইল পান।
ভৃঙ্গ যেন ছাড়ে ফুল করিতে মন ব্যাকুল হরি কৈল মথুরা পয়ান॥
এই বড় অদ্ভুত মোরে।
কিবা এই তার গুণ লক্ষ্মীর হরিল মন সেই আসি পদ সেবা করে॥

(৩)—বিজল্প

ব্যক্ত অসূয়া যাথে গূঢ় মান ধরে।
'বিজল্পেতে' কৃষ্ণচন্দ্রে কটাক্ষোক্তি করে॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে 'ভ্রমরগীত' বর্ণিত আছে।

যথা,—(ঐ)—

হেদে হে নির্ব্বুদ্ধি ভৃঙ্গ ছাড়হ গানের রঙ্গ আমরা কেবল বনবাসী।
ত্বরায় যদুসভা যাও কৃষ্ণপ্রিয়া গুণ গাও সেথা গেলে পাবে সুখরাশি ॥

(৪)—উজ্জল্প

গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষ্যাতে হরির কুহকতা।
সাসূয় আক্ষেপ কহে 'উজ্জল্পের' প্রথা ॥

যথা—(ঐ)—

স্বর্গ, ভূমি, রসাতল তাথে নারী সকল কেহু তোমার সুদুর্ল্লভ নয়।
যে তোমার কপট হাস বাঁকা ভুরুর বিলাস যাথে পদ্মা পদদাসী হয় ॥
হায় বিধি, বড় অগেয়ান।
এমন কপট জনে কপটীয়া নাহি ভনে 'উত্তমশ্লোক' কৈল নাম ॥

(৫)—সংজল্প

সোল্লুণ্ঠ গম্ভীর ক্ষেপ বাক্য কহে বাম।
কৃষ্ণে অকৃতজ্ঞ উক্তি, 'সংজল্প' তার নাম ॥

যথা—(ঐ)—

পদ ছাড় ভৃঙ্গ তুমি তোমারে জানি যে আমি তুমি বহু জান অনুনয়।
তোহে দেখি দূতবরে মুকুন্দ পাঠাল তোরে এ ত তোমার উপযুক্ত নয়
ওহে ভৃঙ্গ, দেখ আমাদের অপমান।
যার লাগি সব ছাড়ি ছাড়ি গেল হেন হরি তার সনে কিসের সন্ধান ॥

(৬)—অবজল্প

হরির কাঠিন্য ধৌর্ত্ত্য, সের্ষ্যাভয়ে কয়।
আসক্তির অযোগ্যতা 'অবজল্প' হয় ॥

যথা—(ঐ)—

পূর্ব্ব জন্মে রাম হঞা বালি কপি বিনাশিয়া যেহ কৈল ব্যাধের আচার।
সূর্পনখার নাসাকর্ণ তাহা কৈল ছিন্ন ভিন্ন বড়ই নির্দ্দয় মন তার ॥

পুনশ্চ বামন হয়া বলির সর্ব্বস্ব লয়া পুনঃ তারে করিল বন্ধন।
হেন কৃষ্ণবর্ণ যে তার সখ্য চাহে কে তভু তারে নাহি ছাড়ে মন॥

(৭)—অভিজল্প

ভঙ্গি করি তার ত্যাগ উচিত কহয়।
পক্ষীগণে খেদ দেয় এই কৃপা হয়॥
সেই কৃপাবলে তার ত্যাগ উচিত।
'অভিজল্প' সেই রস শাস্ত্রের বিদিত॥

যথা—(ঐ)—

যার লীলা সুধাসম করি তার চর্ব্বণ পক্ষীগণ ছাড়ে দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম।
এখন নিজ পরিবার ছাড়ি ভিক্ষু আচার করে দেখি কাটে মোর মর্ম্ম॥

(৮)—আজল্প

কৌটিল্যেতে কহে হরি মোরে পীড়া দিব।
অন্য কথায় সুখ হয় তাহাই শুনিব॥
এই মত ভঙ্গি করি কহয়ে বচন।
'আজল্প' বলিয়া তারে কহে কবিগণ॥

যথা—(ঐ)—

আমরা মুগ্ধা নারী তার কথায় শ্রদ্ধা করি বান্ধা গেনু যেমন হরিণী।
তাহার পাইনু ফল দুঃখে তনু টলমল জর জর এ সব কামিনী॥
শুন, আমার মন্ত্রণা-বচন।
অন্য কথা কহ মুখে শুনি মনে পাই সুখে না করিহ কৃষ্ণের বর্ণন॥

(৯)—প্রতিজল্প

স্ত্রীসঙ্গ গোবিন্দ কভু না পারে ছাড়িতে।
আমাদের প্রাপ্তি তাথে হইবে কেমতে॥
দূতের সম্মান করি এই কথা কয়।
রস-শাস্ত্রে 'প্রতিজল্প' তার নাম হয়॥

যথা—(ঐ)—

তুমি ত আইলে পুনঃ কৃষ্ণ মোর প্রিয়জন কি দিয়াছেন আমাদের তরে
তুমি কি চাহিছ ধন মাননীয় দূত জন তাহা অগ্রে কহত সত্বরে ॥
যতেক ব্রজের নারী লয়া যাবে মধুপুরী এ লাগি এসেছ ফিরিয়া।
মোরা সেথা না যাইব যেয়া সঙ্গ নাহি পাব লক্ষ্মী-হৃদে আছয়ে বসিয়া ॥

(১০)—সুজল্প

ঋজুতা, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, সোৎকণ্ঠা, চপল।
'সুজল্প' জিজ্ঞাসা করে সম্বাদ সকল ॥

যথা—(ঐ)—

শুধাই বিনয় করি মথুরাতে আছে হরি পিতৃগৃহ স্মরেণ কখন।
গোপগণে পড়ে মনে এই দিব্য বৃন্দাবনে মনে পড়ে যত কেলিগণ ॥
মোরা তার দাসীগণ কভু করেন স্মরণ কিছু কথা কহেন কখন।
তার যেই ভুজদ্বন্দ্ব যাহাতে অগুরু গন্ধ পুনঃ কিয়ে পাব দরশন ॥

খ—মাদন

সর্ব্বভাব উল্লসিত যেই পরাৎপর *
হ্লাদিনীর সার অংশ হয় সর্ব্বোপর † ॥
তাহার 'মাদন' নাম রস-শাস্ত্র মতে।
সেই ভাব সর্ব্বদাই কেবল রাধাতে ॥

যথা—(নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসী)

সর্ব্বদা অক্ষয় জানি দ্রবায় হৃদয়-মণি পূর্ণ হলেও সর্ব্বদা বক্রিমা।
রুচিতে সাধ্বস নাশে সুখ বাড়ায় প্রদোষে সদাই নবীন মধুরিমা ॥
দেখ, রাধাকৃষ্ণ প্রেম-শশী।
অদ্ভুত যাহার নাট কেবন মাধুর্য্য-হাট দোঁহে যেন পিরীতের রাশি ॥

---

* পরাৎপর—অর্থাৎ, মোহনাদি ভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

† হ্লাদিনীর সার—অর্থাৎ, প্রেম; এই প্রেম যদি রতি আদি মহাভাব পর্য্যন্ত উদ্গমনে উল্লাসী হয়।

ঈর্ষ্যার অযোগ্যেতে* হয় ঈর্ষ্যা আরোপণ।
অতএব আশ্চর্য্যরূপ হয়ত 'মাদন' ॥
সদা কৃষ্ণ সম্ভোগেতে সিঞ্চিত অন্তরে।
তবু তার গন্ধ বাতে তারে ব্যস্ত করে ॥

অযোগ্যে ঈর্ষ্যা, যথা—('দানকেলি কৌমুদী' গ্রন্থে বনমালা দর্শনে শ্রীরাধা)—

শুদ্ধ ব্রজনারী বৃন্দ নাহি জানে ভাল মন্দ সুচরিত সরল অন্তর ;
অহে কৃষ্ণের বনমালা, তাহাদিগে করি হেলা তুমি মিছা দ্বেষ কেন কর ॥
এই শুদ্ধ ব্রজনারী তারে তৃণতুল্য করি সদা রহে গোবিন্দের অঙ্গে।
আপাদ মস্তক লয়া কৃষ্ণ অঙ্গ আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে বিহার করে রঙ্গে ॥

সতত সম্ভোগেও তদ্গন্ধ বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গন্ধমাত্রের আধারকে স্তুতি, যথা—(শ্রীরাধা-বাক্য)—†

পুলিন্দী রমণীগণ রমা তার জীবন যারা কৃষ্ণ চরণ কুঙ্কুম।
তৃণে লগ্ন তাহা পাঞা আপন হৃদয়ে লঞা সদাই কৌতুকী হয় মন ॥

যোগেতে§ বিচিত্র হয় এই ত মাদন।
তাথে কোটী কোটী হয় নিত্যলীলাগণ ॥
মাদনের যেই গতি মদন না জানে।
অন্যের কা কথা, মুনি‡ না জানে আপনে।

স্থায়িভাব—উপসংহার

'রাগের' 'অনুরাগতা' প্রথমেই হয়।
'স্নেহ' ত্বরা করি হয়, 'মান', 'প্রণয়' ॥
অতএব প্রবন্ধেতে আছয়ে বর্ণন।
পূর্ব্বরাগ প্রসঙ্গেতে রাগের লক্ষণ ॥

---

* ঈর্ষ্যার অযোগ্য—চেতনাশূন্য বস্তু।
† শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ২১ অঃ, ১৭ শ্লোক।
§ যোগেতে—সম্ভোগকালে।
‡ মুনি—'নাট্যশাস্ত্র' নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচয়িতা প্রাচীন ঋষি (১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অথবা, শ্রীশুকদেব।

ব্রজদেবীর ভাবভেদ বহুতর হয়।
তর্কাগোচর হেতু বর্ণনীয় নয়॥

ভাবভেদ

'সাধারণী রতির' ভাব 'ধূমায়িত' হয়।
রতি প্রেমের ভাব 'জ্বলিত' নিন্দয়॥*
স্নেহাদি পঞ্চেতে† 'দীপ্ত', রূঢ়েতে 'উদ্দীপ্ত'।
মোহনাদি স্থলে ভাব হয় 'সুদ্দীপ্ত'॥

রতির বিপর্য্যয়

এই প্রায়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ মধ্যাদি নির্ণয়ে।
দেশ কাল জনাদ্যের বিপর্য্যয় হয়ে॥§

রতির সীমা

'সাধারণী রতি' প্রেম পর্য্যন্ত বাঢ়য়।
অনুরাগ অন্তঃসীমা 'সমঞ্জসার' হয়॥
'সমর্থা রতির' হয় মহাভাব সীমা।
ত্রিভুবনে যেই রতির নাহিক উপমা॥
নর্ম্মসখার রতি হয় 'অনুরাগ' অন্ত।
তার মধ্যে সুবল্যাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত॥
এই 'স্থায়িভাব' ইহা করিল বর্ণন।
যাহা শুনি সুখ পায় কৃষ্ণ-ভক্তগণ॥

---

* সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিতে 'জ্বলিত' ভাব। † স্নেহাদি পঞ্চ —স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ।

§ 'ভাব-ভেদ' প্রসঙ্গে যে ব্যবস্থা উক্ত হইল, তাহা সর্ব্বত্র হয় না। দেশকালাদির শ্রেষ্ঠত্বহেতু কেবল 'রতিতে' 'দীপ্ত' ভাব হয়। কারণ—'দীপ্ত'-ভাব সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। 'স্নেহাদিতে' 'জ্বলিতভাব' ইত্যাদি ক্রমে বুঝিতে হইবে। এই কবিতায় জনাদি শব্দে 'আদি' অর্থে—'সংসর্গ'ও ধর্ত্তব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিপ্রলম্ভ প্রকরণ

——০——

শৃঙ্গার ভেদ

শৃঙ্গারের নাম হয় দুই ত প্রকার।
'বিপ্রলম্ভ' এক, আর 'সম্ভোগ' শৃঙ্গার ॥

বিপ্রলম্ভ

মিলনে অমিলনে হয় 'বিপ্রলম্ভ' স্থিতি।
অভীষ্টালিঙ্গনাদ্যের যাথে নাহি প্রাপ্তি ॥
এই 'বিপ্রলম্ভ' বলি কবিগণ কয়।
'বিপ্রলম্ভ' হ'লে 'সম্ভোগ' অতিশয় হয় ॥*

'বিপ্রলম্ভ'—চতুর্ব্বিধ

'পূর্ব্বরাগ', 'মান', আর 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।
'প্রবাস'—এই চারিভেদে বিপ্রলম্ভ স্থিত ॥

১—পূর্ব্বরাগ

'দর্শন', 'শ্রবণ' আদি সঙ্গমের পূর্ব্বে।
দোঁহার রতি 'পূর্ব্বরাগ' কহে কবি সর্ব্বে ॥

অ—দর্শন

সেই 'দরশন' হয় তিন প্রকার।
'সাক্ষাৎ', 'চিত্রপট', 'স্বপ্ন-দর্শন' আর ॥

---

* 'বিপ্রলম্ভ' সম্ভোগের উন্নতিকারক ; ইহা ব্যতিরেকে 'সম্ভোগে'র পুষ্টি হয় না। রঞ্জিত বস্ত্রের পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে যেরূপ পূর্ব্বরাগের অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ।

'সাক্ষাৎ' দর্শন, যথা,—('পদ্যাবলী'-গ্রন্থে বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)

বিকশিত ইন্দী- বর দল নিন্দিত তনুরুচি জগত মাতায়।
কাচা কাঞ্চন জিনি অতি সুন্দর পীতবাস পহিরল তায়॥
সখি হে, ফিরি দেখ এ হেন রঙ্গ।
বুকমাঝে হার কোন বরনাগর মঝু মনে দেওল অনঙ্গ॥

'চিত্রপট' দর্শন, যথা—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে শ্রীরাধা)—

পুনঃ পুনঃ পরিজন- গণ মঝু বোলন চিত্রক দরশন লাগি।
যব ধরি পথ মাঝে দেখনু নাগর মঝু মনে লাগল আগি॥
মুগধিনী নাগরী কাহে এত জানব দেখি হনু আনন্দে ভোর।
কো জানে অমৃত- জলধি মাঝে বাড়ব এ তনু দাহব মোর॥

'স্বপ্ন' দর্শন, যথা—(পদ্মা প্রতি চন্দ্রাবলী)

স্বপনে দেখাল্য বিধি কালজল এক নদী তার তীরে মাধবীর কুঞ্জ।
দেখিলাম তার মাঝে পীতবাস মধ্যে সাজে হেন মূর্ত্তি অন্ধকার পুঞ্জ।
হেদে সখি, সত্য বলি আমি বটি চন্দ্রাবলী এমন সে তমঃ পুঞ্জ মত।
মোর আগে ধেয়া যাঞা দুহ হাত পশারিঞা হাসি হাসি আগলিল পথ।

আ— শ্রবণ

'বন্দী', 'দূতী', 'সখী'-মুখে 'গীতাদি' শ্রবণ।
ইত্যাদি 'শ্রবণ' কহে রসিকের গণ॥

'বন্দী'-বদন হইতে 'শ্রবণ', যথা,—(লক্ষ্মণার প্রতি তদীয়া সখী)*—

'দূতী'-মুখে শ্রবণ, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা) —

তোমার দূতিকা হয়া তারার নিকটে যায়া তোমার রূপ কহিলাম আমি।
তারার কণ্ঠ হল রুদ্ধ অঙ্গ হল ভাবে বদ্ধ কহিতে নারিল কিছু বাণী॥

---

* এই উদাহরণটি অনুদিত হয় নাই। মূল গ্রন্থের শ্লোকানুবাদ এই—'লক্ষ্মণার সখী লক্ষ্মণাকে কহিলেন, হে সখি লক্ষ্মণে! বন্দিশ্রেষ্ঠ তোমার স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণ, মগধরাজ জরাসন্ধকে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন, এই 'বিরুদাবলী বা' গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতি পাঠ করিলে, সেই সময় তোমার তনু কি প্রকার পুলকাঞ্চিত হইয়াছিল বল'।

'সখী'-মুখ হইতে শ্রবণ, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

মোর সহচরী তোমার এ রূপ শুনিয়া বচনে মোর।
সে দিন অবধি তনু অতি ক্ষীণ ভাবিয়া না পাই ওর ॥

'গীত' হইতে শ্রবণ, যথা—(সখী প্রতি বৃহৎসেন-তনয়া লক্ষ্মণা)—

রাজার সভাতে আসি নারদ তপোধন। বীণাযন্ত্রে গায় গোবিন্দের গুণগণ ॥
কতভাব উপনীত মুনির শরীরে। তাহা শুনি মোর নেত্র অনুখণ ঝরে ॥

পূর্ব্বরাগের হেতু

পূর্ব্বে রতি হেতু অভিযোগাদি বর্ণন।*
যথোচিত পূর্ব্বরাগে করিহ গঠন।

পূর্ব্বরাগের পারম্পর্য্য

যদ্যপি মাধব-রাগে প্রাথর্য্য সম্ভবয়।
আদৌ নায়িকা-রাগে মাধুর্য্য বাঢ়য় ॥†

সঞ্চারি ভাব

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, সঞ্চারি হয় তার।
শ্রম, ক্লম নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য আর ॥

---

* চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ('স্থায়িভাব বিবৃতি')—'রতি আবির্ভাবের হেতু—বা রতিভেদ' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য (১৩০—৩০পৃঃ)

† এই প্রসঙ্গে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'আনন্দচন্দ্রিকা'-টীকার মর্ম্মানুবাদ এই—"মাধব-রাগের প্রাথম্যে অর্থাৎ প্রথম উৎপন্ন হইলেও, মৃগাক্ষীদিগের অগ্রে চারুতার আধিক্য হয়। তাহার কারণ এই—'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া'—'কৌস্তুভ অলঙ্কার'-গ্রন্থের বচনানুসারে, যদিচ বয়ঃসন্ধির আরম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়ানন্তরই স্ত্রী-পুরুষদ্বয়ের পরস্পরের অন্বেষণ সম্ভব হয়, তথাপি লজ্জা, ধৈর্য্য, কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর, পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না। কিন্তু পুরুষের প্রতি ধৈর্য্য লজ্জাদি আবরক না হওয়াতে, সহসা প্রথম বিক্রিয়ার ক্ষণেই প্রায় পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের অন্বেষণ উপস্থিত হয়। পরন্তু, এই প্রকার হইলে মৃগাক্ষীদিগের রাগ—'পূর্ব্বরাগে আদৌ' এই উক্তি হেতু চারুতার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, স্ত্রীগত প্রেমের আধিক্য আছে, প্রেম হইতে লজ্জাদি নিবারণ হয়—এ কারণ মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রেই বর্ণিত হয়। 'আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়ো বাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গিতৈরিতি'—('সাহিত্য দর্পণে')। আবার, কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে—ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকেই 'রস' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কেননা, ঐ 'রস' ভক্তাশ্রয় অর্থাৎ ভক্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকট হয়। ভগবানের 'রাগ', ভক্তরাগের পশ্চাৎ জন্মায়। ব্রজদেবী সকলের ভক্তের অবধি স্থান, এই নিমিত্ত তাঁহাদেরই প্রথমে পূর্ব্বরাগ হওয়া উচিত"

চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, করয়ে বিষাদ।
মোহ, মৃত্যু আদি করি, জড়তা, উন্মাদ ॥

পূর্ব্বরাগ--ত্রিবিধ

সেই পূর্ব্বরাগ হয় তিন প্রকার।
'প্রৌঢ়', 'সমঞ্জসা', 'সাধারণ' ভেদ তার ॥

(ক)—প্রৌঢ়

সমর্থ রতিরূপ 'প্রৌঢ়' পূর্ব্বরাগ কয়।
প্রৌঢ়ে দশা লালসাদি মরণান্ত হয় ॥
সঞ্চারির উৎকণ্ঠাত্বে বহু দশা হয়।
কবিগণ সংক্ষেপেতে দশ দশা কয় ॥

দশ দশা

সম্প্রতি করিব দশ দশার লক্ষণ।
প্রথমেতে দশ দশা করিয়ে গণন ॥
'লালসা', 'উদ্বেগ', আর সদা 'জাগরণ'।
'তানব', 'জড়িমা', ব্যাগ্র', 'ব্যাধি', 'উন্মাদন' ॥
'মোহ', 'মৃত্যু'—এই ইহার দশ দশা হয়।
প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগে প্রৌঢ় দশ দশা হয় ॥

(১)—লালসা

অভীষ্ট লাভের লাগি গাঢ় লোভ হয়।
'লালসা' বলিয়া তারে রসশাস্ত্রে কয় ॥
লালসাতে ঔৎসুক্যের চপলতা আর।
ঘূর্ণা, নিশ্বাস আদি সঞ্চারি বিকার ॥

যথা, (শ্রীরাধা প্রতি ললিতা)—

পুনঃ পুনঃ কেন সদন ছাড়িয়া বাহির হইছ তুমি।
অমনি তুবিতে প্রবেশিলে ঘর বুঝিতে না পারি আমি ॥

গুরুজনা ডরে নিশ্বাস ছাড়িয়া অমনি বসিছ কেনে।
চঞ্চল নয়নে কেন বা চাহিছ যমুনা নিকুঞ্জ পানে॥

(২)—উদ্বেগ

রহি রহি মনে যেই বাঢ়য়ে কম্পন।
'উদ্বেগ' বলিয়া কহে রসিকেরগণ॥
তাহে নিশ্বাস, চপলতা, অশ্রু, চিন্তন।
স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, স্বেদ হয় অনুক্ষণ॥

যথা,—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

কিবা চিন্তা কর মনে মলিন বদন কেনে কেন অশ্রু দুটি আঁখি ভরি।
এত তোর নেত্র জল আর্দ্র হলো বস্ত্রাঞ্চল কেন বা কাঁপিছ থরহরি॥
হৃদয়ে না কর ব্যথা কত গো মনের কথা ইহা না করিহ সংগোপন।
আমার বচন ধর কারে বা সম্ভ্রম কর মোরা তোর প্রিয় সখীগণ॥

(৩)—জাগর্য্যা

নিদ্রানাশের নাম হয় 'জাগরণ'।
স্তম্ভ, শোষ, ব্যাধি আদি তাহার লক্ষণ॥

যথা,—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

পীতাম্বর যেই ধরে হেন শ্যামবর্ণ চোরে নিদ্রা আনি দেখাইল মোরে।
সেই দিন হৈতে নিদ্রা রোষ করি কৈল যাত্রা পুনঃ নিদ্রা না আইল ফিরে॥
বড় শঠ সেই চোর মন, ধন নিল মোর তারে পুনঃ দেখিতে না পাই।
নিদ্রা যদি এসে ফিরে তবে চোর দিব ধরে তেই সখি, তোমারে শুধাই॥
ব্যাকুল হয়েছি আমি নিদ্রারে দেখেছ তুমি মোর কাছে আনহ তাহারে।
নিদ্রা যদি আসে মোরে তবে ধরি সেই চোরে আপনার মন নিব ফিরে॥

(৪)—তানব

অঙ্গের কৃশতা হলে 'তানব' বলি কয়।
কৃশ হলে দুর্ব্বলতা, ভ্রমণাদি হয়॥

যথা —(বিশাখা প্রতি তদীয়া সখী)—

হাতের বলয় চয় খসি হাত শূন্য হয় তাহা অমঙ্গল আশঙ্কিয়া।
বলয়েরে আবরিতে পুইছা* পরিল হাতে সেহ পড়ে বাহির হইয়া ॥
তোমার মুরলী শুনি বিশাখা বিষাদ গণি কেবল রহএ ঘরে বসি।
ছিল পূর্ণ চন্দ্র সম এখন হইল যেন কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী শশী ॥

ইহঃমধ্যে কোন কোন রসিকের গণ।
'তানবে'র স্থলে করে 'বিলাপ' লিখন ॥

যথা,—(সখীগণ প্রতি শ্রীরাধা)—

এই ত কদম্বতলে হরি নানা মতে খেলে এইখানে নাচে সখাগণে।
আমি লতায় লুকাইয়া সেই লীলা নিরখিয়া খালি পুড়ি মদন দহনে ॥

(৫)—জাড়িমা

ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাহি প্রশ্নের উত্তর।
দর্শন শ্রবণ নাহি 'জড়িমা' অন্তর ॥
অকস্মাৎ হুঙ্কার ছাড়ে, স্তম্ভ হয়া রয়।
নিশ্বাস, ভ্রম আদি জড়িমার গুণ হয় ॥

যথা,—(পালি প্রতি তদীযা সখী)—

অকস্মাৎ হুঙ্কার কেন সখীর বাক্য নাহি শুন নিশ্বাসের দীঘল প্রমাণ।
আমি বুঝিলাম মনে তোমার দুই শ্রবণে প্রবেশিল মুরলীর গান ॥

(৬)—বৈয়গ্র্য

ভাবের গাম্ভীর্য্য ক্ষোভ না পারে সহিতে।
'ব্যগ্রতা' বলিয়া কহে রসশাস্ত্র মতে ॥
বিবেচনা শূন্য হয় হৃদয়ে নির্ব্বেদ।
অসূয়া করয়ে সদা বাড়ে বড় খেদ ॥

---

* পুইছা— মণিবন্ধের অলঙ্কার বিশেষ

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি নান্দীমুখী)—

সকল বিষয় ছাড়ি ইন্দ্রিয় আনিয়া কাড়ি অনেক যতনে মুনিগণ।
বহুকাল কৃশ হয়া হৃদয়ে আনন্দ পায়া কৃষ্ণ অঙ্গে সমর্পয়ে মন॥
রাধার উল্টা রীত কৃষ্ণ হতে কাড়ি চিত বিষয়েতে সমর্পিতে চায়।
কৃষ্ণের মধুর গুণে বান্ধিয়া রেখেছে মনে যতনে ছাড়াতে নারে তায়॥
যার স্ফূর্ত্তি-লব লাগি কত যোগ করে যোগী তবু মেনে দেখিতে না পায়।
সে হরি রাধার মনে বিলসয়ে রাত্রিদিনে রাই তারে উকাসিতে চায়॥

(৭)—ব্যাধি

অভীষ্ট অলাভে হয় 'ব্যাধির' জনম।
পাণ্ডুতা, হৃদয়ে তাপ, তাহার লক্ষণ॥
শীত, স্পৃহা, মোহ, শ্বাস, ধরণী পতন।
এ সব বিকার তাথে কহে কবিগণ॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভদ্রার সখী)—

ভদ্রা হৃদি-দাবানলে সদাই অধিক জ্বলে নিশ্বাস পবনে বাড়ি গেল।
তুমি অগ্নি কর পান এই করি অনুমান হৃদি মাঝে তোমারে ধরিল॥
তুমি হৃদি প্রবেশিলে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বেলে দিলে সে আগুন নাহিক নিভায়।
বড় তুমি সাধুজন হেন রীত কর কেন তার দেহ হৈল ভস্মপ্রায়॥

(৮) - উন্মাদ

সকল অবস্থাতে হয় কৃষ্ণগত মন।
শীতলাদি বস্তুতে হয় তীক্ষ্ণতাদি শ্রম॥
রসশাস্ত্রে 'উন্মাদ' বলিয়া তারে কয়।
ইষ্ট-দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-বিরহ সম্ভবয়॥

যথা,—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে সখীগণ প্রতি শ্রীরাধা)—

পটমাঝে মরকত সুন্দর নাগরে যব ধরি দেখলু হাম।
কুটীল দৃগঞ্চল মঝু পর দেওল মনোমাঝে বিতরল কাম॥

তব ধরি আগনি শশী সম লাগই শশী ভেল আগুনি সমান।
কাতর অন্তর জর জর হোয়ল ছট্‌ফটি করই পরাণ॥

(৯)—মোহ

বিরুদ্ধচিত্তত্তা হৈলে 'মোহ' বলি কয়।
নিশ্চল, পতন আদি তার গুণ হয়॥

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

নাসায় নিশ্বাস নাই বিঘটিত আঁখি দুহ বধূর ব্যাধি ঠাহরিতে নারি।
কৃষ্ণ তিল আনি দেহ সংস্কার করিব দেহ এই বাক্য কহিল শাশুড়ী॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণে প্রবেশ করিল কর্ণে তেই অঙ্গে হইল কল্পন।
মোর বুদ্ধি বড় ধীর ভাবিয়া করিলাম থির তুমি বট তাহার কারণ॥

(১০)—মৃত্যু

বহু যত্নে নাহি হয় কৃষ্ণ সমাগম।
তবে গোপীকার হয় মরণ-উদ্যম॥
নিজ প্রিয়বস্তু সখীরে করে দান।
ভৃঙ্গ, মন্দানিল, জ্যোৎস্না, কদম্ব সন্ধান॥

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কদম্ব কুঞ্জের বনে ভৃঙ্গের মধুর স্বনে তাথে রাধা প্রবেশ করিল।
কৃষ্ণের বিরহ স্বরে সদাই অন্তর পোড়ে তাথে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল॥
ললিতারে হার দিয়া রাধা পড়ে মূর্চ্ছা হয়া ব্যাকুল হইল সখীগণ।
কর্ণে কৃষ্ণ-নাম করে জুড়াইল অন্তরে কতক্ষণে পাইল চেতন॥

(খ)—সমঞ্জস

সমঞ্জস রতিরূপ পূর্ব্বরাগ হয়।
'সমঞ্জস' বলি তারে কবিগণ কয়॥
'অভিলাষ', 'চিন্তা', 'স্মৃতি', 'গুণসঙ্কীর্ত্তন'।
'উদ্বেগ', 'বিলাপ' হয়, আর 'উন্মাদন'॥

'ব্যাধি', 'জড়তা', 'মৃতি' ক্রমে ক্রমে হয়।
প্রথমতঃ কহি 'অভিলাষের' নির্ণয় ॥

(১)—অভিলাষ

প্রিয়ার সঙ্গম লাগি করে ব্যবসায়।
এই 'অভিলাষের' রাগ প্রকটনাদি হয় ॥

যথা,—(সত্যভামা প্রতি সখী)—

সত্যভামা তোরে কই সুভদ্রার সঙ্গে সই চলে যায় দেবকীর ঘর।
বসন ভূষণ গায় নিতিনিতি যায় তায় কিছু আছে মনের ভিতর ॥

(২)—চিন্তা

অভীষ্ট প্রাপ্তির লাগি করে যেই ধ্যান।
'চিন্তা' বলি কবিগণ করয়ে আখ্যান ॥
শয্যাতে শয়ন করে, নিশ্বাস ঘনে ঘন।
মিছা দৃষ্টিক্ষেপ আদি তার গুণগণ ॥

যথা,—(রুক্মিণী প্রতি কোন প্রতিবেশিনী)—

হেদে গো রুক্মিণী তোর চিন্তা দেখি লাগে ডর নিশ্বাসেতে মলিন অধর।
মলিন বদন-শশী তাহে নাহি মৃদুহাসি শয্যার অধীন কলেবর ॥
চমকিত দু'নয়নে চাহিছ কাহার পানে তাহে কেন ঘন বহে জল।
কালি তোমার পরিণয় এ পুরি আনন্দময় তোমায় কেন দেখি এ সকল ॥

(৩)—স্মৃতি

'স্মৃতি', পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু পুনশ্চ চিন্তন।
কম্প, বৈবর্ণ্য, বাষ্প, নিশ্বাস তার গুণ ॥

যথা,—(সত্যভামা প্রতি তদীয়া সখী)—

জলপূর্ণ নেত্র-পদ্ম কাঁপে কুচ রথপদ ভুজমৃণাল অতি কম্পবান।
তোর চিত্ত সরোবর তাথে কৃষ্ণ করিবর বুঝি করে ক্রীড়ার নির্ম্মাণ ॥

(ঘ)—গুণকীর্ত্তন

সৌন্দর্য্যাদি গুণের এক করয়ে শ্লাঘন।
'গুণসঙ্কীর্ত্তন' বলি কহে কবিগণ॥
তাহাতে রোমাঞ্চ, কম্প, হয় অনুক্ষণ।
কণ্ঠ গদ্‌গদ আদ তার গুণগণ॥

যথা,—(সন্দেশপত্র লিখনান্তর কৃষ্ণ প্রতি রুক্মিণী)—

তোমার রূপ তৃষ্ণা করি ত্রিভুবনে যত নারী সবে ঘূর্ণাকুল হয় মন॥
তুমি নিজরূপ হেরি যা কহ বিস্ময় করি রোমগণ করয়ে নর্ত্তন॥
মোর মন মধুকর তোমার মাধুর্য্য ভর দূর হতে করিয়ে শ্রবণ।
ধৈরজ ধরিতে নারে চাহে উড়ি যাইবারে তুমি তারে কর আশ্বাসন॥

'উদ্বেগ' আদি পূর্ব্বে দিল 'প্রৌঢ়ে' উদাহরণ।
'সমঞ্জসে' যেনো তার যথোচিত বর্ণন॥*

(গ) - সাধারণ

সাধারণ রতিপ্রায় হয় 'সাধারণ'।
'বিলাপ' পর্য্যন্ত তার দশার বর্ণন॥†

'অভিলাষ', যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ দর্শনান্তর কুরুপুরস্ত্রীগণের উক্তি)—

কত তপ করি তারা হয়েছিল নারী। যাহাদের পতি এই সুন্দর মুরারী॥

'চিন্তা'দির উদাকৃতি নহে বিবরণ।
যথোচিত উদাকৃতি দিবে ধীরগণ॥

কামলেখ ও মাল্যার্পণ

পূর্ব্বরাগে 'কামলেখ', 'মালা' বহুতর।
বয়স্যাদি দ্বারা পাঠায় পরস্পর॥

---

* উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি - এই ছয়টির পূর্ব্বে 'প্রৌঢ়'-স্থানে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু 'সমঞ্জসা' রতির সামঞ্জস্য হেতু, এস্থলেও যথোচিতরূপে এই ছয়টি হইয়া থাকে।

† অর্থাৎ—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ—এই ছয় দশা।

ক—কামলেখ

'কামলেখ' বলিয়া তাহার হয় প্রথা।
যাহাতে প্রকাশ হয় হৃদয়ের ব্যথা॥
সেই 'কামলেখ' হয় দুই ত প্রকার।
'নিরক্ষর' একনাম, 'সাক্ষর' হয় আর॥

(১)—'নিরক্ষর' কামলেখ

সুরক্ত পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্রাদি আঁকিয়া।
আখর না লেখি লেখ দেয় পাঠাইয়া॥

যথা,—(বিশাখার সখীপ্রদত্ত কামলেখ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নূতন পল্লব মাঝে অর্দ্ধচন্দ্র লেখা। সেই পত্র মোরে আজি পাঠাল বিশাখা॥
সেই লেখ হ'ল কামের অর্দ্ধচন্দ্র বান। হৃদয়ে প্রবেশি ব্যাকুল কৈল প্রাণ॥

(২)—'স্বাক্ষর' কামলেখ

নিজ কথা পত্রী মাঝে করয়ে লিখন।
'স্বাক্ষর'-লেখ বলি তারে কহে কবিগণ॥

যথা,—(শশীমুখী দ্বারা প্রেরিত শ্রীরাধার কামলেখ—'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে ২৯)—

প্রবেশ আমার মন দুঃখ দেয় মদন অপযশ রাখিল ভুবনে।
যখন যেদিকে চাই তোমারে দেখিতে পাই মদনেরে না দেখি নয়নে॥

পুষ্প দলে কস্তুরিকা কালির অক্ষর।
হৃদয়ের কুঙ্কুমে কুলুপ করে তার॥

(খ)—মাল্যার্পণ

যথা,—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

এ বনমাল নিজ হাতে বনাওল তাহে দিল নাগররাজ।
ইহা শুনি রাইক স্বেদ ছলে বাহির হোয়ল ধৈরজ লাজ॥

কামের দশ দশা

কেহ বলে, আদৌ হয় নয়নের প্রীত।
'চিন্তা', 'আসঙ্গ' হয়, তারপরে 'সঙ্কল্পিত'॥

'নিদ্রাচ্ছেদ', তনুতা', আর 'বিষয়-নিবৃত্তি'।
'লজ্জানাশ', 'উন্মাদ' হয়, আর 'মূর্চ্ছা', 'মৃতি' ॥
এই ত কামের দশ দশা মাত্র হয়।
কোন কোন কবিগণ এই মত কয় ॥
এই ক্রমে হয় হরির পূর্ব্বরাগ বর্ণন।
এক উদাকৃতি দিয়ে দিগ্ দরশন ॥

যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি বৃন্দা)—

বংশীক ছোড়ি চিত অতি আকুল নাগর ফিরই গহনে।
বনমালা গলে নাহি পহিরহি আকুল কুণ্ডল নাহি লয় শ্রবণে ॥
তুয়া ভুরু ভুজঙ্গিনী তাহে অব দংশল জারল কালীয়দমনে।
সহচর ছোড়ি কুঞ্জ মাঝে রহতহি চাহই চঞ্চল নয়নে ॥

২—মান

নায়ক নায়িকা দোঁহে রহে এক স্থানে।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি নিবারয় মানে ॥

সঞ্চারিভাব

নির্ব্বেদ, শঙ্কা, চাপল, ক্রোধ, গর্ব্ব, অসূয়া আর।
অবহিত্থা, * গ্লানি, চিন্তার ইহাতে 'সঞ্চার' ॥

মান—দ্বিবিধ

প্রণয়েতে হয় ভাল মানের প্রচার †
'সহেতু', 'নির্হেতু'—এই দুই ভেদ তার ॥

---

* অবহিত্থা—ভাব গোপন।

† 'প্রণয়ই' মানের উত্তম পদ বা যোগ্য স্থান। অর্থাৎ যে স্থলে 'প্রণয়', সেই স্থলেই 'মান' ঘটে। 'মানের উত্তম পদ প্রণয়' এই উক্তি হেতু পারম্পর্য্য হিসাবে, প্রণয় অপেক্ষা 'স্নেহ' ন্যূন হইতেছে (চতুর্দ্দশ অধ্যায়—'রতির তারতম্য' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। 'জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিৎ মানতাং ব্রজেৎ। স্নেহান্মানঃ কচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে ॥ অর্থাৎ 'স্নেহ' হইতে 'প্রণয়' উৎপন্ন হইয়া কোন কোন স্থানে 'মানত্ব' প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন 'স্নেহ' হইতে 'মান' উৎপন্ন হইয়া 'প্রণয়ত্ব' লাভ করে। এই হেতু 'প্রণয়ের' শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান হইতেছে।

(ক)—সহেতু মান

নায়কের বিপক্ষে প্রেমাধিক্য দেখি নারী।
মান করয়ে কান্তে ঈর্ষ্যা হেতু করি॥
প্রণয়মুখ্য ভাব ইহা ঈর্ষ্যামান হয়।§
এই মত কবিগণ রসশাস্ত্রে কয়॥

(১)—বিপক্ষ্য-বৈশিষ্ট্য

তাথে সুসখ্যাদি যার হৃদয়ে আছয়।
'বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য' দেখি তার মান হয়॥
রুক্মিণীরে এক পারিজাত দিল হরি।
তাহা শুনি সত্যভামা রহে মান করি॥
সত্যাগৃহে করে হরি পারিজাত রোপন।
তাহা শুনি কোন নারীর না হইল মান॥

বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য—ত্রিবিধ

'বিপক্ষ-বৈশষ্ট্য' হয় ত্রিবিধ প্রকার।
'শ্রুত', 'অনুমিত', 'দৃষ্ট'—এই ভেদ তার॥

অ—শ্রবণ

প্রিয়সখী, শুকাদ্যের মুখে তাহা শুনি।
কান্তেরে করয়ে মান প্রেয়সী রমণী॥

---

§ মানের প্রতি-কারণ ঈর্ষ্যা, অর্থাৎ ঈর্ষ্যা হইলে মানের উৎপত্তি হয়। প্রিয়ব্যক্তির মুখে বিপক্ষদের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন হইলে প্রণয়মুখ্য যে ভাব, তাহাই 'ঈর্ষ্যামান'। কান্ত কর্ত্তৃক বিপক্ষনায়িকার উৎকর্ষ কীর্ত্তন হইলে, ঈর্ষ্যারূপ ভাব 'প্রণয়', প্রধান হইয়া 'ঈর্ষ্যামানত্ব' প্রাপ্ত হয়।

কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতে—'স্নেহ' ব্যতিরেকে 'ভয়' হয় না এবং 'প্রণয়' ব্যতীত 'ঈর্ষ্যা' হয় না। এই হেতু, এই প্রকার 'মান' এই দুয়েরই প্রেম প্রকাশ করে। কৃতাপরাধ নায়কের নায়িকার প্রতি ভয় হয়। নায়ককৃত অপরাধে নায়িকার ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হয়। এই উভয় কারণ বশতঃ, নায়ক নায়িকার 'মান' নামক রস উৎপন্ন হয়। ইহাতে ভয়ের কারণ—স্নেহ, ঈর্ষ্যার কারণ—প্রণয়। ফলতঃ, 'স্নেহ' অর্থাৎ নায়িকা বিষয়ক চিত্তের আর্দ্রীভাব ব্যতিরেকে, নায়কের ভয় হয় না। এবং 'প্রণয়' অর্থাৎ নায়কবিষয়ক সখ্য ব্যতিরেকে, নায়িকার ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হয় না।

সখীমুখ হইতে শ্রবণ, যথা—(মনোরমা প্রতি বৃন্দা)—

মিছা মিছি কেন কঠিন সখীর বচনে করেছ মান।
আমি ভাল জানি আন যুবতীর নিকটে না যায় শ্যাম ॥

শুক মুখ হইতে শ্রবণ, যথা—(শ্যামলার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কলহ-নিপুণা কোন সহচরী পঢ়াল্য এহেন শুকে।
চন্দ্রাবলী সনে আমার বিহার পড়িছে আপন মুখে ॥
রাই, তুমি না করিহ মান।
শুকের বচন সকলি বিফল তুমি সে আমার প্রাণ ॥

আ—অনুমিত

রতি-চিহ্ন, প্রলাপন, স্বপ্ন দরশন।
তিন প্রকার 'অনুমান' কহে কবিগণ ॥

ক—রতিচিহ্ন বা ভোগাঙ্ক

রতিচিহ্ন কখন বিপক্ষ অঙ্গে দেখে।
কখন বা রতিচিহ্ন পতি-অঙ্গে লখে ॥

বিপক্ষ গাত্রে রতিচিহ্ন, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পদ্মা)—

হেদে ধূর্ত্তের শ্রেষ্ঠ। তুমি ত বড়ই ধৃষ্ট আপনার ঘরে যাহ চলি।
ঘরেতে আছয়ে বৃদ্ধা তারে না করিহ ক্রুদ্ধা সুখে নিদ্রা যাক্ চন্দ্রাবলী ॥
ছাড়হ চাতুরী-কথা তোমার যত সাধুতা দেখিয়াছি ললিতা-ললাটে।
তোমার হাতের বিরচিত অলকা তিলক জত দেখি চন্দ্রাবলীর মন ফাটে ॥

প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা—'বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে)—

স্থির করি দুই নেত্রে চাহি ছিলে মোর পথে তাথে পুষ্প-পরাগ পড়িল।
কেন মনে কর ব্যথা তোমার নাহি দোষ কোথা তাথে তোমার আঁখি রাঙ্গা হল ॥
এই ত শিশির-রাতে ব্রণ হল অধরেতে কেহ কহে দন্তের আঘাত।
আমারি ভাগ্যের দোষ কে তোমায় করিবে রোষ কেন বা করিছ প্রণিপাত ॥

খ—প্রলাপ বা গোত্রস্খলন

যথা,—('বিল্বমঙ্গলে' শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর উক্তি-প্রত্যুক্তি)—

রাধার মন্দির ছাড়ি যায়া সোমাভার বাড়ী কহে—'রাধা তোমার কুশল'।
শুনি চন্দ্রাবলী কহে— 'এস কংসরাজ ওহে তোমার দরশনেই মঙ্গল'॥
শুনিয়া নাগর কহে— 'কংশরাজ কৈ গৃহে'? চন্দ্রাবলী কহে—'রাধা কোথা'?
নাগর সে কথা শুনে বিস্ময় হইল মনে লাজ পাঞা নোয়াইল মাথা॥

গ—স্বপ্ন-দর্শন

হরি, কিম্বা বিদূষকের স্বপ্ন দরশন।
'স্বপ্নায়িত' বলি তারে কহে কবিগণ॥

হরির স্বপ্ন, যথা—(কুন্দবল্লী প্রতি বৃন্দা)—

রাই মোর অন্তরে রাই মোর বাহিরে রাই মোর অগ্রে পৃষ্ঠে রয়।
চন্দ্রাবলীর কাছে হরি আছয়ে শয়ন করি তাথে স্বপ্নে এই কথা কয়॥
চন্দ্রাবলী তাহা শুনি আপন লঘুতা মানি কৃষ্ণ প্রতি বিরচিলা মান
সখীকে না কহে কথা হৃদয়ে বাড়িল ব্যথা ক্রোধে জ্বলে আগুন সমান।

বিদূষকের স্বপ্ন, যথা—(স্বীয়াসখী প্রতি শৈব্যা)—

স্বপ্নে চন্দ্রাবলী গৃহে শ্রীমধু মঙ্গল কহে শুনে সবে যেন চিত্র-ছবি।
অনেক চাতুরী করি পদ্মায় বঞ্চিল হরি রাধা-স্মৃতি করাহ, মাধবি॥
তাহা শুনি চন্দ্রাবলী মানেতে রহিল জ্বলি কৃষ্ণ প্রতি করিল ভৎসন।
শ্রীরূপের পাদপদ্ম তাথে মত্ত ষট্‌পদ ভনে ইহা শ্রীশচীনন্দন॥

ঙ—দর্শন

যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পদ্মা)—

জানিহে তোমারে হরি না করিহ চাতুরী তুমি মোর সখীরে ছাড়িয়া।
রসনার ধ্বনি শুনি মনে কিছু অনুমানি দ্রুত গেলে কৈতব করিয়া॥
চন্দ্রাবলী বেড়াইয়া দেখিল তোমারে যায়া কালিন্দীর তটে রাধা সনে।
সেই হৈতে চন্দ্রাবলী মানেতে আছয়ে জ্বলি তুমি সেথা যাইছ কেমনে॥

(খ)—নির্হেতু মান

কভু অকারণে, কভু কারণ-আভাসে।
'নির্হেতু' জন্ময়ে মান প্রণয়-বিশেষে ॥

প্রণয়-মান বা নির্হেতুমান

সকারণ মান প্রণয়ের পরিণাম।
দ্বিতীয় প্রণয়-বিলাস-বৈভব ধরে নাম ॥
রসিকেরগণ তারে কহে 'প্রণয়-মান'।
অকারণে মানরস শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অকারণে দোঁহার মান কবিগণ কয়।
অবহিত্থা আদি করি ব্যভিচারী হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের কারণাভাস * জনিত মান, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কোন ব্রজসুন্দরী)—

মোরে কৃপাদৃষ্টি কর অপরাধ নাহি মোর তুমি বট কৃপাময় হরি।
প্রতারিতে দুষ্ট পতি বয়ে গেল আধরাতি কি করিব পরবশ নারী ॥
জ্যোৎস্না রাত্রে অভিসরি শুক্ল অলঙ্কার ধরি অর্দ্ধ পথে এলাম যখন।
চন্দ্র গেল অস্তগিরি পুনঃ ঘরে গেলাম ফিরি পুনঃ কৈনু নূতন সাজন ॥

যথা বা,—(শ্যামলার প্রতি শ্রীরাধা)—

বনফুল চয়নে বিলম্ব করি পন্থহি শ্যাম নিকটে হাম গেল।
মুখে হেরি নাগর বাত নাহি বোলল কেবল অধোমুখ ভেল ॥
হাম ফুল-অঞ্জলি পদতলে দেখলু তাহে ভুরু কুটিল বিলাস।
পুরুষ কি মান সুচির নাহি হোয়ই বদনে প্রকাশল হাস ॥

কৃষ্ণ-প্রিয়ার কারণাভাস জনিত মান, যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

তোমার বচনে কুসুম চয়ন করিতে গেলাম আমি।
কিছু দোষ নাই কেন কেন রাই মানিনী হয়াছে তুমি ॥
অনেক যতনে গহন কাননে আনিলাম মল্লিকা ফুলে।
ভূষণ করিয়া তোমারে পরাব কিবা সাজে শ্রুতিমূলে

---

* শ্রীকৃষ্ণের কারণজনিত মান সম্ভব নহে।

নায়ক নায়িকার এককালীন মান, যথা—(যুগপৎ মানগ্রস্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)

কেন হে নাগর মুখ নামাইয়া বসিয়া রয়েছ তুমি।
কেন কেন রাই তোমার বদনে বচন নাহিক শুনি॥
বুঝিলাম মনে তোমরা দুজনে প্রেমেতে করেছ মান।
পুনঃ রতি রসে এখনি ভুলবে দুহু সে দোঁহার প্রাণ॥

মানের উপশম

নির্হেতু মানের আপনি হয় নাশ।
আপনি আলিঙ্গন দেয় করে মৃদুহাস॥
সকারণ মান যায় উচিত বল্লনে।
'সাম' 'ভেদ ক্রিয়া', দান', 'নতি', 'উপেক্ষণে'॥
রসান্তর হৈলে হয় মানের বিনাশ।
মান নাশে অশ্রু নেত্রে, মুখে মৃদু হাস॥

(১)—সাম

প্রিয়া আগে প্রিয় কহে বিনয় বচন।
রসশাস্ত্রে 'সাম' বলি কহে কবিগণ॥

যথা,—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

মঝু অপরাধ বহুত অব সুন্দরী তোওল ও দুই চরণে।
তুয়া বিনে ক্ষিতিতলে কো অব রাখব কো ইহ হোয়ব শরণে॥
ঐছন শ্যামকি বচন শুনি সুন্দরী রোয়ত খঞ্জন-নয়নী।
নয়ন কি লোরে ধোয়ি কুচকুঙ্কুম পদনখে লেখই ধরণী॥

(২)—ভেদ ক্রিয়া

'ভেদ' দুই বিধ—ভঙ্গ স্বমাহাত্ম্য কয়।
আর সখীদ্বারা নিজ প্রিয়ারে ভর্ৎসয়॥

ভঙ্গি দ্বারা স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ, যথা —(মানিনী শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নাহি গণি গুণগণ একহি দোষে পুনঃ তুহু সে কয়লি মুঝে রোষ।
হাম মুগুধবর উচিত না জানলু আগে করনু হাম দোষ॥
সুর তরুণীগণ মুঝে কত যাচল ব্রজনারী কত চারি পাশে।
সো সব ছোড়ি মোহে হাম সেবনু তুয়া সঙ্গম-রস আশে॥

সখীদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ, যথা—(ভদ্রা প্রতি কৃষ্ণপক্ষপাতিনী সখীগণ)—

শুন সখি শঙ্খচূড় রণ দমনে। মান উচিত নহে পঙ্কজ নয়নে॥
অসুর বিনাশি রাখই ব্রজভুবনে। তার সনে কেলি তোর ধিক্ রহু জীবনে॥
ভদ্রার ঐছন নিজ সখী বচনে। ঘন ঘন জল বহে ও দুটি নয়নে॥

(৩)—দান

চলেতে কান্তারে দেয় বসন ভূষণ।
'দান' বলি তার নাম কহে কবিগণ॥

যথা—(পদ্মা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নামহি মদন এক মোর সহচর অতিশয় পিরীতি তাহার।
তুহু মঝু প্রেয়সী ঐছন শুনি তুজে দেওল মাল্য উপহার॥
এ বরমাল্য হৃদয়ে করু সুন্দরী তা সনে নাহি তোর মান।
শুনি ধনি হাসি বদন-বিধু বিকশল কানু সুধা করু পান॥

(৪)—নতি

কেবল দৈন্যেতে প্রিয়ার পায়ে পড়ি রয়।
'নতি' বলি রস-শাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

যথা,—(কুন্দবল্লী প্রতি বৃন্দা)—

রাইক হৃদয় মান জানি মাধব পড়ল চরণতল পাশে।
নয়ন জলদজল বরিখনে ধনি করু মান-হুতাশ বিনাশে॥

(৫)—উপেক্ষা

সামান্যে না হয় যদি মানের ভঞ্জন।
তবে পতি কান্তারে করয়ে 'উপেক্ষণ'॥

কেহ কেহ মৌন ধরে. পতি যদি রয়।
'উপেক্ষা' বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥

যথা,—(বিশাখার সখীগণ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উক্তিচ্ছলে বৃন্দা)—

আমি অতি সাধুজন ব্রজরাজের নন্দন তাথে পুনঃ হই মহাবীর।
নারীগণের মন হরে কেনা বাঞ্ছা করে মোরে কাম জিনি সুন্দর শরীর॥
তারে তুমি দিলে ব্যথা ভাল না হইল কথা পরিণামে হইবে কেমন।
মনে রহু কুট করি এই আমি যাই ছাড়ি কিবা যুক্তি করিবে এখন

যথা বা,—(সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

মানভঞ্জন লাগি প্রণমিনু চরণে। পদ্মা তভু মুঝে না চাহিল নয়নে॥
হাম মৌন ধরি বৈঠল যবহি। তাকর দিঠিজল বরিখল তবহি॥
সখিরে কহল কিছু মৃদুমৃদু বচনে। কুসুম কি ধূলি পড়ল মঝু নয়নে॥
বুঝনু টুটল মান-বিষ দহনে। যাই হাম চুম্বলু সো বিধু বদনে॥

[অথবা—]

সাধ্য সাধন ছাড়ি অন্যার্থ বচনে।
প্রিয়ারে প্রসন্ন করে, 'উপেক্ষা' তারে ভনে॥

যথা,—(চন্দ্রাবলী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কুন্তলের মাঝে মালতি আছয়ে তাহা ত চিনিতে পারি।
বাম শ্রুতিমূলে মল্লিকা আছয়ে চিনিলাম নয়নে হেরি॥
দক্ষিণ শ্রবণে কি ফুল আছয়ে তাহাও চিনিতে হল।
একথা কহিয়া চতুর নাগর মানিনীর কাছে গেল॥
গণ্ডের নিকটে বদন লইল আঘ্রাণ লইবার তরে।
অমনি চন্দ্রাবলী হাসিয়া উঠিল— নাগর চুম্বন করে॥

রসান্তর

আকস্মিক ভয়াদিতে 'রসান্তর' হয়।
'যাদৃচ্ছিক', 'বুদ্ধিপূর্ব্বক'—দুই ভেদ রয়॥

(১)—যাদৃচ্ছিক

অকস্মাৎ উপস্থিত হয় যেই ভয়।
'যাদৃচ্ছিক্' বলি তারে কবিগণ কয়॥

যথা—

পদ্মার মান দেখি হরি অনেক বিনয় করি বহু যত্নে নারিল খণ্ডিতে।
সখীর বিনয় বাতে উত্তর না দিল তাথে মৌন করি রহিল মানেতে॥
হেনকালে দৈবদোষে অরিষ্ট অসুর এসে বজ্রতুল্য শব্দ করিল।
তাথে মান ছাড়িয়া ভয়েতে কম্পিত হয়া আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণেরে ধরিল॥

(২)—বুদ্ধিপূর্ব্বক

উৎপন্নবুদ্ধি কান্ত করে ভয় দরশন।
'বুদ্ধিপূর্ব্বক' তারে কহে কবিগণ॥

যথা,—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

পঞ্চমুখ কীট আসি আমার পাণিতে বসি আহা মরি করিল দংশন।
এ হেন কোমল হাতে কত না বাজিল তাথে ইহা কহে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
শুনি রাধা চমকিত ছাড়িয়া মানের রীত ব্যাগ্র কহে কি হল কি হল
হেন কালে যাই হরি বদনে বদন ধরি মনের সুখে চুম্বন করিল॥

মানোপশমন

দেশ কাল বলে, কভু মুরলী শ্রবণে;
বিনোপায় কভু মান হয়ত খণ্ডনে॥

দেশ-বল দ্বারা মানোপশমন, যথা—(ভদ্রা প্রতি বৃন্দা)—

কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমরগণ গুঞ্জরু বৃন্দাবন বন মাঝ।
মৃদু মৃদু হাসি নীপতরু মূলহি বৈঠল নাগর রাজ॥
চন্দ্রাবলী তব ছোড়ল মান।
নাগর দরশ পরশরস লালসে সখী মুখে দেওল নয়ান॥

কাল-বলে মানোপশমন, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দা)—

এ হেন শরৎকালে চন্দ্র-ছটা ঝল্ মলে যমুনার তীর শোভা করে।
শুনিয়া সখীর বাণী মান ছাড়ি দিল ধনি অভিসার করিল সত্বরে॥

মুরলী-শব্দ দ্বারা মানোপশমন, যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

মান নাহি জানি আমি মানের উপাধ্যায় তুমি তোমার বচনে কৈনু মান।
ঐ দেখ বনমাঝে কানুর মুরলী বাজে সত্বরে আচ্ছাদ মোর কান॥

নির্হেতু মান—ত্রিবিধ

মানের তারতম্য হয়, হেতুর তর-তমে।
'লঘু', 'মধ্য', 'মহিষ্ঠ' এই তিন নামে॥
সুসাধ্যের 'লঘু' নাম, 'মধ্যম' যতনে।
সুসাধ্য 'মহিষ্ঠ' * এই কহে কবিগণে॥

মানিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সম্বোধন

মানিনী রুষিয়া সম্বোধন করে মন্দ।
বাম, দুর্ল্লীলশেখর, কিতবেন্দ্র॥
মহাধূর্ত্ত, নির্লজ্জ, দুর্ল্ললিত, কঠোর।
কামী, গোপী ভুজঙ্গম, আর রতিচোর॥
গোপী-ধর্ম্মধ্বংসী, সাধ্বীব্রত-বিড়ম্বন।
বৃন্দাবনের বাটপাড়, কালিয়াদিগণ॥

৩—প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রিয়ের নিকটে রহে, প্রেমের স্বভাবে।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' হেতু বিরহ করি ভাবে॥

যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কানুক কোরে বৈঠি ধনি কহতহি কাঁহা গেও নাগর রাজ।
কি মঝু দোষে ছোড়ল বর নাগর ইহ বলি পড়ু ক্ষিতি মাঝ॥

---

* মহিষ্ঠ মান—অর্থাৎ, দুর্জ্জয় মান।

এ সখি, কানু দেহ মুঝে আনি।
ঐছন রাইক বচনে হরি বিস্মিত বদনে লাগাওল পানি ॥

অনুরাগের পরমোৎকর্ষ যেই পায়।
নিজ কোলে পতি তিলে তিলেকে হারায় :
ভাল উদাকৃতি আছে মহিষীর গীতে।
বোপদেব নিজ গ্রন্থে বর্ণিল ভাল মতে ॥*

৪—প্রবাস

ব্যভিচারী ভাব

পূর্ব্ব-মিলিত দোঁহার দেশ ব্যবধান।
কবিগণ কহয়ে 'প্রবাস' তার নাম ॥
হর্ষ, গর্ব্ব, মদ, ব্রীড়া ছাড়ি এই চারি।
শৃঙ্গারের সংযোগ্য সব হয় ব্যভিচারী ॥

প্রবাস—দ্বিবিধ

সেই 'প্রবাস' হয় দুই ত প্রকার।
'বুদ্ধিপূর্ব্ব' এক হয়, 'অবুদ্ধিপূর্ব্ব' আর ॥

(ক)—বুদ্ধিপূর্ব্ব

কার্য্য অনুরোধে যেই দূরেতে গমন।
কৃষ্ণের কার্য্য হয় কেবল ভক্তের প্রীণন ॥
সেই 'বুদ্ধিপূর্ব্ব' হয় দুই ত প্রকার।
'কিঞ্চিদ্দূর', 'বহুদূর' এই ভেদ তার ॥

'কিঞ্চিদ্দূর' প্রবাস, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি)—

সুরভীকুল-পথি বিনিহিত-নয়না। তব নিজ নাম বশীকৃত রসনা ॥
মাধব তব বিরহে বিধুবদনা। রাধা খিদ্যতি মনসিজ-বদনা ॥

---

* বোপদেব কৃত 'মুক্তাফল'-গ্রন্থে, পট্টমহিষীগণের গীত-বিভ্রম অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মুরলী নিনাদ শ্রুতি পটু বিষয়া। তব মুখ কমলে বিনিহিত হৃদয়া ॥
শ্রীল শচীনন্দন কবি গদিতং। হরিমিহ জনয়তু বহুতর মুদিতং ॥

'সুদূর' প্রবাস

'দূর প্রবাস' হয় তিন প্রকার।
'ভাবী', 'ভবন্', 'ভূত' এই ভেদ তার ॥

'ভাবী', যথা,—(স্বীয় সখী প্রতি কোন ব্রজদেবী)—

নন্দ ঘোষের আজ্ঞাকারী এক দূত সবাকারি ঘরে ঘরে করিছে ঘোষণ।
আসিয়াছে অক্রূর হরি যাবে মধুপুর কালি প্রাতে করিবে গমন ॥
বড় অমঙ্গল দেখি নাচিছে দক্ষিণ আঁখি কাঁপিছে দক্ষিণ পয়োধর।
চঞ্চল হইল মন স্থির নহে এক ক্ষণ না জানিয়ে কি হইবে মোর ॥

'ভবন্' যথা,—(শ্যামলার উক্তি)—

দিবাকর মণ্ডলে প্রকাশ গগণ তলে অক্রূর সাজায়া রথখানি।
এস বলি কৃষ্ণে ডাকে শেল মারে মোর বুকে এখনি চলিল ব্রজমণি ॥
হেদেরে কঠিন মন আর দেহে থাক কেন আমার হৃদয় ফাটি যায়।
বিনয় করি যে আমি ত্বরা করি যাও তুমি ঐ দেখ ঘোটক চালায় ॥

'ভূত', যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

সে হরি ছাড়িয়া মোরে রৈল যায়া মধুপুরে বিরহ দহনে আমি মরি।
অন্তরে আশার নদী বহে মোর নিরবধি তেই প্রাণ ছাড়িতে না পারি ॥

সন্দেশ

ইহা * কৃষ্ণ-প্রিয়ার প্রতি সন্দেশ পাঠায়।
প্রিয়াগণ সন্দেশ পাঠায় পুনঃ তায় ॥

কৃষ্ণের উদ্ধব দ্বারা শৈব্যার নিকট সন্দেশ, যথা—

বিরহের দাহন চক্ষু করি নিমীলন কথোদিন সহিয়া রহিবে।
বন্ধুগণের সুখ করি যাব আমি ব্রজ পুরি তবে মোর সঙ্গম পাইবে ॥

* এই বুদ্ধি পূর্ব্বক 'ভূত সুদূর-প্রবাসে' শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীগণ কর্ত্তৃক প্রেমবশতঃ পরস্পর সন্দেশ প্রেরণ করা হয়।

(খ)—অবুদ্ধিপূর্ব্ব

পরবস প্রবাসের নাম পারতন্ত্র্য কয়।
দিব্যাদিব্যাদি পারতন্ত্র্য বহুবিধ হয়॥

যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

পূর্ণিমার চন্দ্র দেখি মনে হয়ে বড় সুখী বহু যত্নে তোমারে আনিল
তাতে শঙ্খচুড় আসি দিল মোরে দুঃখ রাশি তাহে দোঁহার বিরহ হইল॥

দশ দশা

দশ দশা হয় তাথে চিন্তা, জাগরণ।
উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গ, প্রলাপন॥
ব্যাধি, উন্মাদ হয়, মোহ অনুক্ষণ।
মৃত্যু—এই দশ দশা কহে কবিগণ॥

'চিন্তা', যথা—(হংসদূত'-গ্রন্থে কোন রসিকের উক্তি)—(১)

যখন গোকুল ছাড়ি হরি গেলা মধুপুরি অক্রূর লইয়া গেল তারে।
সেই দিন হৈতে রাধা মনেতে বিরহ বাধা ডুবি রৈল চিন্তার সাগরে॥

'জাগরণ', যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—(২)

সেই পুণ্যবতী নারী স্বপনে যে দেখে হরি আমরা বড়ই অভাগিনী।
যবে কৃষ্ণ ছাড়ি গেল পরম বিয়োগ হৈল নিদ্রা হৈল পরম বৈরিণী॥

'উদ্বেগ', যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—(৩)

পর দুঃখ সিন্ধু জলে সদাই হৃদয় জ্বলে এই দুঃখের না হৈল পার।
তোমার চরণ ধরি যুক্তি বল সহচরী ডুবে মরি না জানি সাঁতার॥

'তানব', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—(৪)

স্মরি বিরহ দুঃখ মলিন হয়াছে মুখ কুচের উপরে নাহি হার।
হৃদয়ে সদাই বাধা অতি কৃশ তনু রাধা নিদাঘের কন্দর আকার॥

'মলিনাঙ্গতা', যথা—(ঐ)—(৫)

শিশিরের পদ্ম জিনি রাধার বদন খানি চক্ষু যেন শারদ উৎপল।
বন্ধুক* মলিনতর তার তুল্য দু'অধর তনু নাহি করে ঝলমল্ ॥

'প্রলাপ', যথা—('ললিতমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধার বিলাপ)—(৬)

ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যামৃত পেয়ে নিরন্তর পীয়ে জীয়ে ব্রজজন নয়ন-চকোর ॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥
এই ব্রজের রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লতা করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার টান শিখিপিঞ্ছ উড়ান নব মেঘে যৈছে ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুগ্ধ তাহার বকপাঁতি নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু ॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণ রক্ষা মহৌষধি সখী তোর সেই সুহৃত্তম।
যেই জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ তার জীবনে ধিক্ ধিক্ যে রাখে জীবন।

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত অনুবাদ)

'ব্যাধি', যথা—(ঐ গ্রন্থে, ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—(৭)

তুষানল জিনি তাপ বিষ জিনি দেয় কাঁপ বজ্র জিনি বড়ই কঠোর।
হৃদয়ের শেল মোর সূচী জিনি খরতর দহে কৃষ্ণ বিরহের জ্বর ॥

'উন্মাদ', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব)—(৮)

যাইয়া মন্দির মাঝে চেতনাচেতনে পুছে দেখিয়াছ মোর প্রাণনাথে।
ধরণী পড়িয়া কান্দে কাঁপি স্থির নাহি বান্ধে কত না নির্বেদ করে চিতে ॥

'মোহ' বা 'মূর্চ্ছা', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ললিতার পত্র)—(৯)

স্তব্ধ করে দৈন্যার্ণব দূর করে চিন্তা সব উন্মাদেরে করয়ে স্থগিত।
মূর্চ্ছা হয়া সহচরি রোধয়ে নয়ন বারি ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে সম্বিত ॥

---

* বন্ধুক—বন্ধুজীব পুষ্প।

'মৃত্যু', যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি হংসদূত দ্বারা ললিতা)—(১০)

ছাড়ি পতি নিজ জন লইল তোমার শরণ সার কৈল তোমার চরণ।
তুমি প্রেম ভঙ্গ করে ছাড়িয়া আইলে তারে বড়ই চঞ্চল তুয়া মন॥
রাধায় ধিক্ রহু তাথে অদ্যাবধি নাসিকাতে তুলা ধরি করি পরীক্ষণ।
ঘড়্ ঘড়্ করে গলা ঈষৎ চলয়ে তুলা সেই দশা না যায় বর্ণন॥

প্রবাসে হরিরও হয় এই দশাগণ।
এক উদাকৃতি করি দিগ্ দরশন॥

যথা—(ললিতা প্রতি উদ্ধব)—

শয্যা পয়ঃফেন জিনি তাথে বসি যদুমণি রাজকন্যার সঙ্গেতে বিহরে।
বনে রাধার ক্রীড়াগণ যেই হয় স্মরণ তেই মূর্চ্ছা হয়ে ভূমে পড়ে॥

[বহুদশা]

বিবিধ প্রেমার ভেদ বহুদশা তার।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার॥
এই ত প্রেমার অনুভাব দশা হয়।
সাধারণ দশাগণ সব সম্ভবয়॥
কিন্তু 'অধিরূঢ় ভাব' পরম মোহন।
তাহার বিশেষ যত করেছি বর্ণন॥*
অন্য বিপ্রলম্ভে কেহ বলয়ে করুণ।
প্রবাসের মধ্যে তাহা করিয়ে গণন॥
কালীয় হ্রদ প্রবেশাদি জন্য তার নাম।
এই ত কহিল বিপ্রলম্ভের আখ্যান॥

---

* চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—'রতির তারম্য' প্রসঙ্গে ১৫১-৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ অধ্যায়

সম্ভোগ প্রকরণ

সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি

হরিলীলা বিশেষের প্রকট অনুসার।
এই ত বিরহ দশা বর্ণিল গোপীকার ॥
হরির সদা বৃন্দাবনে রাসাদি করণ।
গোপীসহ হরির বিয়োগ নাহিক কখন ॥

পদ্মপুরাণে যথা,—

কংসহা নিত্য ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে। অতএব জানিল নাহি ছাড়ে গোপীগণে ॥

সম্ভোগ

দর্শনালিঙ্গনাদির যাহা আনুকূল্যে হয়।
ভাবের উল্লাস হলে 'সম্ভোগ' নাম কয় ॥
'সম্ভোগে' ভাবের উল্লাসে আরোহণ।

সম্ভোগ—দ্বিবিধ

'গৌণ', 'মুখ্য'—দুই ভেদ কহে কবিগণ ॥

১—মুখ্য সম্ভোগ

জাগ্রদবস্থাতে যেই দর্শন আলিঙ্গন।
সেই 'মুখ্য' চতুর্ব্বিধ কহে কবিগণ ॥

মুখ্য-সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ

'সংক্ষিপ্ত', 'সঙ্কীর্ণ', 'সম্পন্ন', 'সমৃদ্ধিমান'।
এই চারিভেদের কহি উৎপত্তির স্থান ॥
পূর্ব্বরাগে 'সংক্ষিপ্ত' হয়, মানেতে 'সঙ্কীর্ণ'।
আদ্য-প্রবাসের পরে সম্ভোগ 'সম্পূর্ণ' ॥
দ্বিতীয় প্রবাস পরে সম্ভোগ 'সমৃদ্ধিমান'।
চারিভেদ সম্ভোগের প্রায় চারিস্থান ॥

(ক)—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

সাধ্বস লজ্জাতে সংক্ষিপ্ত উপচার।
রতির সংক্ষেপে 'সংক্ষিপ্ত' নাম তার ॥

নায়কের 'সংক্ষিপ্ত'-সম্ভোগ, যথা—(শ্রীরাধিকার সখীগণ প্রতি নান্দীমুখী)—

লীলাতে তুলিল হরি গিরি গোবর্দ্ধনে। ডরাইল রাধার স্তন-পর্ব্বত দর্শনে ॥

প্রথম সঙ্গমের এই মত হয় রীত।
লজ্জায় আক্রান্ত হয় ভয়ভীত চিত ॥

নায়িকার 'সংক্ষিপ্ত'-সম্ভোগ, যথা—

চুম্বন করিতে মুখ শশধর বসনে ঢাকিয়া রহে।
ঘন আলিঙ্গনে কুটিল হইয়া 'নহি নহি' বলি কহে ॥
রসের পদবী নাগর কহয়ে রাই না উত্তর করে।
নূতন সঙ্গমে রসের সাগরে ভাসাল নাগর বরে ॥

(খ)—সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ

ব্যলীক* স্মরণে হয় 'সঙ্কীর্ণ' উপচার।
তপ্ত ইক্ষু প্রায় হয় 'সঙ্কীর্ণ' শৃঙ্গার ॥†

---

* ব্যলীক = অপ্রিয় অর্থাৎ বিপক্ষের গুণকীর্ত্তন।

† তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ কালীন যেমন এককালে স্বাদুতা ও উষ্ণতা অনুভব হয়, তদ্রূপ নায়কের ব্যলীক ও প্রবঞ্চনাদি-দ্বারা আলিঙ্গন চুম্বনাদি উপকরণগুলি সঙ্কীর্ণ বা অমিশ্র থাকে।

যথা,—

মুখ-বিধু চুম্বনে রাই কহই পুনঃ জাহ চন্দ্রাবলী গেহ।
নিবিড় আলিঙ্গনে মান ভরমে তহি ধীরে ধীরে কুঞ্চই দেহ ॥

(গ)—সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ-সম্ভোগ

প্রবাস হইতে কান্ত নিকটে আইলে।
সম্ভোগ যে হয়, তারে 'সম্পন্নমান' বলে ॥
প্রবাস গমন হয় দুই ত প্রকার।
'আগতি' এক নাম, 'প্রাদুর্ভাব' আর ॥

(১)—আগতি

লৌকিক ব্যবহারে প্রিয়ের গৃহে আগমন।
তাহারে 'আগতি' বলি কহে কবিগণ ॥

যথা—(শ্রীরাধা প্রতি বিশাখা)—

ছাড়ি গুরুজন লাজ এস গো অঙ্গন মাঝ বিরহেতে হয়াছ দুঃখিনী।
বনে হৈতে শ্যামরায় আসিয়া মিলিল তায় বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে এখনি ॥

(২)—প্রাদুর্ভাব

বিরহেতে বিহ্বল হইয়া রহে নারী।
অকস্মাৎ নিকটে আসিয়া মিলে হরি ॥
তারে 'প্রাদুর্ভাব' বলি কবিগণ কয়।
সম্পূর্ণ-সম্ভোগ তাথে অভিমত হয় ॥

যথা,—(শ্রীদশমে)—*

রূঢ়ভাবে বিপ্রলম্ভের পরে যে শৃঙ্গার।
নির্ভর পরম সুখ 'সম্পূর্ণ' নাম তার ॥

---

* এই উদাহরণটি অনূদিত হয় নাই। মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম এই—'রাস বিপ্রলম্ভানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব শ্রীশুকদেব কহিতেছেন—গোপীগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বরধারী ও মাল্যালঙ্কৃত হইয়া

ইহাতে বিরহে চিত্তে হয় মহা দুখ।
প্রাদুর্ভাবে সর্ব্বাভীষ্ট হয় মহা সুখ ॥

(ঘ)—সমৃদ্ধিমান

অতিরেক উপভোগ যাহাতেই হয়।
'সমৃদ্ধিমান' বলি তারে কবিগণ কয় ॥

যথা—('ললিতমাধব'-গ্রন্থে নববৃন্দা প্রতি শ্রীরাধা)—

এই কৃষ্ণের বিরহে ভস্ম হয়েছিল দেহে কত দুঃখ সহিনু অন্তরে
আজ প্রাণনাথ পেনু তনু মনে জুড়াইনু আর নাহি পাঠাইব দূরে

'ছন্ন', 'প্রকাশ' ভেদে কেহ দুই মত কয়।
তাহা না কহিল, বড় রসোল্লাস নয় ॥*

২—গৌণ-সম্ভোগ

স্বপ্নে প্রাপ্তি হয় যেই কৃষ্ণের মিলন।
'গৌণ-সম্ভোগ' তারে কহে কবিগণ ॥

স্বপ্ন সম্ভোগ—দ্বিবিধ

'স্বপ্ন-সম্ভোগ' হয় 'সামান্য', 'বিশেষ'।
সামান্যের হয় ব্যভিচারেতে প্রবেশ ॥
জাগরণ সম হয় স্বপ্নের মিলন।
'বিশেষ-স্বপ্ন' বলি তারে কহে কবিগণ ॥
বড়ই অদ্ভুত বড় ভাবের প্রচার।
পূর্ব্ববৎ সংক্ষিপ্তাদি চারি ভেদ তার ॥

সস্মিত-বদনে তাঁহাদের মধ্যে এরূপে আবির্ভূত হইলেন যে, দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, ইনি জগমোহন কামদেবেরও মনোমধ্যে উদগত কামেরও সাক্ষাৎ মোহজনক।

* পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্ব্বিধ সম্ভোগ--'প্রচ্ছন্ন' ও 'প্রকাশ' ভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিরূপতা ইষ্টা হইলেও, বর্ণিত হইল না। যেহেতু তাহা উল্লাসকরী নহে।

স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ, যথা—(বিশাখা প্রতি শ্রীরাধা)—

সুন্দর কালিন্দী তীরে গোবিন্দ বিহার করে নবাম্ভোদ জিনি তনুখানি।
মাথায় বিনোদ চূড়া তাহে গুঞ্জ ছড় ছড়া সে বড় রসিক শিরোমণি॥
নিকটে আসিয়া মোরে বদন চুম্বন করে সভয় নয়নে পুনঃ চায়।
আমি থাকি শয়নে এই দেখি স্বপনে এ বড আমার হল দায়॥

স্বপ্নে সংকীর্ণ-সম্ভোগ, যথা—(কোন মুগ্ধা সখীর উক্তি)—

শুন সখি আজুকি স্বপন কি বাত। হাসি হাসি আওল গোকুলনাথ॥
হাসে কহল পুনঃ নাহি মঝু দোষ। উঠহ সুন্দরি, ছোড়হ রোষ॥
যব মুখে দেওল চুম্বন দান। হাম নাহি জানলু টুটল মান॥

স্বপ্নে সম্পূর্ণ-সম্ভোগ, যথা—(ললিতা প্রতি শ্রীরাধা)—

আমারে ছাড়িয়া হরি যদি গেল মধুপুরি কিবা ক্ষতি আছয়ে আমার।
যাহ তুমি কোন পুরি সুখেতে রহিও হরি আমার মরণ মাত্র সার॥
তুমি গেলে মধুপুরি আমি আছি দুখে মরি তুমি পুনঃ আসিয়া স্বপনে।
মোরে বলাৎকার করি পুন যাহ মধুপুরি এত জ্বালা সহিব কেমনে॥

স্বপ্নে সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ, যথা—(নববৃন্দা প্রতি শ্রীরাধা)—

আজিকার স্বপন শুনলো সুন্দরী নাগর আসিয়াছিল।
আদর করিয়া আমার নিকটে কত রস বিরচিল॥
স্বপনে দারুণ অক্রূর না ছাড়ে রথ লয়া এলো তায়।
দেখিয়া পরাণে কাঁপিয়া মরিয়ে কত করি হায় হায়॥

তুল্য স্বরূপ রতি হয় দোঁহাকার।
ঊষা অনিরুদ্ধের হৈল যেমত প্রকার॥
অতএব সিদ্ধ নারীর স্বপ্নন-রমণে।
প্রাপ্ত ভূষণ আদি দেখি জাগরণে॥

সামান্য নিদ্রা সম্ভোগ

সামান্য নিদ্রার দশা চারি প্রকার।
'বিশ্ব', 'তৈজস', 'প্রাজ্ঞ', 'সমাধি' নাম তার॥

গোপীর স্বপ্নদশা পঞ্চম—'প্রেমময়ী' নাম।
তামস স্বপ্নের নাহি সিদ্ধেতে বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণ-প্রেমের অপরূপ বিলাস হয় তায়।
স্বপ্নপ্রায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সঙ্গম করায় ॥

সম্ভোগ-বিশেষ নিরূপণ।

ইহার 'বিশেষ' আর কবিগণ কয়।
এহো রতির অনুভাব দশা প্রাপ্ত হয় ॥
দর্শন, জল্প, স্পর্শ, পথের রোধন।
রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, জলের ক্রীড়ন ॥
নৌকা-খেলা, লীলা চৌর্য্য, ঘট্ট সংড়ন।
কুঞ্জ লীলা, মধুপান, স্ত্রীবেশ ধারণ ॥
কপট শয়ন, আর পাশক ক্রীড়ন।
বস্ত্র আকর্ষণ, চুম্ব, আর আলিঙ্গন ॥
নখার্পণ, আর বিম্বাধর সুধাপান।
সংপ্রয়োগ আদি 'বিশেষ' কহে কবিগণ ॥

দর্শন, যথা—(কুন্দলতা প্রতি শ্রীরাধা)—

তাবত গুরুর ভয় তাবত কুলে মনে রয় তাবত হয় ধর্ম্মের আচার।
যাবত কুণ্ডলধারী পরম মোহন হরি নাহি হয় নয়ন গোচর ॥

জল্প

জল্পের নাম হয় দুই ত প্রকার।
পরস্পর গোষ্ঠী এক, বিতথোক্তি * আর ॥

বিতথোক্তি-জল্প, যথা—(শ্রীরাধাদি প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

এই গিরি গোবর্দ্ধনে কতদিন নারীগণে হরে নিলাম বসন ভূষণ।
নারী সব নগ্ন হল বৃক্ষ পত্র পহিরল উপকার কৈল লতাগণ ॥

* বিতথোক্তি—পরস্পর বাদানুবাদ।

স্পর্শ, যথা—(সখী প্রতি কোন যূথেশ্বরী)—

নাকরু শপথ, বুঝলু সখী তোহে। শ্যাম ভুজঙ্গবর পরশন দেহে ॥
নহে যদি কাহে কাঁপই তুয়া অঙ্গ। তনুরুহগণে করে নূতন রঙ্গ ॥

বর্ত্ম-রোধ, যথা—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

এই শৃঙ্গ দেখ মোর বক্ষঃ শিলা কঠোর বেত্র বংশ আছে মোর স্থানে।
আমি ত ধরণীধর বড়ই সাহস তোর তারে লঙ্ঘি যাইবে কেমনে ॥

রাস, যথা—(কোন বিমানচারিণী দেবীর অপর দেবীর প্রতি উক্তি)—

কৃষ্ণ জিনি নবঘন তড়িত যেন গোপীগণ তড়িতের মাঝে জলধর।
তড়িত মেঘের মাঝে সম সখ্য হয়া সাজে রাসলীলা বড় মনোহর ॥

বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

স্থলপদ্ম বিকশিত তাথে ভ্রমরের গীত স্তুতি করে তোমার চরণে।
কুন্দফুল রাশি রাশি তোমার চরণে আসি দণ্ডবৎ করে দন্তগণে ॥
তোমার অধর দেখি বিম্বফল হল দুঃখী চেয়ে দেখ রম্য বৃন্দাবনে।
রাধিকারে সঙ্গে লয়া হরি বেড়ায় দেখাইয়া বিহরয়ে বড় সুখী মনে ॥

যমুনা জলকেলি, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিশাখা)—

জলকেলি রণরঙ্গে তোমার না হল ভঙ্গে তিলকের নাহি দরশন।
রাধা মুখচন্দ্র মাঝ তোমার কণ্ঠ মণিরাজ বিম্বছলে লইল শরণ ॥
তুমি ভয় কর কার জল না মারিব আর হারিয়াছ জানিলাম নিশ্চয়।
তুমি বড় অল্পবল আর না মারিব জল বল তুমি রাধিকার জয় ॥

নৌকা-খেলা, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাধা)—

এই ত যমুনা বহে উৎকট তরঙ্গ তাহে ভাল নৌকা তাহা মোরা জানি ॥
চড়িবারে ভয় করি আমরা যুবতী নারী খেয়ারি চঞ্চল শিরোমণি ॥

লীলা-চৌর্য্য

লীলা চুরি কহি যেই বংশীর হরণ।
বস্ত্র পুষ্প আদি চুরি করএ কখন ॥

বংশী-চৌর্য্য, যথা—(শ্রীরাধার সখীগণের পরস্পরোক্তি)—

চরণে নূপুর ছাড়ি গেলা রাধা ধীরি ধীরি না করিয়া কঙ্কনের স্বন।
নিদ্রায় আছিল হরি বাঁশী লয়া চুরি করি হাসি হাসি করিল গমন॥

বস্ত্র-চৌর্য্য, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে গোপীগণের উক্তি)—

তরুপত্র বস্ত্র করি যাই এক সহচরী আনহ ব্রজের বৃন্দাগণ।
এই বস্ত্র-বাটপাড়ে আসি যেন গালি পাড়ে সুখে মোরা করিব দর্শন॥

পুষ্প-চৌর্য্য, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

নিতি নিতি আসি আমার কুসুম চুরি করি লও তুমি।
অনেক যতনে গহন কাননে তোমারে ধরেছি আমি॥
আজি ত উচিত দমন করিব ছিঁড়িয়া লইব হার।
বসন ভূষণ লইব হরিয়া কোথায় পলাবে আর॥

ঘট্ট, যথা—('দানকেলি কৌমুদী'-গ্রন্থে ললিতাদি প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

আমি ত ঘাটের রাজা না করি তাহার পূজা বিবাদে চঞ্চল কৈলে মন।
বুঝি গিরি কুঞ্জবনে ঘাটের রাজার সনে তোমরা করিবে মহারণ॥

কুঞ্জাদিলীনতা, যথা—('বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে শ্রীরাধা অন্বেষণকারী শ্রীকৃষ্ণ)—

আমি এই বুঝি মনে রাধা এই কুঞ্জবনে লুকায়েছে কৌতুক করিয়া।
নৈলে কেন অলিগণ সৌরভ লুবুধ মন স্তব করে চৌদিক বেড়িয়া॥

মধুপান, যথা—(পৌর্ণমাসী প্রতি বৃন্দা)—

কৃষ্ণের বদন-চন্দ্র মধুপাত্রে প্রতিবিম্ব দেখে রাধা সুস্থির নয়নে।
যাচয়ে নাগর রায় তবু মধু নাহি খায় চেয়ে রৈল প্রতিবিম্ব পানে॥

বধূবেশ ধারণ, যথা—(বধূবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে রাধা ও বিশাখার উক্তি প্রত্যুক্তি)—

কো ইহ শ্যাম বরনারী। এ সখি, নাগর কি গোপকুমারী॥
কি ফল আওল এ মঝু পাশ। তুয়া সুখী হোয়ব ইহ করি আশ॥
মঝু সখী হোয়ল প্রাণ সমান। তুরিতহি করহ আলিঙ্গন দান॥
রাই আলিঙ্গন করু সখী মাঝ। জানল বেশধারী নাগর রাজ॥

কপট শয়ন, যথা—('কর্ণামৃত'-গ্রন্থে লীলাশুক উক্তি)—

দেখসিয়া হরি কপট করিয়া শয়ন করিয়া রয়।
মুখে মৃদু হাসি চাপিয়া রাখয়ে তভু প্রকাশিত হয়॥

পাশক-ক্রীড়া, যথা—(কুন্দলতা প্রতি বৃন্দা)—

রাই কানু পাশা খেলে সখীগণ গুটি চালে পণ কৈল অধর চুম্বন।
কখন জিতয়ে হরি কভু জিতে সুন্দরী হাততালি দেয় সখীগণ॥

বস্ত্রাকর্ষণ, যথা—('ললিত মাধব'-গ্রন্থে মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

আজি ত নিকুঞ্জ ঘরে রাধা বস্ত্র নিলাম হ'রে তাথে লুকাইল অন্ধকারে।
কৌস্তুভমণির সার তাথে কৈল উপকার আমা দেখি রাধা লজ্জা করে॥

চুম্বন, যথা—(সখী প্রতি রূপমঞ্জরী)—

রাইক বদন কমল বর সুন্দর চুম্বই নাগর রায়।
কমল বিপিনে যেন অলিবর বিহরই পুনঃ পুনঃ মধু পিয়ে তায়॥

আলিঙ্গন, যথা—(শ্রীরাধা-সখীর উক্তি)—

নাগর ভুজবলয়ায়িত রাধা। রাহু গরাসল শশধর আধা॥

নখ-রেখা, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি শ্যামলা)—

গণ্ডিতে কুঞ্জর জিনি তার কুম্ভ হ'রে আনি রাখিয়াছ আপন হৃদয়ে।
শ্রীনাগ দমন কৃত নখাঙ্কুশ চিহ্ন যত প্রকাশিত হইয়া আছয়ে॥

অধর-সুধা পান, যথা—(শ্রীরাধা প্রতি দূতী বা শ্রীকৃষ্ণ)—

সুধাকর সুধা ব্যর্থকারী মুখ আচ্ছাদ না কর করে।
নাগর ভ্রমর পান করু তাহা আপনার আশা পুরে॥

সংপ্রয়োগ, যথা—(কুন্দলতা প্রতি বৃন্দা)—

রাধিকার কন্ধ বেড়ি হস্ত প্রসারিল হরি অধর সুধা করে পান।
রাধার হয় ভাবোদ্গম দোহে অতি মনোরম ক্রীড়াগণের করয়ে নির্ম্মাণ॥

বিদগ্ধের বিলাসাস্বে যত সুখ হয়।
সংপ্রয়োগে তাহা নয়, কবিগণ কয় ॥*

যথা—(গোপনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'লীলাবিলাস' আস্বাদনকারিণী সখীগণোক্তি)—

হরি আলিঙ্গয়ে তাথে রাই করে নখাঘাতে কৃষ্ণ যেই করয়ে চুম্বন।
বসন ফেলাঞা মারে হরি পুনঃ বস্ত্র ধরে রাধা করে উৎপল তাড়ন ॥
গোবিন্দ উৎপল ধরে শুষ্ক (?) রোদন করে কপটে করয়ে কোপাভাষ
সঙ্গমের শতগুণ তাথে আনন্দিত মন রাধা সঙ্গে সদাই বিলাস ॥

অতএব 'শ্রীগীতগোবিন্দে'†—

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ ইত্যাদি।

গ্রন্থশেষে মঙ্গলাচরণ

কৃষ্ণে সম্বোধয়ে—গোকুলানন্দ গোবিন্দ।
প্রাণেশ, সুন্দরোত্তংশ, নন্দকুল-চন্দ্র ॥
নাগর-শিরোমণি, আর বৃন্দাবন বিধু।
গোষ্ঠ-যুবরাজ, মনোহর, প্রাণবঁধু ॥
এই মত কৃষ্ণেরে করে প্রিয় সম্বোধন।
কিঞ্চিৎ দেখাল তার, দিগ্ দরশন ॥
অতুল্য অপার সেই মধুর রস সিন্ধু।
তটস্থ হইয়া তার পাইনু একবিন্দু ॥

---

* নির্জ্জন স্ত্রীসম্ভোগ দ্বিবিধ, 'সংপ্রয়োগ' ও 'লীলাবিলাস'। বিদগ্ধ বা রসিকগণের এই 'লীলাবিলাস' আস্বাদনে যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, 'সংপ্রয়োগ' বা স্ত্রীসম্ভোগে তদ্রূপ হয় না।

† গ্রন্থ-সমাপ্তি কালে, রসিকমহানুভাবাগ্রগণ্য শ্রীল জয়দেব রচিত পদ্য দ্বারা স্বীয় মত দৃঢ়ীকরণ জন্য, গ্রন্থকার এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের, পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হয় নাই। ভাবানুবাদ এই—'শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর সুরতারম্ভ' যাহা রসিকজনের অনুভববেদ্য হইয়া উদ্ভূত হয়, তাহারই নিবিড় আলিঙ্গন-জনিত পুলকাঙ্কুর দ্বারা, ক্রীড়া জন্য সতৃষ্ণ বিলোকনে নিমেষ দ্বারা, অধর সুধা পান নিবন্ধন কথায় নম্রতা দ্বারা, এবং মন্মথ কলাযুদ্ধে আনন্দানুভব দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহা কিছু স্পষ্ট করি করিনু বিস্তার।
নিঃশেষ বর্ণন করে হেন শক্তি কার ॥*

অনুবাদক

শ্রীরূপ গূঢ় অর্থ করি লোকে জানাইল।
তার কিছু অর্থ মুঞি প্রকটন কৈল ॥
এই রসে যেই জন রসিক হইবে।
পরম আদর করি ইহারে জানিবে ॥
নির্ব্বুদ্ধির হাতে না করিহ সমর্পণ।
একে আর লেখি করে অর্থ বিনাশন ॥

সম্পূর্ণ

---

* শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী স্বীয় 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের সফলতার জন্য, স্বসেব্য চরণারবিন্দ শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রবণ-বিষয়ীভাব প্রাপ্তি কামনা করিয়া বলিতেছেন—'হে দেব, দুর্গম মহাঘোষ (গোকুল) সাগরোৎপন্ন এই 'উজ্জ্বল নীলমণি' আপনার মকরকুণ্ডল পরিসরে সেবা-উচিত ভজনা করুক'।

পরিশিষ্ট

প্রেমোল্লাস বিধায়িনী সুরসিনী মৎকণ্ঠ সঞ্চারিণী
শৃঙ্গারোৎসব ভারতী গুণবতী গোবিন্দ লীলাবতী।
সংসৃষ্ঠা কবিতা ময়া শুভধিয়া সন্মার্গ প্রত্যাশয়া
শ্রীমদ্দত্ত সভাসদাবলি পরাশংমোদ হেতুঃ সদা ॥ ১ ॥

সুসঙ্গতিলকতেজশ্চন্দ্র ভূপাল সভাপ্রবর নবকিশোরাখ্যস্য দত্তোত্তমস্য।
গুণজলধি কনিষ্ঠ ভ্রাতুরাদেশতোঽহং ব্যরচয়মমিতার্থং গ্রন্থমেতং প্রমোদাৎ ॥২ ॥

সংগোপ্যযত্নাৎ সুধিয়া নিধেয়ঃ গ্রন্থোঽয়ং মুখস্য করেষু দেয়ঃ।
মূর্খোহি জানাতি নচাস্য ভাবং বিমর্শয়েৎ কেবলমক্ষরাণি ॥ ৩ ॥

স্পষ্টীকৃতোঽয়ং শৃঙ্গারো নিজ জ্ঞানানুসারতঃ।
ময়া রূপপদাম্ভোজ কৃপাসীধুমদাত্মনা ॥ ৪ ॥

মুনি খ মুনি শশাঙ্কে সংজ্ঞিতে শাকেবর্ষে
তুহিণ কিরণবারে পৌষ মাসে দশম্যাং
দ্বিজবর কুলজাত শ্চানক গ্রাম বাসী
রচিত সরল ব্যাখ্যা শ্রীশচীনন্দনাখ্যঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি বিরচিতোজ্জ্বলনীলমণিস্পষ্টব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

॥ উজ্জ্বলচন্দ্রিকা নামগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥